সামগ্রী নহে তখন যাহাতে ইহা ইহার লক্ষ্য সাধনের উপযোগী হয় সেই সকল গুণ দ্বারা ইহার উন্নতির সহায়তা কর। পূর্ব্বজীবনে যাহা করিয়া আসিয়াছি তাহার মধ্যে যে সকল ত্রুটী ও অপরাধ আছে তাহার সংশোধন কর। "জীবন ক্রম-উন্নতশীল" শুনেছি, এ জীবনের পক্ষে সেই বাক্য যাহাতে সফল হয় সেই আশীর্ব্বাদ কর। তোমার করুণা ব্যতীত জীব বাঁচিতে পারে না, এতদিন তোমার সেই অপার করুণা লাভ করিয়া আসিয়াছি। হে দেবাদিদেব মহাদেব আজিও তোমার সেই করুণার প্রার্থী হইয়া তোমার চরণে উপস্থিত হইয়াছি, আশীর্ব্বাদ কর।

"সবাই ছেড়েচে নাহি যার কেহ
তুমি আছ তার আছে তব স্নেহ,
নিরাশ্রয় জন নাহি যার গেহ
সেও আছে তব ভবনে।"

হে প্রভু "সবাই যাকে ছেড়েছে তার তুমি আছ. যে নিরাশ্রয় তার জন্য তোমার গৃহ আছে" এই আশায় আশান্বিত হইয়া চলিতেছি, তুমি আমার সহায় হও।

তুমি আমার পিতা, রক্ষক পালয়িতা,
পদাশ্রয়ে করহ অভয়।
তুমি মম জননী,— স্নেহ প্রেমের খনি,
কোলে রাখ এ তনয়ায়।
তুমি আমার সখা, প্রাণ মাঝে দেও দেখা,
উদ্ধার বিপদ সময়।
তুমি আমার গুরু, মনোবাঞ্ছা কল্পতরু,
তব কৃপায় সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

শিক্ষিতা ও অশিক্ষিতা নারী।

জন্মকালে সকল দেশের, সকল সময়ের ও সকল শ্রেণীর কন্যারা একই অবস্থায় থাকে। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবার পর পিতা-মাতার অবস্থানুসারে ও দেশকাল ভেদে ক্রমশঃ তাহাদের জীবনের তারতম্য হইয়া থাকে। জঙ্গলে পতিত সাঁওতালের শিশু. উঠানে শায়িত দরিদ্রকন্যা, তেতলার উপরে দুগ্ধফেননিভশয্যাস্থিত ধনীর বালিকা, কিম্বা সুন্দর মখমলের শয্যায় বহুমূল্য পোষাকে আবৃত ইউরোপীয় ধনীর সদ্যঃপ্রসূত সন্তান—এ সব গুলিই মঙ্গলময় জগদীশ্বরের একই নিয়মে সৃষ্ট এবং একইরূপ আভ্যন্তরিক অবস্থায় স্থিত, উহাদের মধ্যে কিছুই প্রভেদ নাই। সকলেই ক্ষুধা পাইলে একভাবে কাঁদে এবং দুগ্ধপানে এক প্রকারেই পরিতৃপ্ত হয়। জননী যাহাই আহার করুন্ তাহা একই প্রণালীতে জীর্ণ হইয়া একই নিয়মানুসারে তাহাদের শরীর পুষ্ট করে। অবশ্য, উহাদের বাহিক পরিচ্ছদ ও সজ্জার যে প্রভেদ তাহা দ্বারা উহাদের আভ্যন্তরিক অবস্থার হটাৎ কোন বিভিন্নতা ঘটাইতে পারে না।

শীতকালে তাহাদের ফ্লানেলের বা বনাতের পোষাকে গা ঢাকা দাও, বা ভালুকের চামড়ায় আচ্ছাদন করিয়া রাখ, তাহারা উভয় হইতেই একইরূপ উপকার পায়। গ্রীষ্মকালে উহাদের খাটের উপর শীতল পাটীতে ফেলিয়া রাখ, বা মাঠের উপর নরম ঘাসে শোয়াইয়া দাও—তাহারা একই ভাবে হাত পা নাড়িয়া খেলা করে। কিন্তু ঐ সকল বালিকা যত বড় হইতে থাকিবে তত তাহাদের জীবন ও শরীরের প্রভেদ লক্ষিত হইবে। ইহা সত্য যে, ধনী বা দরিদ্র, মূর্খ বা শিক্ষিত সকল শ্রেণীর লোকের সন্তানেরই অনিয়মের ফলে অসুখ হইয়া থাকে, আবার এক ঔষধ ও জননীর শুশ্রূষায় সকল শিশুই আরোগ্য লাভ করে। কিন্তু অধিকাংশ দরিদ্রসন্তান উপযুক্ত ঔষধও পায় না আর মায়ের সেরূপ যত্নও পায় না। পিতামাতা দরিদ্র, ঔষধ কিনিবার অর্থ নাই, অথবা তাহারা এত অসভ্য যে ভিন্ন ভিন্ন রোগের যে স্বতন্ত্র ঔষধ ব্যবস্থা আছে সে জ্ঞানও তাহাদের নাই। অথচ দরিদ্র বা অসভ্য মায়েদের মনে যে মাতৃস্নেহ কম তাহা নহে, কেবল শিক্ষার অভাবে তাহারা উপযুক্তরূপে সন্তানপালনে অক্ষম। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পড়িয়া ধনীর কন্যাটী এক দিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিয়া মার যত্নে ও দাস দাসীর কোলে কোমলভাবে পালিত হয়, অপরদিকে অসভ্য বা দরিদ্রের মেয়েটী মাটীতে কাদা-ধূলা মাখিয়া বাড়িতে থাকে।

এখন আমরা লক্ষ করিলে দেখিতে পাইব, দুটি কোমল ফুল একত্র একভাবে ফুটিয়া যত্ন ও কর্ষণ প্রভাবে একটী বাগানের গোলাপ হয়, আর অবহেলা ও অশ্রদ্ধা বশতঃ অন্যটী বনের ভাঁট-বাকসের মত গড়াগড়ি যায়। এখন হইতেই আমরা তাহাদের বাহ্যিক প্রভেদের সঙ্গে মানসিক বিভিন্নতার চিহ্ন দেখিতে পাই। বড় মানুষের বা সভ্যলোকের মেয়েরা কাদায় হাত দিতে সংকুচিত হয়, দরিদ্র বা অসভ্য শিশুরা কাদা ধূলা মাখিয়া সুখী হয়। একটী বালিকা কাপড় না পরিয়া কখন ঘরের বাহিরে যাইবে না, আর একটী খোলা দেহে রাস্তায় ছুটিয়া বেড়ায়। ক্রমশঃ একজন নানারূপ বিদ্যায় শিক্ষিত হইয়া জ্ঞানবতী হয়, অপরটী নিজের অবস্থা পর্য্যন্ত উপযুক্তরূপে না বুঝিয়া পশুর মত জীবন কাটায়। অতএব দেখ, ঐ দুটী জীবনে কত প্রভেদ। বাহ্যিক বিভিন্নতা হইতেই উহাদের এই আভ্যন্তরিক অনৈক্য। অথচ জন্মাইবার পর হইতেই যদি আমরা ঐ দুটী মেয়েকে একভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিয়া লালন পালন করিতাম, একভাবে শিক্ষা দিতাম, তাহা হইলে ঐ দুইটীই যে এক-প্রকার পবিত্র, শিক্ষিতা ও চতুর হইত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ইহাতেই আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই-তেছি, মানব জীবনে, বিশেষতঃ নারীর পক্ষে শিক্ষার কত আবশ্যক। আমাদের দেশে অল্প বয়সেই মেয়েদের বিবাহ হইয়া

যায় সেই জন্য বালিকাগণ অধিক দিন স্কুলে যাইতে বা শিক্ষকের নিকট শিক্ষা করিবার অবসর পায় না, সেই কারণে অন্তঃপুর-শিক্ষা ভিন্ন কন্যা ও বধূদিগের স্থায়ী উন্নতির আশা করিতে পারা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাস।

ক্যানাডা প্রবাসির পত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অল্পক্ষণ পরে মিস্ বায়রণ্ আলু থালু চুলে নামিয়া আসিয়া বলিলেন কেমন আছেন মিঃ সিংহ। আপনি ভিতরে আসুন" এই কথা বলিয়া আমাকে বৈঠকখানা ঘরে বসালেন এবং বলিলেন "চুল না বাঁধিয়া আসাতে আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন।" আমি তদুত্তরে বলিলাম "সে জন্য কিছু মনে করিবেন না, বোধ হয় আমি একটু অগ্রে আসিয়াছি।" তাহার পর দুই জনে চা পান করিলাম। তাঁহার নিকট হইতে Rev. Hutcheon, Toronto Unitarian Churchএর Pastorএর বাড়ীর ঠিকানা পাইলাম। তখনি আমি তাঁহাকে 'Phone করিলাম। তিনি তদুত্তরে আমাকে সে দিন বেলা তিনটার সময় তাঁহার বাড়ীতে গিয়া ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতে বলিলেন। আমি মিস্ বায়রণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া Central Y.M.C.A.তে ফিরিয়া আসিলাম। সেখানেই মধ্যাহ্ন ভোজন করিলাম। নির্দ্দিষ্ট সময়ে Rev. Hutcheonএর নিকট গেলাম। তিনি অতিশয় মহাশয় লোক, তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাগণ সকলে একে একে আমার নিকট পরিচিত হইলেন। তাঁহারা সকলে আমাকে ঘিরিয়া বসিলেন। ব্রাহ্মসমাজের কাজ লইয়া অনেক কথাবার্ত্তা হইল। প্রায় দেড় ঘণ্টা তাঁহার বাটীতে অতিবাহিত করিলাম। শেষে Rev. Hutcheon আমাকে বিশেষ করিয়া বলিলেন যে পুনরায় যখন Torontoতে আসিবেন তাঁহার বাটীতে উঠিবেন এবং আমার গির্জ্জাতে "ভারতের ব্রাহ্ম সমাজ সম্বন্ধে" বক্তৃতা দিবেন। আমি আগামী শীতকালে সেইজন্য Torontoতে যাইব এবং বোধ হয় সেই সময় মিস্ ওয়াট্‌ * ও কলিকাতা হইতে Guelphএ আসিয়া পৌছিবেন।

Torontoতে জীবন সুন্দর কাটিয়া গেল। Exhibition Ontario হ্রদের অতি নিকটেই হইয়াছিল। হ্রদের জল পরিষ্কার, বালক বালিকারা সব সাঁতার দিতেছে। রাত্রিতে হ্রদের উপর নানা প্রকার fireworks (বাজি পোড়ান দেখান) হইত। ওঃ সে সব অতিশয় বিস্ময়কর।

* * * *

*Guelph নিবাসী মিস্ ওয়াটের সহিত লেখকের মাতার পরিচয় ইতি মধ্যে হইয়াছিল।

আজ ১৪ই সেপ্টেম্বর। আজ Spencerকে Michigan হইতে এখানে আনাইয়াছি। Spencerএর মা ভারতবর্ষ হইতে কারি, পাউডার, চাট্নি প্রভৃতি পাঠাইয়া দিয়াছেন। Spencer একজন ইংরাজ ছাত্র, ইহার পিতা Coimbatoreএর পাদরি। আমি মিস্ ওয়াটসনকে বলিয়া Macdonald Instituteএর Kitchen classএতে পড়িবার অনুমতি পাইলাম। তিন জন শিক্ষয়িত্রীকে আমাদের বাসায় নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। আর আমি (of Calcutta), Spencer (of Nilgherry) Slater (of Poona) এই কয়েক জনে মিলিয়া অত্যন্ত স্ফূর্ত্তিতে দ্বিতলার ঘরে কারি ও ভাত রন্ধন করিবার আয়োজন করিতে লাগিলাম। আমার অন্যতম বন্ধু মিস্ ফার্গুসন্, মিস্ ওয়ার্টসন্ ও মিস্ রড়িক্ এই তিন জন মধ্যে মধ্যে আসিয়া দেখিতে লাগিলেন আমরা ঠিক রন্ধন করিতে পারিতেছি কি না। Spencer আলু ও পেঁয়াজ ভাজিল, Singha আতপ চালের ভাত রন্ধন করিল; Slater ফাউলের কারি রাঁধিল। মিস্ ফার্গুসন্ ও অন্যান্য মহিলারা অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে আমরা আস্বাদন করিয়া দেখিতেছিলাম যে ঝাল, মসলা ও লবণ ঠিক দেওয়া হইয়াছে কি না।

ওঃ সে দিন আমাদের অত্যন্ত স্ফূর্ত্তি; নিম্নতলে যত শিক্ষয়িত্রী ও বালিকা, তাহারা আমাদের লম্ফ ঝম্ফ শুনিয়া, শুধু কি তাই, পেঁয়াজ ভাজার গন্ধ পাইয়া উপরে আমাদের রান্নাঘরে দৌড়িয়া এলেন। "বসুন শিক্ষয়িত্রীগণ!" বলিয়া আমরা চেয়ার দিলাম। কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন "সিংহ! তুমি কি আজ ক্যানেডা ছাড়িবে নাকি?" "না আমি শুক্রবারে Guelph ছাড়িব।" Spencer বলিল—"সিংহ! তুমি কি ভাব যে এই সমস্ত মহিলা আমাদের Indian dishকে পছন্দ করিবেন?" আমার নিকট কতকগুলি দারুচিনি ছিল, আমি এক একটী করিয়া বালিকাদিগের হাতে দিলাম। কেহ বলিল—"এট্যাকি" "এরূপ আমি ইহার পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই" তাহার পর এ কথা সে কথার পর আমি বলিলাম :—"Spencer! আমার যেন মনে হচ্ছে আমরা ভারতবর্ষেই আছি।" হা হা করিয়া সকলে হাসিল। তখন বালিকাদের দিকে তাকাইয়া বলিলাম; "ভারতবর্ষে গেলে তোমাদের এই প্রকার অতিরিক্ত ঝাল দেওয়া 'খানা' খাইতে হইবে।" তাহার পর কাঁটা, চামচ, ছুরি, ডিস্, ন্যাপ্‌কিন সব টেবিলের উপর সাজান হইল। ফাউলের কারীটা অতি চমৎকার হইয়াছিল সমস্ত বালিকাদের তাহার একটু একটু আস্বাদন করান গেল। কেবল আমরা তিন জন পুরুষে আর তিন জন মহিলাতে ছখানা চেয়ার লইয়া টেবিলটাকে ঘিরিয়া বসিলাম। প্রথমে "A toast to Emperor of India"—তার পর ঠং ঠং শব্দ করিয়া খাইতে বসা

গেল। Spencer খাইতে খাইতে বলিল—"ক্যানেডাতে আসার পর আমার ক্ষুধা কমিয়া গিয়াছে, তাহা না হইলে আমি একলাই এই সমস্ত ভাত খাইতে পারিতাম।" মহিলারা তাহার কথা শুনিয়া হাসিল। খাওয়া দাওয়া শেষ হইয়া গেল কিছুক্ষণ পরে পিয়ানো বাজান গেল। "Three cheers for India! হিপ্ হিপ্ হুরে প্রভৃতি আনন্দধ্বনি করা হল। তার পর আমরা তিন জনে ঠিক করিলাম যে ভারতে ফিরিলে আমরা একত্র মিলিত হইব, এবং এই Macdonald Instituteতে Indian dish রাঁধার কথা স্মরণ করিব।

Slaterএর কথা পূর্ব্বে একবার লিখিয়াছি। সে ইংরাজ ছাত্র, গত বৎসর B. Sc. উপাধি পাইয়াছে। আর এক বৎসর পরে ভারতে ফিরিবে। Spencer এই কলেজে এক বৎসর পড়িয়া Michiganএতে পড়িতেছে, আর "সিংহ"তো এখানে দু'বৎসর পড়ে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে চলিল। আমরা তিনজনে ভারতবর্ষ হইতে আসি, আবার এখন তিন জনে ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইতেছি। যদি তিন জনে জীবিত থাকি তো পুনরায় ভারতে মিলিত হইব।

১৬ই সেপ্টেম্বর। আমি আজ কাল Queen's Hotelএ আছি। এখন রাত্রি ১১টা। এই কতক্ষণ হইল মিসেস্ ওয়াটদের বাড়ীর সকলকে "গুড্ বাই" বলিয়া আসিলাম। Mrs. Watt বলিলেন :—"তুমি তোমার মাকে লিখ যে তুমি ভাল আছ শুধু তাহা নহে, তুমি সমস্ত বিষয়ে এখন ভাল হয়েছ, ইংরাজী কথা বলিতেও বেশ শিখিয়াছ, তোমার চেহারা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়েছে, এবং তুমি যখন Guelphতে আসিবে, আর কোথাও নহে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া, আমাদের সহিত থাকিবে। লুই* তোমাকে পেলে খুব খুসী হবে।" আচ্ছা, বলুন ত দেশের কোন লোক একজন বিদেশীকে কি এত খাতির, এত সমাদর করিতে চায়? আমি হিন্দু, Mrs. Watt খ্রীষ্টান, এই দু'বৎসরে আমাদের মধ্যে এতদূর বন্ধুত্ব। (ধন্য ক্যানেডার নরনারীগণ!) Mrs. Watt শেষকালে আমার মধ্যম অঙ্গুলি টিপিয়া শেষ "গুড্ বাই" বলিলেন ও আশীর্ব্বাদ করিলেন "God bless you, Good luck to you." আমি ইংরাজী ভাষায় তাঁহাকে ঠিক রকম প্রত্যুত্তর করিতে পারিলাম না। বিদায় লইতেছি এই কথাটি মুখ দিয়া স্পষ্ট বাহির হইল না।

পর দিন প্রাতে কলেজের তিনজন অধ্যাপককে special dinnerএ Wellington Hotelএ নিমন্ত্রণ করি। Director Zavitz বলিলেন :—"তুমি আর কিছু দিন থাকিয়া যাও, আমিও তোমাকে ডিনারেতে নিমন্ত্রণ করি।" এই

* ইনি Mrs. Wattএর কন্যা, সেই সময় তাহার কলিকাতা হইতে আসিবার কথা ছিল।

প্রকারে সকলের নিকট বিদায় লওয়া হইল।

আজ ১৭ই সেপ্টেম্বর। আজ বেলা ৫।৪৫ মিনিটের ট্রেনে Gueiph ছাড়িয়া মার্কিণ রাজ্যে যাইবে। আমার পর পত্র সেখান হইতে পাইবেন।

প্রণত শ্রীসত্যশরণ সিংহ।

শিখগ্রন্থ-সুখমণী সাহিব।

৪৪৫ বৎসর গত হইল, নানক এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ৬৯ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তিনি এরূপ উদার ধর্ম্মজীবন দেখাইয়াছিলেন যে হিন্দুমুসলমান উভয়েই তাঁহাকে আপনার বলিয়া মনে করিত। তাঁহার ধর্ম্মমত হিন্দুশাস্ত্রসঙ্গত একেশ্বর-বাদ ছিল।

গুরু নানকের মুখনিঃসৃত ধর্ম্মকথা তাঁহার শিষ্যেরা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পঞ্চম গুরু অর্জ্জুনদাস সে সমস্ত এবং তৎপরবর্ত্তী গুরুদিগের এবং কবির প্রভৃতি সাধুদিগের কথা-সমূহ একত্র করিয়া "গ্রন্থ সাহিব" নাম দিয়া শিখধর্ম্ম-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অর্জ্জুনদাস গুরু নানকের তিরোভাবের ৪৩ বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

গুরু অর্জ্জুনদাস একজন অতি ভক্ত সাধক ছিলেন। তাঁহার প্রণীত সুখমনী নামক গ্রন্থ তাঁহার ধর্ম্মজীবনের পরিচয় প্রদান করে। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে হৃদয় বিশ্বাস ও ভক্তিতে পরিপ্লুত হয়।

সুখমনী—যাহা পাঠ করিলে সুষম্না নাড়ীতে অর্থাৎ সত্ত্বগুণে মন অবস্থান করে। সম্মানার্থ সাহিব কথা ব্যবহৃত হইয়াছে। শিখেরা আপনাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থের পূজা করেন। সেই কারণে সুখমণী সাহিব, গ্রন্থ সাহিব প্রভৃতি নাম প্রদত্ত হইয়াছে। সুখমণী গ্রন্থসাহিবের অন্তর্গত একটী অধ্যায়। ইহাকে একটী পৃথক গ্রন্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সুখমণী-গ্রন্থের পদাবলী সুরলয়-যোগে গান করা যায়। গৌরী রাগিনীতে শিখেরা ইহা গান করেন। পঞ্চম গুরু অর্জ্জুনদাসের রচিত বলিয়া 'মহলা ৫" এই সঙ্কেত দেওয়া হইয়াছে।

সুখমণী গুরুমুখী ভাষায় রচিত। গুরু-মুখী ভাষা প্রথমে অত্যন্ত কঠিন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কিছু দিন পাঠ করিতে করিতে অতি সহজ হইয়া যায়। গুরুমুখী ভাষার সহিত বাঙ্গালা ভাষার অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। ইহা অতি শ্রুতি-মধুর। পাঠকগণ অন্যান্য শ্লোকের ন্যায় ইহাও সুর করিয়া পাঠ করিতে পারেন। ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ এবং ধর্ম্মানুরাগী সুধীবর্গ উভয়েরই এই গ্রন্থ পাঠ করিতে কৌতূহল হইবে, এই ভাবিয়া গুরুমুখী গ্রন্থ বাঙ্গালা অক্ষরে এবং প্রতি ছত্রের

বাঙ্গালা অনুবাদ পৃথক পৃথক সন্নদ্ধ করিলাম। আশা করি ইহাতে গ্রন্থখানি পাঠ করিবার অনেকটা সুবিধা হইবে। দুরূহ শব্দের অর্থ অনুবাদের মধ্যে প্রকাশ পাইবে।

পাঠকগণের সুখমণী পাঠে রুচি বোধ হইলে সমগ্র গ্রন্থসাহিব ও তাহার অনুবাদ তাঁহাদিগের হস্তে অর্পণ করিব।

সুখমণী সাহিব।

গৌরী, মহলা ৫।

ওঁ সতি গুরু প্রসাদি।

ওঁ সদ্গুরুর কৃপা ;

শ্লোক

আদি গুরয়ে নমহ।
যুগাদি গুরয়ে নমহ।
সতি গুরয়ে নমহ।
শ্রীগুর দেবয়ে নমহ॥ ১

আদি গুরুকে নমস্কার
যুগাদি গুরুকে নমস্কার
সদ্গুরুকে নমস্কার
শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার॥ ১

অষ্টপদী।

সিমরউ সিমর সিমর সুখ পাবউ।
কল কলেশ তনমাহি মিটাবউ।
সিমরউ যাস বিসুংভর একৈ।
নাম জপত অগনত অনেকৈ।
বেদ পুরাণ সিমৃত সুধাকর।
কিনে রাম নাম ইক আখর।
কিনকা এক জিস জীয় বসাবৈ।
তাকি মহিমা গণি ন আবৈ।
কাংখী একৈ দরশ তুহারো।
নানক উন সংগি মোহি উধারো॥ ১

ভগবানকে স্মরণ কর, স্মরণ করিতে করিতে সুখ পাইবে।
কলির ক্লেশ এই শরীর থাকিতেই নষ্ট কর।
সেই এক বিশ্বম্ভর পুরুষকে স্মরণ কর।

অনেক অসংখ্য বার তাঁহার নাম জপ কর। বেদ পুরাণ ও স্মৃতি, সুধার আকর এক অক্ষর রাম নামেই কেনা যায়। যার হৃদয়ে কণিকামাত্র বাস করেন, তাহার মহিমা গণনা করা যায় না। একবার মাত্র তোমার দর্শন আকাঙ্ক্ষা করি। নানক বলিতেছেন, ঐ (ভক্ত) সঙ্গে আমাকে উদ্ধার কর॥ ১

সুখমনী সুখ অমৃত প্রভ নাম।
ভগত জনাকৈ মন বিশ্রাম॥

সুখ মানিতেই সুখ, প্রভুর নামেই অমৃত।
ভক্তজনের মনেতেই শান্তি বিরাজ করে।

রহাউ।

ছেদ।

প্রভকৈ সিমরন গরভি ন বসৈ।
প্রভকৈ সিমরন দুখ যম নসৈ।
প্রভকৈ সিমরন কাল পর হরৈ।
প্রভকৈ সিমরন দুসমন টরৈ।
প্রভকৈ সিমরত কছু বিঘন ন লাগৈ।

প্রভুর স্মরণ করিলে গর্ভে বাস করিতে হয় না।
প্রভুর স্মরণে যম যন্ত্রণা নাশ হয়।
প্রভুর স্মরণে মৃত্যু পরিহার করে।
প্রভুর স্মরণে শত্রু পলাইয়া যায়।
প্রভুর স্মরণ করিলে কোন বিঘ্ন আসে না।

প্রভকৈ সিমরন অনদিন জাগৈ।
প্রভকৈ সিমরন ভউ ন বিআপৈ।
প্রভকৈ সিমরন দুখ ন সংতাপৈ।
প্রভকৈ সিমরন সাধকৈ সংগি।
সরব নিধান নানক হরি রংগি॥ ২

প্রভুর স্মরণে অনুদিন জাগ্রত রাখে।
প্রভুর স্মরণ করিলে ভয় আসিতে পারে না।
প্রভুর স্মরণে দুঃখ সন্তাপিত করিতে পারে না।
সাধুসঙ্গ লাভে প্রভুকে স্মরণ করিতে মন যায়।
নানক বলিতেছেন, হরিতে অনুরক্ত হইলে সকল বস্তুই মিলে॥ ২

প্রভকৈ সিমরন রিধি সিধি নউ নিধি।
প্রভকৈ সিমরন গিআন ধিআন তত বুদ্ধি।
প্রভকৈ সিমরন জপ তপ পূজা।
প্রভকৈ সিমরন বিনসৈ দুজা।
প্রভকৈ সিমরন তীরথ ইসনানি।
প্রভকৈ সিমরন দরগহি মানী।
প্রভকৈ সিমরন হোয় সুভলা।
প্রভকৈ সিমরন সুফল ফলা।
সে সিমরহি যে আপ সিমরায়।
নানক তাকৈ লাগউ পায়॥ ৩

প্রভুর স্মরণে ঋদ্ধি অর্থাৎ সৌভাগ্য এবং সিদ্ধি এবং নবনিধি লাভ হয়।
প্রভুরই স্মরণে জ্ঞান, ধ্যান এবং বিস্তৃত বুদ্ধি লাভ হয়।
প্রভুর স্মরণই জপ তপ এবং পূজা।
প্রভুর স্মরণেই দ্বিত্বভাব নষ্ট হয়।
প্রভুর স্মরণে তীর্থস্নানের ফললাভ হয়।
প্রভুর স্মরণে ভগবানের দ্বারে সম্মান পায়।
প্রভুর স্মরণ শুভজনক হয়।
প্রভুর স্মরণে সুফল ফলে।
সেই তাঁহাকে স্মরণ করিতে পারে যাহাকে নিজে স্মরণ করাইয়া দেন।
নানক বলিতেছেন, এমন (ভক্ত) জনের চরণে আমি পতিত হই॥ ৩

প্রভকা সিমরন সভতে উচা।
প্রভকৈ সিমরন উধরে মূচা।
প্রভকৈ সিমরন ত্রিসনা বুঝৈ।
প্রভকৈ সিমরন সভ কিছু সুঝৈ।
প্রভকৈ সিমরন নাহি যমত্রাসা।
প্রভকৈ সিমরন পূরণ আশা।
প্রভকৈ সিমরন মনকি মল যায়।
অমৃত নাম রিদ মাহি সমায়।
প্রভজী বসহি সাধকি রসনা।
নানক জনকা দাসন দসনা॥ ৪

প্রভকে স্মরণ রাখা সকলের শ্রেষ্ঠ কার্য্য।
প্রভুর স্মরণে অনেক লোক উদ্ধার পায়।
প্রভুর স্মরণে তৃষ্ণা মিটে।
প্রভুর স্মরণে সকল সুখ হয়।
প্রভুর স্মরণে যমের ত্রাস থাকে না।
প্রভুর স্মরণে আশা-পূর্ণ হয়।
প্রভুর স্মরণে মনের ময়লা দূর হয়।
নামরূপ অমৃত হৃদয়ে প্রবেশ করে।
সাধকের রসনাতে প্রভু বাস করেন।
নানক এইরূপ সাধুব্যক্তির দাসের দাস॥৪

নবনিধি—কুবেরের সম্পত্তি—পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুন্দ, নীল, খর্ব এই নয় প্রকার।

প্রভকউ সিমরহি সে ধনবন্তে।
প্রভকউ সিমরহি সে পতিবন্তে।
প্রভকউ সিমরহি সে জন পরবান।
প্রভকউ সিমরহি সে পুরুখ প্রধান।
প্রভকউ সিমরহি সি বেমুহ তাজে।
প্রভকউ সিমরহি সি সরবকে রাজে।
প্রভকউ সিমরহি সে সুখ বাসী।
প্রভকউ সিমরহি সদা অবিনাশী।
সিমরন তে লাগে জিন আপ দয়ালা।
নানক জন কী মংগৈ রবালা॥ ৫

প্রভুকে যে মনে রাখে সেই ধনবান।
প্রভুকে যে মনে রাখে সেই পতিব্রতা।
প্রভুকে যে মনে রাখে সেই জনই শ্রেষ্ঠ।
প্রভুকে যে মনে রাখে সেই পুরুষ-প্রধান।
প্রভুর স্মরণে তাহার কিছুই অভাব থাকে না।
প্রভুর স্মরণে সে সকলের রাজা।
প্রভুর স্মরণে সে সুখে বাস করে।
প্রভুর স্মরণে সে সদা অবিনাশী।
স্মরণ করিতে তাঁহারাই পারেন যাঁহাদের প্রতি প্রভুর দয়া হয়।
নানক এই সকল (ভক্ত) জনের পদরেণু প্রার্থনা করে॥ ৫

প্রভকউ সিমরহি সে পর উপকারী।
প্রভকউ সিমরহি তিন সদ বলিহারী।
প্রভকউ সিমরহি সে মুখ সুহাবে।
প্রভকউ সিমরহি তিন সুখ বিহাবৈ।
প্রভকউ সিমরহি তিন আতম জীতা।
প্রভকউ সিমরহি তিন নিরমল রীতা।
প্রভকউ সিমরহি তিন অনদ ঘনেরে।
প্রভকউ সিমরহি বসহি হরি নেরে।
সংত কিরপা তে অনদিন জাগ।
নানক সিমরন পূরে ভাগ॥ ৬

প্রভুকে যাঁহারা স্মরণ করেন তাঁহারা পর উপকারী হয়েন।
প্রভুকে যাঁহারা স্মরণ করেন তাঁহাদিগকে বলিহারী যাই।
প্রভুকে যাঁহারা স্মরণ করেন তাঁহাদের মুখ উজ্জ্বল।
প্রভুকে যাঁহারা স্মরণ করেন তাঁহারা সুখে কাল যাপন করেন।
প্রভুকে যাঁহারা স্মরণ করেন তাঁহারা আত্মজিত।
প্রভুকে যাঁহারা স্মরণ করেন তাঁহাদের নির্মল রীতি।
প্রভুকে যাঁহারা স্মরণ করেন তাঁহারা আনন্দ ঘন লাভ করেন।
প্রভুকে যাঁহারা স্মরণ করেন তাঁহারা হরির নিকট বাস করেন।
সাধুদের কৃপাতে তাঁহারা অনুদিন জাগ্রত।
নানক বলিতেছেন, সম্পূর্ণ সৌভাগ্য হইলেই মানুষ হরিস্মরণ করিতে পারে॥ ৬

প্রভুকৈ সিমরন কারয পূরে।
প্রভকৈ সিমরন কবহুন ঝুরে।
প্রভকৈ সিমরন হরিগুণ বাণী।
প্রভকৈ সিমরন সহজি সমানী।
প্রভকৈ সিমরন নিহচল আসন।
প্রভকৈ সিমরন কমল বিগাসন।
প্রভকৈ সিমরন অনহদ ঝুনকার।
সুখ প্রভ সিমরন কা অন্ত ন পার।
সিমরহি সে জন যিন কউ প্রভ মায়া।
নানক তিন জন স্মরণী পয়া॥ ৭

প্রভুর স্মরণে কার্য্য সকল হয়।
প্রভুর স্মরণ করিলে কখন কাঁদিতে হয় না।
প্রভুর স্মরণ করিতে করিতে হরিগুণ-গানে ইচ্ছা হয়।
প্রভুর স্মরণে সহজেই মন শান্ত হয়।
প্রভুর স্মরণে আসন স্থির হয়।
প্রভুর স্মরণে হৃদয়-পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়।
প্রভুর স্মরণে অনাহতধ্বনি শ্রবণপথে আসে।
প্রভুর স্মরণে যেঁ সুখ তাহার অন্ত নাই।
সেই জনই তাঁহাকে স্মরণ করিতে পারে যাহাকে তিনি কৃপা করিয়াছেন।
নানক এই মহাজনের স্মরণ লইয়াছেন ॥৭

হরি সিমরন করি ভগত প্রগটায়।
হরি সিমরন লগ বেদ উপায়।
হরি সিমরন ভয়ে সিধ যতি দাতে।
হরি সিমরন নীচ চহু কুঁট জাতে।
হরি সিমরন ধারী সভ ধরনা।
সিমর সিমর হরি কারণ করনা।
হরি সিমরন কিয়ো সগল অকারা।
হরি সিমরন মহি আপ নিরংকারা।
কর কিরপা যিস আপ বুঝায়া।
নানক গুরুমুখ হরি সিমরন তিন পায়া ॥৮

হরিকে স্মরণ করিয়া ভক্ত প্রগট হয়েন।
হরি স্মরণ করায় বেদের সৃষ্টি।
হরি স্মরণ করিয়া সিদ্ধ, যতী এবং দানী হয়েন।
হরি স্মরণ করিয়া নীচ ব্যক্তিও চারিদিকে জানিত হন।
হরির স্মরণে সমস্ত পৃথিবী রক্ষিত হয়।
স্মরণ কর স্মরণ কর সেই কারণের কারণ হরিকে।
হরির স্মরণে সকল বস্তুর সৃষ্টি।
হরির স্মরণে আপনি নিরঙ্কার বিরাজিত।
হরি কৃপা করিয়া যাহাকে আপনি বুঝাইয়া দেন,
নানক বলিতেছেন, হে শিষ্য হরিকে স্মরণ করিতে সেই পারিয়াছে ॥ ৮

শিখ গ্রন্থ—সুখমনী সাহিব।

২। শ্লোক।

দীন দরদ দুঃখ ভংজনা ঘট ঘট নাথ অনাথ।
সরম তুমারী আয়ো নানক কে প্রভ সাথ ॥ ১

হে দীনদরিদ্র-দুঃখ-ভঞ্জন, সকল অনাথ-জীবের নাথ!
হে নানকের প্রভু, তোমার নিকট আসিলাম, তোমার স্মরণ লইলাম ॥১

অষ্টপদী

যহ মাত পিতা সুত মিত ন ভাই।
মন উহা নাম তেরৈ সঙ্গ সহাই।
যহ মহা ভয়ান দূত যম দলৈ।
তহ কেবল নাম সংগ তেরৈ চলৈ।
যহ মুসকল হোবৈ অতি ভারু।
হরিকো নাম খিন মাহি উধারু।
অনিক পুনহ চরণ করত নহি তরৈ।
হরিকো নাম কোট পাপ পরহরৈ।
গুরু মুখ নাম জপহু মন মেরে।
নানক পাবহু সুখ ঘনেরে ॥ ১

যেখানে মাতা পিতা পুত্র মিত্র ভাই সঙ্গে নাই,

হে মন, সেখানে হরিনাম তোমার সঙ্গ ও সহায়।
যেখানে মহা ভয়ানক যমদূত দলন করে,
সেখানে তোমার সঙ্গে কেবল হরি নামই যায়।
যে সময় অত্যন্ত বিপদ হয়,
হরিনাম এক মুহূর্ত্তে উদ্ধার করে।
অনেক পুণ্য করিয়াও মানুষ তরিতে পারে না,
কিন্তু হরিনামে কোটী পাপ হরণ করে।
হে মন, গুরুদত্ত নাম জপ কর—
নানক বলিতেছে, তাহাতে সুখ ঘন প্রাপ্ত হইবে ॥ ১
সগল সৃষ্টি কো রাজা দুঃখীয়া।
হরিকা নাম জপত হোয় সুখীয়া।
লাখ করোরী বংধন পরৈ।
হরিকা নাম জপত নিসতরৈ।
অনিক মায়া রংগ তিখন বুঝাবৈ।
হরিকা নাম জপত আঘাবৈ।
যহ মারগ ইন্দু যাত ইকেলা।
তব হরিকা নাম সংগ হোত সুহেলা।
ঐসা নাম মন সদা ধিয়াইঐ।
নানক গুরু মুখ পরম গতি পাইঐ ॥ ২
যদি কেহ সকল সৃষ্ট বস্তুর রাজা হয়, তাহা হইলেও সে দুঃখী।
কেবল মাত্র হরিনাম জপ করিয়াই মানুষ সুখী হইতে পারে।
লক্ষ এবং ক্রোর বন্ধন থাকিলেও, হরিনাম জপ করিয়া নিস্তার পাইতে পারে।
অনেক মায়ার রঙ্গেও প্রাণের তৃষ্ণা মিটে না।
এক হরিনাম জপাতেই তৃষ্ণা মিটে।
যে মার্গে মানুষ একা যায়।
সেখানে সুখকর হরিনাম সঙ্গে থাকে।
হে মন, এমন নাম সর্ব্বদা ধ্যান কর।
নানক বলিতেছেন, তাহা হইলে শিষ্য পরমগতি লাভ করে ॥ ২
ছুটত নহী কোট লথ বাহী।
নাম জপত তহ পার পরাহী
অনিক বিঘন যহ আয় সংঘারৈ।
হরি কা নাম তৎকাল উধারৈ।
অনিক যোন জনমৈ মরি যায়।
নাম জপত পাবৈ বিসরাম।
হা মৈলা মল কবহু ন ধোবৈ।
হরি কা নাম কোটী পাপ খোবৈ।
ঐসা নাম জপহু মন রঙ্গ,
নানক পাই ঐ সাধ কৈ সঙ্গ ॥ ৩
কোটী লক্ষ সেনা যখন উদ্ধার করিতে পারে না,
নাম জপ করিলে তাহা হইতে উদ্ধার হয়
অনেক বিঘ্ন যখন সংহার করিতে আসে,
হরি নামই তখন বিপদ হইতে উদ্ধার করে।
অনেক যোনিতে যে জন্মিতেছে ও মরিতেছে,
নাম জপ করিয়া সে জন্ম মরণ হইতে বিশ্রাম পায়।
অহঙ্কারের ময়লা যাহার কখন ধোয়া হয় নাই,
হরিনামে তাহার কোটী পাপ হরণ করে।
হে আমার মন, আনন্দের সহিত এই নাম জপ কর।

নানক বলিতেছেন, সাধু সঙ্গ যখন পাই-য়াছ॥ ৩

যিহ মারগ কে গনে যাহি ন কোশা।
হরিকা নাম উহা সঙ্গ তোসা।
যিহ পৈড়ে মহা অন্ধ গুবারা।
হরিকা নাম সঙ্গ উজীয়ারা।
যহ পংথ তেরা কোন পিয়ানু।
হরিকা নাম তহ নাল পছানু।
যহ মহা ভয়ান তপত বহু ঘাম।
তহ হরি কে নাম কী তুম উপর ছাম।
যহা তৃষা মন তুঝ আকর খৈ,
তহ নানক হরি হরি অমৃত বরখৈ॥ ৪

যে রাস্তার দূরত্ব (ক্রোশ) গণনা করা যায় না।
হরিনাম সেই পথে তোমার **সুখকর** সঙ্গী।
যে পথে মহা ঘোর অন্ধকার,
হরিনাম সেখানে তোমার আলোক।
যে পথে তোমার কোন পরিচিত নাই,
হরিনাম সেখানে তোমার বন্ধু।
যেখানে ভয়ানক গ্রীষ্ম ও ঘর্ম্ম,
সেখানে হরিনাম তোমার উপর ছায়া।
হে মন, যেখানে হরিতৃষ্ণায় মন আকর্ষণ করে,
নানক বলিতেছেন, হরি হরি! সেখানে অমৃত বর্ষণ হয়॥ ৪

ভকত জনাকী বরতন নাম।
সংত জনা কৈ মন বিশ্রাম।
হরিকা নাম দাস কী ওঠ।
হরিকৈ নাম উধরৈ জন কোট।
হরি যশ করত সংত দিন রাত।
হরি হরি ঔখধ সাধ কমাত।
হরি জনকৈ হরি নাম নিধান।
পর ব্রহ্ম জন কীনো দান।
মন তন রঙ্গ রতে রঙ্গ একৈ।
নানক জন কৈ বিরত বিবেকৈ॥ ৫

ভক্ত জনের উপজীবিকা হরিনাম,
ভক্ত জনের মনে শান্তি বিরাজ করে।
হরিনাম তাঁহার দাসের আশ্রয়.
হরিনামে কোটী কোটী ব্যক্তি উদ্ধার পায়।
সাধুগণ দিবারাত্রি হরিনাম গান করেন,
সাধুগণ হরিনাম ঔষধ কামনা করে,
হরিজনের হরি নামই সম্পদ,
পরব্রহ্ম হরিজনকে এই নাম প্রদান করিয়াছেন।
মন এবং শরীর সেই একেরই আনন্দে মগ্ন,
নানক বলিতেছেন, হরি জনের ইহাই বিবেক এবং বৈরাগ্য॥ ৫

হরিকা নাম জন কউ মুকত যুগত।
হরি কৈ নাম জন কউ তৃপ্তি ভুগত।
হরিকা নাম জনকা রূপ রঙ্গ।
হরি নাম জপত কব পরৈ ন ভঙ্গ।
হরিকা নাম জনকী বডিয়াই।
হরিকৈ নাম জন শোভা পাই।
হরিকা নাম জন কউ ভোগ যোগ।
হরি নাম জপত কছু নাহি বিয়োগ।
জন রাতা হরি নামকী সেবা।
নানক পূজৈ হরি হরি দেবা॥ ৬

হরিজনের হরিনামই মুক্তি এবং যুক্তি,
হরিজনের হরিনামই তৃপ্তি ও ভোগ।

হরিজনের হরিনামই জপ ও রঙ্গ,
হরিনাম জপ করিয়া কখনও কষ্ট পান না;
হরিজনের হরিনামই শ্রেষ্ঠত্ব,
হরিজনের হরিনামই শোভা;
হরিজনের হরিনামই যোগ এবং ভোগ,
হরিনাম জপ করিলে কিছুরই অভাব থাকে না,
হরিজন হরিনাম সেবাতেই রত থাকেন।
নানক বলিতেছেন, হরি দেবতার পূজা কর॥ ৬

হরি হরি জন কৈ মাল খজীনা,
হরি ধন জন কউ আপ প্রভু দীনা;
হরি হরি জন কৈ ওঠ সতানী,
হরি প্রতাপ জন অবরন জানী;
ওত পোত জন হরি রস রাতে,
শুংন সমাধ নাম রস মাতে;
আঠ পহর জন হরি হরি জপৈ,
হরিকা ভগত প্রগট নহি ছপৈ;
হরিকী ভগত মুকত বহু করে,
নানক জন সংগ কেতে তরে॥ ৭

হরিজনের ধন সম্পদ হরিনাম,
হরিজনকে আপনি দয়া করিয়া প্রভু ইহা দিয়াছেন,
হরিজনের হরিই শক্তি, মান ও আশ্রয়,
হরিজন হরির প্রতাপ ব্যতীত আর জানে না,
হরিজন হরিরসে ওত প্রোত,
বাহ্যজ্ঞানশূন্য সমাধিতে বসিয়া নাম রসে মগ্ন,
হরিজন অষ্ট প্রহর হরিনাম জপ করেন,
হরিভক্ত প্রকাশ হইয়া পড়েন, ছাপা থাকেন না,
হরিভক্ত বহু লোককে মুক্ত করেন।
নানক বলিতেছেন, হরিজনের সঙ্গে কত লোক তরিয়া যায়॥ ৭

পারজাত ইহু হরিকা নাম।
কামধেন হরি হরি গুণ গান।
সভতে উত্তম হরিকী কথা।
নাম শুনত দরদ দুখলথা।
নামকী মহিমা সংত রিদ বসৈ।
সংত প্রতাপ দুরত সভ নসৈ।
সংতকা সঙ্গ বড় ভাগী পাইঐ,
সংতকা সেবা নাম ধিয়াইঐ।
নাম তুল কছু অবরন হোয়।
নানক গুর মুখ নাম পাবৈ জন কোয়॥ ৮

হরিনামই স্বর্গের পারিজাত পুষ্প,
হরিগুণগান ই কামধেনু,
হরিকথা সকলের উত্তম,
নাম শুনিলে দুঃখ কষ্ট দূর হয়,
নামের মহিমা সাধুগণের হৃদয়ে অবস্থান করে,
সাধুগণের প্রতাপে পাপ নাশ হয়;
সাধুসঙ্গ বড় ভাগ্যে হয়,
সাধুসঙ্গে হরিনাম স্মরণ করায়,
নামের তুল্য আর কিছুই নাই,
নানক বলিতেছেন, কোন কোন শিষ্য গুরু মুখে নাম লাভ করেন॥ ৮

৩

শ্লোক।

বহু শাসত্র বহু সিমৃতি পেখে সরব ঢংঢোল,

পুঙসি নহী হরি হরে নাণক নাম অমোল॥ ১

অনেক শাস্ত্র এবং স্মৃতি খুঁজিয়া দেখিলাম, সে সকল হরিনামের তুলনায় আসে না,নানক বলিতেছেন, হরিনাম অমূল্য॥১

জপ তপ জ্ঞান সভ ধ্যান,
খট শাস্ত্র সিমৃত বখান ;
যোগ অভ্যাস কর্ম্ম ধর্ম্ম কিরিয়া,
সগল তিয়াগি বন মধে ফিরিয়া ;
অনিক প্রকার কীয়ে বহু যতনা,
পুন্ন দান হোম বহু রতনা ;
শরীর কটায় হোমৈ কর রাতী,
বরত নেম করৈ ভাতী ;
নহী তুল রাম নাম বীচার,
নানক গুর মুখ নাম জপীয়ৈ ইকবার॥১

সকল প্রকার জপ, তপ, জ্ঞান এবং ধ্যান,
ষড় দর্শন এবং স্মৃতির ব্যাখ্যান,
যোগ অভ্যাস এবং ধর্ম্ম কর্ম্ম ও ক্রিয়া,
সকল ত্যাগ করিয়া বনমধ্যে ভ্রমণ করা ;
অনেক প্রকারের অনেক যত্ন করা,
পুণ্য এবং হোম ও বহু রত্ন দান ;
শরীরকে টুকরা টুকরা কাটিয়া তাহা দ্বারা হোম করা,
বহু প্রকারের ব্রত নিয়ম করা,
এ সকল কিছুই রাম নামের তুল্য বিচারে আসে না,
নানক বলিতেছেন, একবার সেই গুরুদত্ত নাম জপ কর॥ ১

(ক্রমশঃ)

ভুল ভাঙ্গা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আজ বিভাময়ীর অসুখ বড় বাড়িয়াছে। যন্ত্রণায় সে এপাশ ওপাশ করিতেছে। সময় সময় নয়নদ্বয় নিমীলিত হইয়া আসিতেছে, এক একবার চকিতের ন্যায় চারিদিকে উৎসুক ভাবে চাহিতেছে। পার্শ্বে জননী অনিমিষনেত্রে কন্যকার বিশীর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। তাঁহার নয়ন দিয়া জলধারা পড়িয়া বক্ষ প্লাবিত করিতেছে।

ধীরে ধীরে বিষণ্ণমূর্ত্তি অমর নাথ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। হায়! কত কাল পরে।

বিভার মাতা অন্য দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইতেছিল। অমর নাথ দেখিলেন, সেই সোনার প্রতিমা, মলিন হইয়া যেন শয্যায় মিশিয়া রহিয়াছে। বিভার মুখের দিকে চাহিয়া অমরের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। অমর অবসন্ন ভাবে বিভার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া পড়িলেন। উদ্বেলিত কণ্ঠে ডাকিলেন, "বিভা!—বিভা আমার!"—

চমকিত হইয়া বিভা নয়নোন্মীলন করিল। এমন আদরের আহ্বান তো

বিভা কতকাল শুনে নাই? কয় দিনই বা শুনিয়াছিল? বিভার হৃদয়তন্ত্রী যেন কি এক সুরে বাজিয়া উঠিল। অমরনাথের মূর্ত্তি অস্পষ্ট ভাবে বিভার মনে জাগিতেছিল সেত ভাল করিয়া দেখিবার অবকাশ পায় নাই! কিন্তু সেই অস্পষ্ট হইতে স্বামীর দেবমূর্ত্তি সুস্পষ্ট ভাবে কল্পনা করিয়া বালিকা মনে মনে প্রণয়-কুসুম দিয়া পূজা করিতেছিল। অন্তরে অন্তরে স্বামীকে দেখিতে পাইত, তাই অভাগিনী স্বামীর দীর্ঘ অদর্শন যাতনা সহ্য করিয়াও জীবিতা ছিল। আজ কত কাল পরে, জীবন-মৃত্যুর এই সন্ধিক্ষণে বিভা স্বামীকে দেখিল, তাঁহার মুখে প্রণয় সম্ভাষণ শুনিল। অসহ্য আনন্দে বিভার নয়নযুগল হইতে জলধারা গড়াইয়া শীর্ণ গণ্ড বহিয়া চলিল। অনুতপ্ত অমর নাথ সেই শুষ্ক মুখ খানি সাদরে স্বীয় অঙ্কে গ্রহণ করিয়া সযত্নে তাহার অশ্রু মুছাইয়া দিলেন। এতক্ষণে বিভার কথা ফুটিল, অত্যন্ত ক্ষীণস্বরে বলিল, "এতদিন পরে মনে পড়েছে!"

অমরনাথ সস্নেহে বলিলেন. "তোমার এমন অসুখ হ'য়েছে, আমায় জানাও নি কেন বিভা! তুমি যদি আমায় আসতে লিখ্‌তে, তবে আমিত অনেক আগে আসতে পারতাম।"

বিভা সেইরূপ স্বরে বলিল "অনেক বার তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে গিয়ে আপনাআপনি ক্ষান্ত হ'য়েছি, পাপ লজ্জা আমায় লিখ্‌তে দেয় নি। আর আমার মনে হ'তো, আমি চিঠি দিলে তুমি কি ভাব্‌বে, হয়ত ঘৃণা ক'রে ফেলে দেবে, এই ভয় আমার বড় হয়েছিল। আমাকে যখন ঘৃণায় ত্যাগ—"

অমর বাধা দিয়া কাতর স্বরে বলিলেন, "আর বলো না বিভা! আমার বুক ফেটে যাবে, আমি তো তোমাকে ত্যাগ করি নাই? আমার হৃদয় পাষাণ সত্য, কিন্তু সহ্যেরও একটা সীমা আছে। বিভা! আমার বিভা! তোমার অপরাধী স্বামীকে ক্ষমা কর। তুমি ক্ষমা না করলে আমার কিছুতেই শান্তি নাই।"

বিভা পূর্ব্বমত মৃদুস্বরে বলিল, "তোমার অপরাধ কি? আমার অদৃষ্ট! যা'হোক আর আমার কোন দুঃখ নাই। তুমি এসেছ, আমাকে আদর ক'রেছ, এখন আমি সুখে মরতে পারব।"

অমর বিভার ক্ষীণ শুষ্ক ওষ্ঠ খানি সাদরে চুম্বন করিয়া বলিলেন, অমন কথা বলো না বিভা! আমি প্রাণ দিয়ে তোমাকে বাঁচাব। সেবা শুশ্রূষায় তোমাকে মৃত্যুর হাত থেকে কেড়ে নেব।"

বিভা, ক্ষীণ বাহু যুগল দ্বারা স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া তাঁহার বুকের ভিতরে মুখ খানি রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আমাকে যদি বাঁচাতে চাও, তবে তোমার দেশে নিয়ে চল। এখানে থাকলে আমি বাঁচব না।"

অমর আবেগের সহিত বলিলেন, তাই চল বিভা! তোমাকে পল্লীগ্রামে আমার

সেই মাটির ঘরে নিয়ে যাই। সেখানে এত ঐশ্বর্য্যের মিথ্যা আড়ম্বর নাই। কিন্তু সেখানে যা' আছে, তোমার পিতার এই বৃহৎ অট্টালিকায় তা' নাই। চল বিভা আমাদের পল্লীজননীর শান্তিময় ক্রোড়ে ফিরে যাই। বিভা! অভিমানিনী আমার! আবার বলি, আমায় ক্ষমা কর। আমার ধারণা ছিল, ধনবান হইলেই অহঙ্কারী হয়, তা'দের হৃদয়ে স্নেহ, প্রণয় প্রভৃতি সুকোমল বৃত্তিগুলি কখনই থাকতে পারে না। তোমার পিতার ব্যবহার, আমার সেই সন্দেহ-অনলে ইন্ধন স্বরূপ হ'য়েছিল। কিন্তু তখন আমি জানতে পারি নাই যে, মরুভূমির মধ্যেও বিমলসলিলা স্রোতস্বতী থাকে! কালভুজঙ্গের শিরে নয়ন-মুগ্ধকর উজ্জ্বল মণি বিরাজ করে, এবং পঙ্কিল জলেই নয়নাভিরাম-কমলিনী শোভা পায়। বিভা! আদরিণী আমার! এত দিন পরে আমার ভুল ভেঙ্গেছে।"

অনেকক্ষণ কথা বলিয়া বিভা বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে অবসন্ন-ভাবে নয়ন মুদিত করিল। আর কিছু বলিতে পারিল না। অমরনাথ ধীরে ধীরে তাহাকে শয্যায় শোয়াইয়া দিলেন, এবং পার্শ্বে বসিয়া সযত্নে, মৃদুভাবে ব্যজন করিতে লাগিলেন।

১২

অমরনাথকে দেখিয়া বিভার অশান্ত হৃদয় স্থির হইল। বহুদিনের বাঞ্ছিতকে পাইয়াই হউক, আর অমরের ঐকান্তিক শুশ্রূষার গুণেই হো'ক্ বিভাময়ী ধীরে ধীরে সুস্থ হইতে লাগিল।

বিভা অপেক্ষাকৃত সবল হইলে অমরনাথ তাহাকে দেশে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। এবার অমরের শ্বশুর শাশুড়ী আর কিছুমাত্র আপত্তি করিলেন না, বরং সানন্দে সম্মতি দান করিলেন। বিশেষ সেবার বৈশাখ মাসেই কলিকাতা সহরে অত্যন্ত গরম পড়িয়াছিল। চিকিৎসকেরা সকলেই একবাক্যে বলিলেন, "এ সময় পল্লীগ্রাম স্বাস্থ্যকর। সেখানে বিভাময়ীর স্বাস্থ্যের উন্নতি শীঘ্র শীঘ্র হইবার সম্ভাবনা।" অমরনাথ শুভদিন দেখিয়া সস্ত্রীক দেশে যাত্রা করিলেন।

চাকুরীতে নিযুক্ত হওয়া অবধি অমর দেশে আসিতে পারেন নাই, স্নেহময় পিতা মাতা বহুদিনের পরে প্রিয়তম পুত্রকে বধূসহিত দেখিয়া আশাতীত আনন্দ লাভ করিলেন। শ্রীনগরনিবাসী স্ত্রী পুরুষ দলে দলে বধূকে দেখিবার জন্য কাশীনাথের ভবনে আসিতে লাগিল। অমরের জননীর আনন্দের সীমা নাই। তিনি পরম আহ্লাদে সকলকে বধূর মুখ দেখাইতে লাগিলেন। সকলেই একবাক্যে বধূর সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিল।

বিভাময়ী জীবনে এই প্রথম স্বামীগৃহে আসিয়াছে। সে যাহা কিছু দেখিতেছে, সবই তাহার চোখে নূতন। সহরের নিরবচ্ছিন্ন গণ্ডগোলের ভিতর হইতে আসিয়া পল্লীগ্রামের অনাবিল-নীরবতা, বিভার নিকটে বড় মনোরম ও তৃপ্তিপদ বোধ হইতে লাগিল। পল্লীজননী, তাঁহার রুগ্ন ক্লিষ্ট সন্তানটীকে সযত্নে স্বীয় শান্তিময়

ক্রোড়ে আশ্রয় দান করিয়া, তাহার দুর্ব্বল দেহে পদ্মহস্ত বুলাইয়া সন্তর্পণে সেবা করিতে লাগিলেন। পিতা, পিতার অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও যাহা পায় নাই, স্বামীর তৃণাচ্ছাদিত ভবনে আসিয়া তাহা পাইল। সে বড় সুখী হইল। বড় শান্তি পাইল। বিনা ঔষধে পনর দিনের মধ্যে তাহার পীড়ার অর্দ্ধেক উপশম হইল।

কাশীনাথের প্রতিবেশী এবং বন্ধু রাম সদয় ঘোষের কন্যার সহিত কুমারনাথের শুভ বিবাহ সম্বন্ধ স্থিরতর হইল। ভ্রাতার সম্বন্ধ স্থির করিয়া অমর ভগিনীর বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইলেন। কারণ তাঁহার ছুটীর আর বেশী দিন ছিল না।

সন্ধ্যার পরে কাশীনাথ মিত্র বহির্ব্বাটীতে বসিয়া আছেন, অমরনাথ এবং গ্রামের কতিপয় ভদ্রলোক সেখানে উপবিষ্ট আছেন। উমাবালার বিবাহ সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা হইতেছিল। কাশীনাথ কয়েকটী সম্বন্ধের কথা উত্থাপন করিলেন, কিন্তু অমরনাথের কোনটী মনোনীত হইল না। উপস্থিত ভদ্রলোকদিগের মধ্যে একজন একটী ছেলের কথা বলিলেন। ছেলেটী তাঁহার কোন আত্মীয়ের পুত্র। সবিশেষ অবগত হইয়া অমর এই কার্য্যটী মনোনীত করিলেন। ছেলেটীর বাড়ী কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন্নগর গ্রামে। অমরনাথ তৎপর দিবসেই স্বয়ং কোন্নগর যাইয়া সম্বন্ধ স্থিরতর করিয়া আসিবেন, সাব্যস্ত হইল। সেই ভদ্র লোকটীও সঙ্গে যাইবেন।

রাত্রি অধিক হওয়ায় সকলে উঠিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে একটী মলিনবেশধারী শীর্ণদেহ যুবক ধীরপদে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া সকলে চমকিত হইলেন, কারণ যুবকের পরিধেয় বসনাদি সামান্য এবং মলিন হইলেও তাহার আকার-প্রকার তাহার মহৎ বংশের পরিচয় দিতেছিল। যুবকের মুখমণ্ডল শীর্ণ ও শুষ্ক হইলেও তাহাতে একটী সুকুমার লাবণ্যের আভা ক্রীড়া করিতেছিল। সকলে যুবকের পরিচয় জিজ্ঞাসু হইয়া নানা কথা বলিতে লাগিলেন। কিন্তু যুবক একটীও উত্তর দিল না। সে শূন্যদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে লাগিল। অমরনাথ এক দৃষ্টে যুবকের মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন। হঠাৎ দ্রুতপদে আসিয়া একেবারে আগন্তুক যুবকের কণ্ঠবেষ্টন করিয়া ধরিলেন। আবেগপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "অজিত! ভাই!—"অমর আর বলিতে পারিলেন না, তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। অজিতকুমারের চক্ষুও শুষ্ক রহিল না। উভয় বন্ধু পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া অনেকক্ষণ রহিলেন, কেহই কোন কথা বলিতে পারিলেন না। কাশীনাথ অকস্মাৎ অজিতকে দেখিয়া বিস্মিত, চকিত ও পরম আহ্লাদিত হইলেন। উপস্থিত ভদ্রলোকগণ বিস্মিতভাবে উভয় বন্ধুর প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

শেষ।

পাঠক! পাঠিকা! আসুন, পাতা প্রস্তুত। জলযোগের বিরাট আয়োজন। দুইটী বিবাহ এক সঙ্গে হইতেছে। সমারোহের সীমা নাই। এই বিবাহের পাত্র পাত্রী কাহারা? তাহা কি বলিতে হইবে?

যথাসময়ে মহাসমারোহে শ্রীমান কুমার নাথের সহিত রামসদয়ের কন্যা শ্রীমতী কিরণ বালার শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হইল। আর আমাদের অজিত কুমার তাঁহার চিরবাঞ্ছিতা উষাবালাকে জীবনের সহচরী রূপে গ্রহণ করিলেন। অবশ্য অজিতের পিতামাতার সম্মতিক্রমে এই শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। এতদিন পরে অমরনাথ অজিতের হঠাৎ অন্তর্দ্ধানের কারণ বুঝিতে পারিলেন, এবং তাঁহার ভাবান্তরের কারণও অমরের নিকট আর অজ্ঞাত রহিল না। ধনে, মানে, কুলে, শীলে, রূপে গুণে অজিত কুমারের ন্যায় সুপাত্র আর কোথায় পাইবেন? শ্রীনগরনিবাসী সকলে উষাবালার সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিল।

একটী কক্ষে অমর, অজিত, বিভাময়ী ও উষাবালা কথা-বার্ত্তা, আমোদ-আহ্লাদ করিতেছিলেন। সে ঘরে অন্য কেহ ছিল না।

বিভা, উষাবালাকে ধরিয়া অজিতের পার্শ্বে বসাইয়া দিলেন। উষা, তাহার বৌদিদির বুকের ভিতরে মুখ লুকাইল। স্নেহময়ী বৌদিদি সস্নেহে সেই মুখখানি তুলিয়া ধরিলেন, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এই মুখ খানির এমন গুণ, যে একবার দেখে সে পাগল হ'য়ে যায়। কেউ বা বিবাগী হ'য়ে যায়। অজিত বাবু? সাবধানে রাখ্‌বেন। যেন কারো দৃষ্টিপথে না পড়ে।"

অজিতও হাসিয়া বলিলেন, "সকলেই কি পাগল হয়? না, সকলেই বিবাগী হয়? ভগবান যার জন্য যা'কে নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিয়েছেন, তার জন্যই সে পাগল হয়। উষা এতদিন কুমারী ছিল কার জন্য? কই? আর তো কেউ পাগল হয় নি?"

অমর বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! দুই বৎসর এক সঙ্গে থেকেও অজিতের মনের ভাব জান্‌তে পারি নাই।"

বিভা সময় পাইয়া বলিল, "মানুষে যদি মানুষের মনের ভাব জান্‌তে পারত, তা'হলে আর ভাবনা কি ছিল? বিশেষ পুরুষ মানুষ —

অমর অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "ক্ষমা কর বিভা! আর সে কথায় কাজ নাই। সত্যই আমি বড় নির্ব্বোধ।"

অজিত কুমার সেইরূপ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "অমর! যে দিন তোমার মুখে শুন্‌লাম, ধনবানের উপরে তোমার দারুণ বিদ্বেষ, ধনীর পুত্রের সহিত কিছুতেই উষার বিবাহ দিবে না, সেই দিন সংসার এবং জীবন আমার কাছে শূন্য বোধ হ'লো। আমি উষাকে বিস্মৃত হ'বার জন্য বহুদূর গিয়াছিলাম। অনেক স্থানে ভ্রমণ ক'রেছি, কিন্তু দেখ্‌লাম,

স্মৃতি যাবার নয়। তাই আবার ফিরে এলাম।"

অমর কুণ্ঠিত ভাবে অজিতকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "আর কেন ভাই! আমায় লজ্জা দাও? সে ভুল আমার ভেঙ্গে গেছে, তার সাক্ষী এই দেখ,"—এই বলিয়া অমর, এক হস্তে অজিতের এবং অন্য হস্তে বিভার হস্ত ধারণ করিলেন।

সমাপ্ত।

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী ঘোষ।

বিশ্বাসীর জীবন।

মহর্ষি ঈশার জীবনচরিত যতটুকু পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায় যে ৩০ বৎসর বয়সের সময় তিনি দীক্ষা লাভ করিয়া নবজীবন প্রাপ্ত হন। তখন তিনি সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার জীবনের একটী মহান্ উদ্দেশ্য (mission) আছে এবং তাহা পিতার ইচ্ছা জীবনে পূর্ণ করা। তৎপরে তিনি কিঞ্চিদধিক তিন বর্ষকাল জীবিত ছিলেন, এবং আমৃত্যু পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্যই অবিশ্রান্ত খাটিয়াছেন।

যীশু বিদ্বান্, ধনী বা পদস্থ লোক ছিলেন না। তিনি গরিব সূত্রধর-সন্তান। আজ কি খাইবেন এরূপ সংস্থানও তাঁহার ছিল না। কিন্তু কি খাইব কি পরিব, কোথায় মাথা রাখিব? তিনি সে চিন্তা আদৌ করিলেন না। পিতা আছেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ সকল অভাব দেখিতেছেন ও সকল অভাব পূর্ণ করিবেন, এই বিশ্বাসে তাঁহার উপর সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। তাঁহার কার্য্য কেবল প্রাণপণে পিতার আদেশ পালন করা। পিতার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইলেন।

ঈশা তাঁহার পিতার ইচ্ছা কি বুঝিয়াছিলেন? "পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করা।" এই স্বর্গরাজ্য কি? তাহা তিনি অনেক রূপে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার সার এই মাত্র বুঝা যায় যে সংসারে সত্য, ন্যায়, প্রেম ও পুণ্যের জয় ঘোষণা করিয়া ঈশ্বরের মহিমাকে মহীয়ান করা আর ঐশীশক্তি-দ্বারা দুঃখি-দুর্ব্বল এবং পাতকীদিগকে সুখী, সবল ও পবিত্র করিয়া ঈশ্বরের অলৌকিক শক্তির পরিচয় প্রদান করা। ঈশা অনেক অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন—অন্ধকে চক্ষু, খঞ্জকে গতি শক্তি এবং মৃতব্যক্তিকে জীবন দিয়াছেন। ইহা বাহ্যিকভাবে আমরা স্বীকার করি আর না করি, আধ্যাত্মিকভাবে অবশ্যই করিব। তাঁহার কার্য্যে এবং চরিত্রে এই যে অদ্ভুত কার্য্যসকল সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে

তিনি নিজের গৌরব কিছুই দেখেন নাই— পিতারই মহিমা দেখিয়াছেন এবং মুক্তকণ্ঠে তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঈশ্বরে বিশ্বাস সর্ষপকণার ন্যায় হইলেও তাহা দ্বারা প্রকাণ্ড পর্ব্বত টলটলায়মান হয়। তিনি প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বরকে সত্যভাবে ও আধ্যাত্মভাবে পূজা করিতেন এবং সরল অন্তরে সমুদয় হৃদয়-মন-প্রাণের সহিত তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। ইহাতেই তিনি ঐশ্বরিক ভাবে অনুপ্রাণিত হইতেনও অসম্ভব যাহা, তাহা সম্ভব করিতে পারিতেন পিতার ইচ্ছা মস্তকে লইয়া তিনি কয়েকটী জেলে মালাকে সহচররূপে গ্রহণ করিলেন এবং তাহারা স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হইবে এই বিশ্বাসে তাহাদিগকে সতেজ করিয়া তাহাদের দ্বারা পিতার কার্য্য সম্পন্ন করিতে সচেষ্ট হইলেন। বৎসরের পর বৎসর যত চলিতে লাগিল, ততই তিনি ব্যস্ত হইলেন "I must finish my Father's work" (পিতার কার্য্য আমি অবশ্য সমাধা করিব) এই বলিয়া নানা স্থানে প্রাণপণে খাটিতে লাগিলেন। তিন বৎসর অতীত হইতে না হইতেই দেখিতে পাইলেন, তাঁহার মৃত্যুর আয়োজন সকলই প্রস্তুত, তাঁহার কার্য্য করিবার সুযোগ শেষ হইয়া আসিয়াছে। তখন পিতার ইচ্ছার সহিত নিজের ইচ্ছার ঘোর বিরোধ উপস্থিত হইল। তিনি চান আরও বাঁচিয়া পিতার কার্য্য করিতে, কিন্তু পিতার এ কি ইচ্ছা—কার্য্য সমাধা হইতে না হইতেই তাঁহার জীবন যাত্রার সমাধা হইবে। তখন ঈশা আশ্চর্য্যরূপে সে বিরোধ ভঞ্জন করিলেন,—"তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক" বলিয়া তিনি আপনার ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার নিকটে বলিদান দিলেন। তাঁহার জীবন শেষ হইল, কিন্তু পিতার কার্য্য কি অসম্পন্ন রহিল? পিতার কার্য্য পিতাই সম্পন্ন করিয়া লন। ঈশার তিন বৎসরের জীবনের প্রভাব দুই সহস্র বৎসর চলিয়া আসিতেছে এবং তাঁহার কার্য্যের ফল অনন্ত কাল ফলিতে থাকিবে, তাহার সন্দেহ নাই। পিতার অনন্ত ঐশ্বর্য্য গৌরবের তিনি যে অধিকারী হইয়াছেন, তাহারও সন্দেহ নাই। পিতার ইচ্ছায় জীবনে ও মরণে আত্মবলিদান করিলে পিতার ইচ্ছা পূর্ণ হয় ও পিতার কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, ঈশা এই মহা শিক্ষা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। বিশ্বাসী ঈশ্বর-তনয় ঈশার ন্যায় আমরা প্রত্যেকেই ঈশ্বরের সন্তান এবং পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া পিতার কার্য্য সম্পন্ন করাই আমাদের প্রত্যেকের জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু ঈশা যে দীক্ষা লাভ করিয়া পিতার ইচ্ছায় আপনার জীবনের উদ্দেশ্য (mission) বুঝিয়াছিলেন, আমরা অনেকে তাহা বুঝিতে পারি না বলিয়া জীবনের কার্য্য প্রকৃত ভাবে সম্পন্ন করিতে পারি না। পিতার উপর আমাদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর নাই, সুতরাং কি খাইব কি পরিব, কোথায় বাস করিব এবং স্ত্রীপুত্র-বংশপরম্পরায় দশা কি হইবে, সেই জন্য

আমাদিগের অশেষ ভাবনা আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিয়া যে কার্য্য আরম্ভ করি, তাহা সম্পাদনের পথে কত ভয় বাধা ও প্রতিবন্ধক দেখিয়া ভঙ্গ দিয়া থাকি। প্রবল বিশ্বাসের অভাবে আমাদের অন্তরের রিপুসকল বিষম প্রতিবন্ধক হয় এবং বাহিরেরও প্রতিকূল অবস্থাসকল আরও প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়। আমরা আপনার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কার্য্যের পরিমাণ স্থির করি এবং আপনার জ্ঞান বুদ্ধিতে কার্য্য করিতে গিয়া অক্ষমতা উপলব্ধি করি। এই জন্য আমাদিগের এরূপ দুর্দ্দশা এবং আমাদিগের জীবনে মরণে পিতার ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পায় না।

সকল ধর্ম্মসমাজে বিশ্বাসীরাই ঈশ্বরের কার্য্য দিব্যচক্ষে দেখিতে পান এবং যথাজ্ঞান, যথাশক্তি সেই কার্য্যে জীবন সমর্পণ করিয়া ঈশ্বরের জ্ঞান ও শক্তির সহায়তা লাভ করিয়া আশ্চর্য্যরূপে কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। বিশ্বাসের কার্য্য কখনও নিষ্ফল হয় না তাহাতে মৃত্যু হইলেও মৃত্যু হইতে নব জীবন উত্থিত হয় এবং ঈশ্বরের কার্য্য নব নব ভাবে সম্পন্ন হইয়া তাঁহার মহিমা উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ করিয়া থাকে।

ভুট্টা।

অনেকেই ভুট্টা গাছ দেখিয়াছেন। ইহার বোটানিক্যাল্ নাম Zea-Mays। এই ভুট্টা অনেক জাতীর আছে। উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিৎ ষ্টুর্টিভ্যাণ্ট্ বলেন যে মার্কিণ রাজ্যে ৫০৭ রকমের ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ভুট্টা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু আমাদের দেশে উহার চতুর্থ অংশও নাই। ইহা তৃণ জাতীয় বলিয়া ইহাকে Gramineæ (তৃণজাতি) অন্তর্গত করা হইয়াছে। ইহার বৃন্ত (stem) কিন্তু অন্যান্য তৃণের মতন ফাঁপা নহে।

ইহার পুং-অংশ (tassel) ১ নং ছবিতে "T" চিহ্নিত অংশ ও স্ত্রী-অংশ (ear) "E" চিহ্নিত অংশ একই গাছে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকায় ইহার ফুল monœcious (এক লিঙ্গ)।

ইহার (tassel) পুষ্প-মঞ্জরী (spikelet) র গুচ্ছের আকারে সাজান। প্রত্যেক পুষ্প-মঞ্জরীর মধ্যে দু'টী করিয়া ফুল, প্রত্যেক ফুলের তিনটী করিয়া পরাগ-কেশর (stamens) ও কেশর দণ্ড (filamentes) আছে। ২ নং ছবিতে তাহা বেশ দেখা যাচ্ছে। যখন anther সম্পূর্ণাকারে পরিণত হয়, পরাগ-কেশরগুলি সুদীর্ঘ কেশর-দণ্ড হইতে ঝুলিতে থাকে। Anther গুলি দ্বিকোষ-যুক্ত, তাহারা পরিণত হইলে উভয় দিক হইতে ফাটিয়া যায়, ৩ নং ছবিতে দেখুন। হার্স-

বার্গার্ বলেন যে এক একটী antherর মধ্যে ২৫০০ পুষ্পরেণু থাকে, এবং ১৮০০০০০০ পুষ্পরেণু একটী ভুট্টা গাছের tasselতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক পুষ্প-রেণু অতি ক্ষুদ্র, অতি সহজেই বাতাসে উড়িয়া যেখানে সেখানে পড়ে। প্রত্যে-কেরই একটী করিয়া nucleus মধ্য-স্থানে আছে। ঐ পুষ্পরেণু ৮ দিবস ধরিয়া পড়িতে থাকে, কখন কখন উহা অপেক্ষা কম দিন ধরিয়াও পড়ে। পর্য্যা-বেক্ষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে tasselর পুষ্পরেণু অগ্রে মধ্যস্থল, তাহার পর পার্শ্ব দিক, সর্ব্বশেষে নিচের দিক হইতে মুকু-লিত হয়।

ইহার silk (অর্থাৎ female part) কে কেঁকড়ি (shoot বা ear) এতে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা আবার খোসা (husk) এর দ্বারা আবৃত। যখন ঐ খোসা চতুর্দ্দিকে স্ফীত হয়, silk তখন সূক্ষ্মাগ্রদেশ হইতে উদ্গত হয়। এক একটী "সিল্ক" লম্বায় ৬ হইতে ১৬ ইঞ্চি, ৪ নং ছবিতে দেখুন। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আমরা দেখি যে ঐ "সিল্কের" অগ্র কেশযুক্ত (hairy)। প্রত্যেক "সিল্ক" হইতে এক প্রকার আটাল পদার্থ বহি-র্নিঃসৃত হয়, এই আটাল পদার্থ অতি সহজে পুষ্পরেণুকে পড়িবা মাত্র ধরিয়া রাখে।

কখন কখন "সিল্ক" বাহির হইবার পূর্ব্বে anther পূর্ণাঙ্গ হয়, কখন কখন পুষ্পরেণু পড়িবার পূর্ব্বে "সিল্ক" গ্রহণক্ষম অবস্থায় উপস্থিত হয়। আবার কখন কখন anther ও "সিল্ক" সমকালীন পরিণত হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে একটী একটী পুষ্পরেণুতে একটী করিয়া পুং-জীবাণু (nucleus বা male germ) আছে। ঐ পুষ্পরেণু যখন বাতাস বশতঃ অথবা আপনা আপনি যে "সিল্কের" মধ্যে স্ত্রী-জীবাণু (nucleus) আছে তাহাতে পড়ে, তখন ঐ পুং ও স্ত্রী-জীবাণু একত্র মিলিত হয়, এবং এইরূপ মিলনে ভুট্টার একটী বীজ (Kernel) এর সৃষ্টি হয়। বীজের সৃষ্টি হইবা মাত্র "সিল্ক" শুষ্ক হইতে থাকে।

এক একটী "সিল্কের" উপর অনেকগুলি পুষ্পরেণু পড়িতে পারে, ৫ নং ছবিতে দেখুন। কিন্তু যতই পড়ুক না কেন কেবল একটী মাত্র পুষ্পরেণু বীজমূল (ovule) কে গর্ভবতী করে।

প্রকৃতি এই গাছ সম্বন্ধে এমন সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে যে একই সময় সমস্ত পুষ্পরেণু পড়িবে না ও সমস্ত "সিল্ক" ও বাহির হইবে না। প্রথমে ভুট্টার প্রান্ত দিক হইতে "সিল্ক" বাহির হয়, এই গুলি গর্ভ সঞ্চার করিলে, তাহার পর মধ্য স্থল হইতে "সিল্ক" বাহির হয়, সে গুলিরও গর্ভাবস্থা হইলে, পরিশেষে অগ্রভাগের "সিল্ক" বাহির হয়, তখন অবশিষ্ট পুষ্প-রেণু সেগুলিরও গর্ভোৎপাদন করে। এই রূপে একটী সমস্ত ভুট্টার সৃষ্টি হয়।

এখন যদি যত্নের সহিত ভুট্টার (খোসা husk) ছাড়ান যায়, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে প্রত্যেক বীজের এক

একটী করিয়া "সিল্ক" আছে। আমরা আরও দেখি যে কোন না কোন ভুট্টাতে এক একটী বীজের ঘর ফাঁকা—তাঁহার কারণ যে সেই ভাবী বীজের "সিল্কেতে" পুষ্পরেণু আদৌ পড়ে নাই।

(ক্রমশঃ)

হারানিধি।

১

আমি যখন সবে দুই বৎসরের তখন আমার জননীর মৃত্যু হয়। শৈশবে মাতৃহীন বলিয়া আমি বাবার ও বড় দাদার অত্যধিক স্নেহভাজন ছিলাম। তা' ছাড়া মাতামহী আমাকে এত আদর করিতেন, যে তাঁহার কোল আমার বত্রিশ সিংহাসন অপেক্ষাও বুঝি ঐশ্বর্য্যশালী ছিল। দিদিমার নিকট আব্দার করিয়া পাই নাই, এমন জিনিষ বোধ হয় আমার চক্ষে কখন পড়ে নাই। এই অনন্ত স্নেহের মধ্যে আমার বাল্য জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল।

এল, এ একজামিন দেওয়ার পর কয় মাস বাড়ী বসিয়া থাকায় আমাকে জ্বরে ধরিল। গেজেটে পাসের সংবাদ পাওয়ার পর আর বাড়ীর সকম্প জ্বরের স্বাদ ভাল লাগিল না। এই বড় দাদা বহরমপুরে বদলী হইলেন। আমিও জ্বর-অজীর্ণ-ভরা দেহ লইয়া তাঁহার কাছে চলিয়া আসিলাম। এখানে আসিয়া এক মাসের মধ্যেই আমার শরীর বেশ সুস্থ হইয়া উঠিল, তখন আমি কলেজে ভর্ত্তি হইলাম।

পড়া শুনা বেশ চলিতে লাগিল। এই ভাবে এক বৎসর যাওয়ার পর বড় দাদা বহরমপুর হইতে বদলী হইলেন আর এক বৎসর পরেই আমার বি, এ পরীক্ষা, সুতরাং বড় দাদা বাসা, চাকর ও রাঁধুনী বামুনের যোগাড় করিয়া দিয়া আমাকে বহরম পুরেই রাখিয়া গেলেন। উকিল যোগেন্দ্র বাবুর সহিত দাদার খুব বন্ধুত্ব হইয়াছিল, তাঁহার উপর আমার তত্ত্বাবধানের ভার বিশেষ করিয়া দিয়া গেলেন।

২

এই স্থানে যোগেন বাবুর সংসারের একটু পরিচয় দিই। জীবনে সকলেই বিবাহ করিয়া থাকে বটে কিন্তু যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ কথাটা খুব অল্পই দেখা যায়, এমন কি কাহারও ভাগ্যে তাহা একবারেই দেখা ঘটে না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু যোগেন বাবুর পরিণাত জীবন এই কথার আশ্চর্য্য সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিল। যোগেন বাবুর শ্বশুর বহরম পুরেই থাকিতেন, তাঁহার সন্তানের মধ্যে সবে দুটী কন্যা, জেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিয়া জামতাকে নিজ গৃহেই রাখিয়া ছিলেন এবং শেষে চতুর্থ বর্ষীয়া দ্বিতীয় বালিকাটিকে তাঁহাদের হাতে সমর্পণ করিয়া তাঁহারা পতিপত্নী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। যোগেন বাবু নিজে নিঃ-

সন্তান, বালিকা লীলাই তাঁহাদের এক মাত্র স্নেহের ধন। এই দম্পতীর সংসার খানি সর্ব্বদা আনন্দ উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত থাকিত, তাঁহাদের দেখিলেই মনে হইত দুইটি আনন্দ প্রবাহ পূর্ণ উচ্ছ্বাসে মিলিত হইয়াছে। যোগেন বাবুর শ্বশুর তাঁহার প্রথমা কন্যার নাম "শিব জায়া" রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পূর্ণ আনন্দে সদাই রহস্য পূর্ণতা দেখিয়া তাঁহার আনন্দময় স্বামী আদর করিয়া তাঁহাকে "তরঙ্গ" নাম দিয়াছিলেন, বন্ধু মহলে তিনি "তরঙ্গ" নামেই পরিচিত ছিলেন।

বলা বাহুল্য যোগেন বাবুর স্ত্রীর সহিত বৌ দিদির নিতান্ত হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল, তাঁহার সম্পর্কানুসারে তরঙ্গ দিদি আমাকে সর্ব্বদাই ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেন। যখন হাসির উচ্ছ্বাস লইয়া তিনি আমায় আক্রমণ করিতেন আমি তখন নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পলাইবার পথ খুঁজিতাম। সেজন্য আমি যোগেন বাবুর ও তরঙ্গ দিদির একটা অপূর্ব্ব শীকার হইয়া পড়িয়াছিলাম এবং তরঙ্গ দিদির পার্লামেণ্ট হইতে একটা নূতন টাইটেল লাভ করিয়াছিলাম—"গো বেচারা"।

একদিন যোগেন বাবুর লাইব্রেরী ঘরে গিয়া দেখি তাঁহার আলমারীর উপর তিনি তরঙ্গ দিদির নাম লেখা কাগজ আঁটিয়া দিয়াছেন। আমি অবাক হইয়া অর্থ জিজ্ঞাসা করিলাম, যোগেন বাবু উত্তর দিলেন অরে ষ্টুপিড্, রোজ বই গুলি পড়ে তোরা ছড়িয়ে ফেলে যাবি তাই আজ আমি ঐগুলি স্ত্রীধন করে রেখেছি, এইবার আলমারীতে হাত দাও দেখি। এই কথা শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

৩

দাদা বদ্লী হইবার পর আমার আহারাদিটা প্রায়ই যোগেন বাবুর বাসায় চলিত, আর আমি গেলেই লীলা "শরৎ দাদা" "শরৎ দাদা" বলিয়া ছুটিয়া আসিত। জগতে লোকের যতই সুখ সম্পত্তি থাকুক না তথাপি মাতৃহীন হইলেই বুঝি সে অনাথ হয়। লীলার কোন কষ্ট নাই, পিতৃ দত্ত অজস্র অর্থ লীলার জন্য সঞ্চিত রহিয়াছে, তরঙ্গ দিদির ও যোগেন বাবুর সরল অন্তরের অকৃত্রিম স্নেহ লীলার ক্ষুদ্র হৃদয়ে অবিরত বর্ষিত হইতেছে। সুস্থ দেহে, বিমল লাবণ্যে, লীলা স্থলকমল সদৃশ চারিদিক আলো করিত, তথাপি লীলার সেই প্রফুল্ল বদনে, সেই উজ্জ্বল গণ্ডে, সেই নীল চক্ষু দুটীতে, যেন মাতৃহীনতার মর্ম্মভেদী দুঃখ অঙ্কিত থাকিত। সেই সুকুমার তরল লাবণ্যের ভিতর দিয়া একটী মলিন ছায়া ফুটিয়া উঠিত। কিম্বা বোধ হয় এই মাতৃহীন অভাগাকে দেখিলে ইহার অন্তরনিহিত গুপ্ত বেদনা অধিকতর ফুটিয়া উঠিত। ব্যথিত হৃদয় ব্যথার ব্যথী খুঁজে, তাই লীলাকে দেখিলে আমার বড়ই তৃপ্তি বোধ হইত, তাহার মুখের আগড়ম্ বাগড়ম্ গল্প আমার বড়ই মিষ্ট লাগিত। লীলাও বুঝি মনে মনে বুঝিত শরৎ দাদাও জগতে আমারি মত অভাগা, আমি যেমন জগতে "মা"

বলিয়া ডাকিতে পাই না, শরৎ দাদাও তেমনি সেই সুধাস্বাদে বঞ্চিত। তাই লীলাও আমার সঙ্গে তাহার পুতুলের, তাহার ইস্কুলের, সমপাঠির, পুস্তকের, গাছের, ফুলের গল্প করিতে এত ভাল বাসিত। আমি যোগেন বাবুর বাড়ী যতক্ষণ থাকিতাম লীলা যেন আমার ছায়ার মত বেড়াইত। এই সরলা বালিকা আমায় এত মুগ্ধ করিয়াছিল যে কোন কাজ না থাকিলেও সুধু লীলাকে দেখিবার জন্য আমি যোগেন বাবুর বাসায় যাইতাম।

জন্ম দিনে।

নমো পিতঃ স্বর্গবাসি!
ভক্তি-অশ্রু নীরে ভাসি
তব এ মানসী বালা করিছে প্রণতি,
দেহ শুভ আশীর্ব্বাদ,
পূর্ণ হোক মনোসাদ,
দেহ আজি জন্মদিনে অলক্ষ্য শকতি।
সদা এ স্নেহের মেয়ে,
ও চরণে আছে চেয়ে,
শত শত দুঃখ দৈন্য অবহেলি চিতে,
তোমারি সে মন্ত্রপূতা,
এই দীনা হীনা সুতা,
ক্ষুদ্র ভোগসুখ কিবা চা'ব পৃথিবীতে?
তুচ্ছ এ জীবন মম,
জলে জলবিম্ব সম,
এখনি মিলায়ে যা'ক বিশ্বের বাতাসে—
কিম্বা যুগ যুগ ধরি
কর্ত্তব্য পালন করি—
বিধি যা' চাহেন তাই হোক্ অনায়াসে।
আমি শুধু এই চাই,
যে ক'দিন বেঁচে যাই,
তোমারি আদেশ লয়ে জগতের পথে,
যেন গো চলিতে পারি—
তব লক্ষ্য অনুসরি
সমস্ত জীবন সঁপি বামা-হিত-ব্রতে।
আট বর্ষ যায় এই—
তুমি চলে গেছ সেই,
ভূতলে রাখিয়া তব সাধের সন্তান,
শুনিনা মধুর কথা,
পাইনা ক' সে মমতা,
দেখি না সে দেব কান্তি পবিত্র মহান!
তবু আমি জানি মনে,
স্বর্গপুরে দেবাসনে,
অজর অমর তুমি রয়েছ বসিয়া,
এ ভক্ত কুমারী প্রাণ
এই টুকু ব্যবধান—
সহিয়া রয়েছি পিতঃ! ও পদ স্মরিয়া।

প্রণতা—
বামাবোধিনী।

সমালোচনা।

"মহাত্মা প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবন চরিত।—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত, মূল্য ৵৹ আনা।

এই পুস্তক খানির লেখিকা প্রথমে তাঁহার স্বামীর (প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের) অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী দিয়াছেন, পরে শাস্ত্রী মহাশয়ের রচিত অপ্রকাশিত পদ্য ও প্রবন্ধাদি সন্নিবেশিত হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্যাখ্যা করিবার শক্তি অতি সুন্দর ছিল, তাঁর মুখে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা বড় মধুর শুনাইত, তাঁহার লেখার মধ্যেও সেই ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। এই জীবন চরিতে তাঁহার জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা গেল না।

ধ্রুবের সাধনোপাখ্যান—শ্রীঅনঙ্গচন্দ্র দত্ত প্রণীত, মূল্য দুই আনা মাত্র।

ইহাতে ধ্রুবের সাধনোপাখ্যান সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। ইহা মাতৃ উদ্দেশে উৎসর্গিত।

নূতন সংবাদ।

১। ইউরোপের সাতটী যোদ্ধৃজাতি বর্ত্তমান কুরুক্ষেত্রে সর্ব্বসমেত ১ কোটী ২০ লক্ষ সৈন্য লইয়া সমবেত হইয়াছেন। স্থলে, জলে, ব্যোমে যুদ্ধ চলিতেছে,—স্থলে ফিল্ড গান, মেশিনগান, বড় বড় সীজ-গান ও উইজার,—জলে অতি ভীষণ অতিকায় ড্রেডনট ও সবমেরিন,—শূন্যে জেপেলিন ও এরোপ্লেনে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চলিতেছে—প্রত্যহ এই যুদ্ধে ১৮ কোটী টাকা ব্যয় হইতেছে।

২। কুচবিহারের মহারাণী—বরোদারাজ গাইকোয়াডের কন্যা,—ইন্দিরা—সম্প্রতি একটি কন্যা সন্তান প্রসব করিয়াছেন। কন্যা আয়ুষ্মতী হউক।

৩। বিক্রমাদিত্যের প্রতিমূর্ত্তি। "কালীদাস" সমিতির সভ্যগণ নবদ্বীপের নিকট প্রাপ্ত এক প্রস্তর মূর্ত্তির পাদদেশে শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিয়া ঐ প্রতিমূর্ত্তিটিকে রাজচক্রবর্ত্তী যশোবর্ম্মা বিক্রমাদিত্যের বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহাঁরই সভায় কবি কালিদাস প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। প্রতিমূর্ত্তি শীঘ্রই কবির সাধনপীঠে রক্ষিত হইবে।

৪। দানশীল স্যার তারক নাথ পালিতের লোকান্তর—বঙ্গের অন্যতম সুসন্তান দানশীল স্যার তারকনাথ পালিত মহোদয় আর ইহ জগতে নাই। ৩রা অক্টোবর শনিবার প্রাতে সাড়ে নয়টার সময় তিনি তাঁহার বালিগঞ্জস্থ বাসভবন হইতে পরলোকগমন করিয়াছেন। পালিত মহাশয় ১৮৪১ অব্দের ২৩শে অক্টোবর তারিখে হুগলী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। কলি-

কাতায় শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি ১৮৬৭ সালে আইন অধ্যায়নের জন্য বিলাতে গমন করেন এবং শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৮৭২ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া হাইকোর্টে ব্যবসা আরম্ভ করেন। আইন ব্যবসায়ে তিনি অত্যুচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি স্বোপার্জ্জিত বহু অর্থ স্বদেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য দান করিয়াছেন। এতদ্দেশে শিক্ষার বিস্তৃতি হইলেও উচ্চ গণিত এবং বিজ্ঞান শিক্ষাগারের সম্পূর্ণ অভাব দেখিয়া তিনি বিজ্ঞান কলেজ স্থাপনের জন্য ১৯১২ সালে কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের হস্তে ১৫ লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। সেই অর্থে আজ কলিকাতায় বিজ্ঞান কলেজ স্থাপিত হইতেছে। দানশীল তারকনাথের অভাবে দেশের যে ক্ষতি হইল, শীঘ্র তাহা পূরণ হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না।

মীর বাইয়ের অলৌকিক ধর্ম্মবল সম্বন্ধে কুচবিহারের রাজমাতা শ্রীমতী সুনীতি দেবী গত সোমবার ২১শে ভাদ্র অতি সুন্দর কথকতা করিয়াছিলেন। তাহাতে সভাস্থ সকলে যারপর নাই তৃপ্ত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিছুদিন হইতে এক সত্ত্ব ভগ্নী দল সংগঠিত করিয়া তাহা দ্বারা তিনি ধর্ম্মপিপাসু তৃষিত আত্মার পিপাসায় বারি দান করিয়া বেড়াইতেছেন। সকলেই অবগত আছেন মহারাণী সুনীতি দেবী স্বর্গীয়া মহাত্মা আচার্য্য কেশব চন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠা কন্যা। ইনি গত দুই বৎসরের মধ্যে পতিপুত্রহীন হইয়া এই মহা শোকাব্ধির মধ্য দিয়া ভগবানের কি এক মহা দান প্রাপ্ত হইয়াছেন যে তাহাতে অনুপ্রাণিত হইয়া, সেই অপূর্ব্ব স্বর্গসুধার আস্বাদন পাইয়া, আজ জগতের নিরাশ্রয় দুর্ব্বল ভগ্নীদিগকে সেই সুধা পান করাইবার জন্য নিজে ভগ্নীগণকে অতি সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার প্রাপ্ত দান বণ্টন করিবার জন্য একান্ত উৎসুক হইয়াছেন। এ দৃশ্য কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত কন্যাই বটে!

চিন্তা

আমরা সীতা, সাবিত্রি, দময়ন্তী প্রভৃতি স্ত্রীচরিত্রের আলোচনা অনেক স্থলে দেখিতে পাই, কিন্তু শ্রীবৎস মহিষী চিন্তা দেবীর কথা অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। মহাভারতের চিন্তা-চরিত্র রমণীগণের একটী প্রধান আলোচনার বিষয়। চিন্তা দেবী প্রাতঃস্মরণীয়া রমণী! সীতা, সাবিত্রি, দময়ন্তী অপেক্ষা তিনি কোন৹ অংশে ন্যূন নহেন। চিন্তা দেবীর পতিভক্তি, ধর্ম্মজ্ঞান, পরোপকারিতা, সত্যনিষ্ঠা, প্রভৃতি অতি প্রগাঢ়। তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তিও তদ্রূপ সুমার্জ্জিত। যখন গ্রহদেবতা শনি এবং সিন্ধুসুতা লক্ষ্মী উভয়ে আপন আপন শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে পরস্পর বিবাদ করিয়া মহারাজ

শ্রীবৎসের নিকটে বিবাদ মীমাংসার্থ উপস্থিত হইলেন, তখন মহারাজ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাঁহাদিগকে পর দিবস আসিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। পরে মহিষীর নিকটে তাঁহাদের আগমন বার্ত্তা প্রকাশ করিয়া তিনি দুঃখ করিতে লাগিলেন। বুদ্ধিমতী মহিষী চিন্তা রাজাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। কাশীরাম দাস লিখিয়াছেন—

"চিন্তা বলে মহারাজ চিন্তা করা মিছা।
যে দিন যা হবে তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

কি সুন্দর ভগবানে বিশ্বাস! কি গভীর ধর্ম্মনিষ্ঠা! রাজা ভবিষ্যৎ চিন্তায় কাতর হইয়াছিলেন, কিন্তু রাণী কিছু মাত্র বিচলিত হয়েন নাই। তাঁহার ন্যায় সহিষ্ণুতা কয় জন রমণীর আছে? তাঁহার এই অসীম ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা, রমণী মাত্রেরই শিক্ষনীয়!

যখন গ্রহদেবতা শনির কোপে শ্রীবৎস রাজার রাজ্য ধ্বংস হইল, তখন রাজা বন গমন করিবার অভিপ্রায় করিয়া রাণীকে তাঁহার পিত্রালয়ে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সতী কি তাহা পারেন? পতির দুর্দ্দিনে পতিকে পরিত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে গিয়া সচ্ছন্দতা লাভ করা কি সতীর সাধ্য? সুতরাং তিনি পিত্রালয়ে যাইতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না, পতিসহ বনগমন করাই তিনি শ্রেয় ও সুখকর মনে করিলেন। রাজমহিষী সামান্যা স্ত্রীলোকের ন্যায় পথ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। পথে মায়া নদী সৃজন করিয়া শনি রাজা ও রাণীর সঞ্চিত মণি, মুক্তা, প্রবালাদি সহ কন্থা খানি লইয়া প্রস্থান করিলেন, রাজা ও রাণী তাহাতে সর্ব্বশান্ত হইলেন। রাজা হায়! হায়! করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা বনমধ্যে পর্ণ কুটির প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন। কাননে কত বিপদ, কত দুঃখকষ্ট, চিন্তা অকাতরে সে সব সহ্য করিতেন। রাজরাজেশ্বর স্বামীর কষ্ট দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। কিছু দিন বনে বনে ভ্রমণ করিয়া মহারাজ শ্রীবৎস দীনবেশে এক কাঠুরিয়ার আলয়ে সস্ত্রীক আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, এবং কাঠুরিয়াদিগের সহিত কাননে কাষ্ঠাহরণ করিয়া দিনপাত করিতে লাগিলেন। মহারাণী চিন্তাও কাঠুরিয়া পত্নীগণের সহিত সানন্দ চিত্তে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি যে রাজমহিষী এ গর্ব্ব তাঁহার উন্নত হৃদয়ে আদৌ স্থান পাইত না। তিনি স্বহস্তে নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া কাঠুরিয়া ও কাঠুরিয়াপত্নীগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। চিন্তার এ মহত্ব স্মরণ করিলে বাস্তবিক বড় আনন্দ হয়।

এক বণিকের নৌকা যখন দেবমায়ায় আবদ্ধ হইল, ছদ্মবেশী শনি দৈবজ্ঞের বেশে গণনা করিয়া কহিলেন কাঠুরিয়া পত্নীগণের মধ্যে একজন সাধ্বি রমণী আছেন, তিনি আসিয়া নৌকা স্পর্শ করিলেই নৌকা উদ্ধার হইবে। তৎশ্রবণে সেই বণিক কাঠুরিয়া ভবনে গমন

পূর্ব্বক অতি বিনীত ভাবে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া আনিলেন। একে একে রমণীগণ সকলে নৌকা স্পর্শ করিতে লাগিল কিন্তু বণিকের নৌকা উদ্ধার হইল না। বণিক হতাশ্বাস হইয়া দৈবজ্ঞের কথা মিথ্যা বলিয়া ভাবিলেন। পরে জানিতে পারিলেন একজন কাঠুরিয়া পত্নী আসেন নাই। তখন বণিকের দৃঢ় বিশ্বাস হইল সেই রমণীই সাধ্বী, সেই রমণী আসিয়া নৌকা স্পর্শ করিলেই তাঁহার নৌকা উদ্ধার হইবে। বণিক তখন পুনর্ব্বার কাঠুরিয়া-আলয়ে উপস্থিত হইয়া অতি কাতরভাবে চিন্তা দেবীকে নিজের বিপদের বার্ত্তা বর্ণনা করিয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিলেন। চিন্তা দেবী তখন বিষম সমস্যায় পতিত হইলেন। এক দিকে শরণাগতকে রক্ষা করিতে হইবে, অপর দিকে পতির বিনা অনুমতিতে তিনি কি প্রকারে যাইবেন। শরণাগতকে প্রত্যাখ্যান করা মহা অধর্ম্ম, বণিক বিপদে পতিত, স্বামীর আসিতে এখনও অনেক বিলম্ব, তিনি কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। বণিকের কাতরতা দেখিয়া তাঁহার দয়ার্দ্র হৃদয় বিচলিত হইল। আর্ত্তকে রক্ষা না করিলে মহা অধর্ম্ম হইবে, হয়ত রাজা শুনিয়া রাগ করিবেন, শ্রীবৎস ধর্ম্মশীল, এই ভাবিয়া তিনি সেই অপরিচিত বণিকসহ গমন করিলেন। কি গভীর ধর্ম্মবিশ্বাস! কি উদার হৃদয়! তিনি নিজের বিপদ আদৌ চিন্তা করিলেন না। তিনি পরের উপকারের জন্য সকল কথা বিস্মৃত হইলেন। চিন্তা পরের উপকারের জন্য অপরিচিত পুরুষের সহিত গমন করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। তিনি তরণী স্পর্শ করিবা মাত্র তরণী উদ্ধার হইল, জলের উপর ভাসিয়া চলিল।

দুর্ম্মতি দুষ্ট বণিক প্রথমতঃ চিন্তার রূপ-গুণে বিমোহিত হইয়াছিল, দ্বিতীয়তঃ সে মনে ভাবিল পুনরায় যদি নৌকা কোন স্থলে আবদ্ধ হইয়া যায়, এই রমণী নৌকায় থাকিলে সে আশঙ্কা থাকিবে না, অতএব এই স্ত্রীলোকটীকে যেমন করিয়া পারি লইয়া যাই। এই ভাবিয়া দুর্ম্মতি নরাধম বণিক বলপূর্ব্বক চিন্তাকে নৌকায় উত্তোলন পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। সে চিন্তার অনুনয় বিনয় ও কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিল না। সতীকে পতি-সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া পাষণ্ড পলায়ন করিল। চিন্তা তখন অনন্যোপায় হইয়া স্বীয় রূপরাশি লুক্কায়িত করিবার নিমিত্ত ভগবান অংশুমালীর নিকট বর প্রার্থনা করিলেন। ভগবান অংশুমালী সতীর প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন, এবং শীঘ্র পতিসহ মিলন হইবে ও স্বীয়রূপ পুনঃ-প্রাপ্ত হইবে বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন। সতী জ্বরাগ্রস্ত, রোগক্লিষ্ট দেহ লইয়া নিষ্ঠুর বণিকের নৌকার এক পার্শ্বে পতিত রহিলেন। মনে মনে পতি পদ চিন্তা এবং ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে কত দিন অতিত

ছুটিয়া গেল। দুঃখে, কষ্টে, পতিবিচ্ছেদে তাঁহার দুর্দ্দশার সীমা পরিসীমা রহিল না, তথাপি তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও স্বীয় ধর্ম্ম বিস্মৃত হন নাই।

চিন্তা অসীম ধর্ম্ম বলে পুনরায় পতি সহ মিলিত হইলেন। তাঁহাদের ধর্ম্মনিষ্ঠা দর্শনে গ্রহ দেবতা শনি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে বর প্রদান করিলেন। মহারাজ শ্রীবৎস পুনশ্চ স্বীয় রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। পরে ভদ্রা নাম্নী এক রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া চিন্তা, ভদ্রা, দুই মহিষী লইয়া মহারাজ সুখে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। চিন্তা দেবীর সহিষ্ণুতা, ধর্ম্মনিষ্ঠা, পতিভক্তি, ঈশ্বরে বিশ্বাস সকলই অতুলনীয়। তাঁহার চরিত্র পাঠ করিলে হৃদয়ে অপার আনন্দ এবং পবিত্রতার উদয় হয়। চিন্তার ন্যায় ধর্ম্মশীলা নারীগণ ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই আমরা ভারত রমণী বলিয়া গৌরব করিয়া থাকি। আমাদের দোষ এই, আমরা পরের গৃহে উত্তম দ্রব্য দেখিয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকি। আমাদেরই গৃহে যে কত অমূল্য রত্ন রাশি বিরাজিত, আমরা তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহি না। সাহসে, ধর্ম্মে, সতীত্বে, ভারত রমণীর ন্যায় আর কোন দেশের রমণী আছে? ভারতে বিদুষী রমণীরও অভাব নাই। পুরাকালের স্ত্রীচরিত্র আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় আমরা কি ছিলাম, আর এখন কি হইয়াছি। বারান্তরে এ বিষয়ের আরও কিছু আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। আমরা যদি পুরাকালের রমণীগণের দৃষ্টান্তানুযায়ী কার্য্য করিতে শিখি, তাহা হইলে আমাদের গৃহে গৃহে সুখ শান্তি বিরাজ করিবে। মনোমালিন্য, কলহ-বিবাদ আমাদের গৃহ হইতে দূরে পলায়ন করিবে। সংসার ধর্ম্ম বড় কঠিন ধর্ম্ম, এখানে স্বার্থ বলিদান দিয়া ঈশ্বর-চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া কার্য্য করিতে না পারিলে সংসারের সুখ, শান্তি, ধর্ম্ম সকলই নষ্ট হইয়া যায়, গৃহ অশান্তির আলয় হইয়া উঠে।

শ্রীমতী চারু শীলা মিত্র।
হুগলী।

বামারচনা।

পালিব আদেশ তাঁর।

পরম ব্রহ্মের নাম নিয়ে সদা সত্য পথেতে
চলিব
আসুক দৈন্য, আসুক দুঃখ, না টলিব না
টলিব।
মঙ্গলময়ে করিয়া আশ্রয় চলিব মঙ্গল পথে।
আসুক রোগ, আসুক শোক, ফিরিব না
কোন মতে।
সত্যের নাম করিয়া স্মরণ ছুটিব সত্যের
পানে।

আড়ম্বর হীন সাধু জীবন যাপিব তাঁহার ধ্যানে।
আনন্দময়ের অনন্ত মহিমা বুঝিবে শকতি কার?
শুধু আনত মস্তকে পলকে পলকে পালিব আদেশ তাঁর।

অম্বুজা সুন্দরী দাস গুপ্তা।

স্মৃতি।

শ্রাবণের ঘন আঁধারের মাঝে
এসেছিল সে যে ধরা উজলিতে।
জুড়াইতে মার ছোট্ট বুক খানি
ক্ষণিকের হাসি পরাণে ছাইতে॥
কত সুখ-উৎস ছুটিল হিয়ার
বুকে লয়ে এই অযাচিত দান।
দেবতা নির্ম্মাল্য চরণ রেণুকা
ফুলবাস সম তার ক্ষুদ্র প্রাণ॥
পথ ভুলে সে যে এসেছিল হেথা
চকিতের দেখা এ মর ভবনে॥
ক্ষণেকের তরে বাঁধিতে মায়ায়
আবরি শুধুই কুহেলি নয়নে॥
ছিল বুঝি কিম্বা কোন অভিশাপ
নীরবে এসেছিল মায়ের কোলে।
শুধু ছিল সে গো নিরাশাস্বপন
ভেসে গেছে কোথা তীব্র আঁখি জলে॥
এসেছিল কি না বলে ভ্রম হয় মনে
ঘুমায়ে ছিনুম যবে আশার কুহকে।
গেল ফিরে উঁকি মেরে এই হৃদি কোণে
আঁকিয়া অমর নাম হৃদয়ফলকে॥

শ্রীসুনীতি ভাদুড়ী।

---

৩৭ নং মধুরায়ের লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 614. October 1914.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫২ বর্ষ। ৬১৪ সংখ্যা। { আশ্বিন, ১৩২১। অক্টোবর, ১৯১৪। } ১০ম কল্প। ৩য় ভাগ।

দিব্যজ্ঞান ও বাক্‌পটুতা।

কোন সুপণ্ডিত কথক, এমন সুন্দর-রূপে মানবীয় ভাব চিত্রিত করিতে পারিতেন যে, সম্পন্ন সাত্ত্বিক হিন্দুগৃহে পুরাণ-ব্যাখ্যা-কার্য্যে তাঁহাকে সতত ব্যাপৃত থাকিতে হইত। অপরের সাধুভাব উদ্দীপনায় অসাধারণ দক্ষতা তাঁহার ছিল বটে, কিন্তু সে শক্তি তাঁহার আপন চরিত্রের উপর, কোন প্রভাবই প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় নাই। নিজে তিনি ইন্দ্রিয়ের ক্রীতদাস ছিলেন।

অর্থের প্রলোভনদ্বারা, কোন পতিপ্রাণা তরুণী বিধবাকে তিনি বিপথগামিনী করেন এবং তাহার প্রতি এত আসক্ত হইয়া পড়েন যে, কথকতা উপলক্ষে দূরদেশ গমনের পূর্ব্বেই, সেই হতভাগিনীকে সঙ্গোপনে তথায় প্রেরণ করিতেন। লোকমুখে তাঁহার সহস্র সাধুবাদ কিন্তু এদিকে নৈশ দুর্ব্বৃত্ততার নিকট তিনি চিরবিক্রীত।

একদিন, রামায়ণবর্ণিত প্রেতপুরে বিভিন্ন প্রকার পাপের অসহ্য দণ্ড এমনই ভীষণ রূপে শ্রোতৃবর্গের মানসপটে অঙ্কিত করিলেন যে, চারিদিকে অনুতাপের ঘোর ক্রন্দনধ্বনি উথিত হইল। তাঁহার বর্ণনা-চাতুর্য্যে, নিজ নিজ দণ্ডের পূর্ব্বাভাস, এই মর্ত্তালোকেই অপরাধিগণ অনুভব করিল।

সদনুষ্ঠানে হিন্দুদ্বার অবারিত। সুতরাং এই ব্যাখ্যাকালে, হতভাগিনীর গমনব্যাঘাত ঘটে নাই। কুলটার ভীষণ চিত্রে, সে অদ্য নিজপ্রতিকৃতি দেখিতে পাইল। ভয়ে তাহার প্রাণ আকুল হইল। আবেশ ইন্দ্রিয়-সুখলালসা মরীচিকাবৎ তাহার হৃদয় হইতে অন্তর্দ্ধান করিল এবং অনুতাপের অসহ্য উত্তপ্ত ঝটিকায় তাহার অন্তর্দাহ হইতে লাগিল। সে দিব্যচক্ষে দেখিল ভীষণ নরক-দ্বার তাহার জন্য উদ্‌ঘাটিত। গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া সে কাতরে

পতিতপাবন হরিকে ডাকিতেছে আর অশ্রুজলে ভাসিতেছে। কথকঠাকুর কথা সাঙ্গ করিয়া গৃহে আসিয়া দ্বার বন্ধ দেখিয়া ঘূর্ণিতমস্তক হইলেন। পরে সেই রমণীর অবস্থা দেখিয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "দেখ ও নরকভোগ করার কথা, আমিই ত বলিয়াছি, আবার আমি বলিতেছি ও কল্পিত বর্ণনা। প্রেয়সি! আমি দিবসের শ্রমে ক্লান্ত হইয়াছি, হাস্ত মুখে আমার প্রাণ জুড়াও।" অনুতপ্ত রমণী বলিল "ঠাকুর তুমিত বহুরূপী, তোমার এ কথায় আর ভুলি না। পাপের আগুনে প্রাণ জ্বলিয়া যাইতেছে আর পাপ করিব না। তোমার দেওয়া রত্ন-অলঙ্কার সব তুমি লইয়া যাও। আমি চিরজীবনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চলিলাম।" এই বলিয়া রমণী সে গৃহ ও কথকের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল।

১—সত্য।

১। গর্ভস্থ শিশুর শ্বাসক্রিয়া ও পুষ্টিসাধন, মাতার শ্বাস ও পুষ্টিতে হয়, মাতার সঙ্গে ভ্রূণের জীবনের এমনি নিগূঢ় যোগ।

২। পূর্ণ সত্যের আদর্শ জীবনে হাতে-কলমে আনিতে গিয়া পাঠশালের হাঁড়ি-কুঁড়ি লিখে ফেলি।

৩। অসার অথচ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়দেহে ইন্দ্রিয়াতীত সার আত্মার যোগ দ্বারা জড় অপেক্ষা নিরাকার প্রাণস্বরূপের সারত্ব অধিক জানা যায়। অরূপী প্রাণের বিরহে স্থূল দেহ বিনষ্ট হয়।

৪। দৃশ্যমান অথচ অসার ছায়া সারবান অদৃশ্য মূল পদার্থ দেখাইয়া দেয়। ছায়ার আকার প্রকার দেখেও, মূলের বিষয় কতক জানা যায়। এই বিশ্ব সেই সর্ব্বমূলের ছায়া।

৫। তারকাগণ চিরকালই জলিত দৃষ্টিতে পৃথিবীর পানে তাকাইয়া আছে। বাহিরের তীব্র আলোক না গেলে, তাহাদের জ্যোতিঃ চক্ষে পড়ে না। সূর্য্যগ্রহণকালে তারকার উদয় দ্বিপ্রহরেও হইয়া থাকে।

৬। মানুষ ছোট ছেলের ভালবাসা পরীক্ষা করার জন্য তা'র পুতুল ও তাহার মিষ্ট খাবার চায়। যে ছেলে অমনি দেয়, তার ভালবাসা প্রতিপন্ন হয়ে যায়।

আত্মীয়, টাকা-কড়ি ও মান মর্য্যাদা দ্বারা আমাদের সত্যস্বরূপে ভালবাসার পরীক্ষা হয়। ভগবানের উক্তি এই—

(১) 'যে পূজে রণরঞ্জু
ভিটেয় তার চরে ঘুঘু।'

(২) 'যে করে আমার আশ
তার করি সর্ব্বনাশ।
তবু যদি না ছাড়ে পাশ
তার হই দাসানুদাস।'

২—জ্ঞান।

১। শরীরপালন-জন্য আবশ্যক মাতৃস্তন্য, জল, বাতাস প্রভৃতি আয়োজন করার জন্য আমরা জন্মের পূর্ব্বে আবেদন করি নাই, জানিতামও না। তুমিই অপার জ্ঞানকৌশলে ও পূর্ব্বদর্শনবলে জানিয়া সব সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলে।

২। স্বার্থসুখরত নরনারী, জড়ের মত অক্ষম শিশুর জন্য ক্লেশ লইবে না জানিয়া, নিজেই স্নেহ রূপে মাতার হৃদয়ে বাসা বাঁধিয়া জীবপালনের এই রীতি তোমারই অপার জ্ঞানের কৌশল।

৩। তোমারই অপার-জ্ঞান-প্রভাবে মাটী কত সুরস ফল, কত সুসৌরভ ফুল উৎপন্ন করে।

৪। জীবনের সম্বল যা পেয়েছি তার কিছুরই জন্য কখনও প্রার্থনা করি নাই। আমার জন্য যা ভাল তা নিজেই জেনে-শুনে দিয়েছ।

৫। নিদ্রায় মড়ার মত অন্ধকারে অজ্ঞান হয়ে থাকি। পেটের ভিতর দেওয়া কঠিন ও তরল জিনিষ নিজহাতে অপার জ্ঞানকৌশলে রস, রক্ত, অস্থি মজ্জায় পরিণত কর। আমি বুদ্ধি করে কিছুই করি না।

৬। মানুষ আত্মসুখে তাঁকে ভুলে যায়। তাই তিনি সময়ে সময়ে দূত স্বরূপ একটী একটী শিশু পাঠায়ে আপনার কথা স্মরণ করাইয়া দেন।

৩—অনন্ত।

১। বিশাল সাগরবক্ষে প্রকাণ্ড সূর্য্য যেমন প্রকাশিত হয়, শিশিরবিন্দুতেও তেমনি, ছোট বলে তাঁকে ঘৃণা করে না। তার ছোট দেহের মধ্যে ছোট হয়ে প্রবিষ্ট হয়। ক্ষুদ্র মানবের প্রাণে সেই মহানের আবির্ভাব ঠিক সেইরূপ।

২। মহানের সম্মুখে যখনই আসি অমনি আপনাকে হারাইয়া ফেলি, আমার আমিত্ব আত্মহত্যা করে। অহংকার চূর্ণ করার নিগূঢ় যন্ত্র এমন আর নাই।

৩। বারিবিন্দু অপেক্ষাও মানুষ অনেক ক্ষুদ্র। কিন্তু সেই অনন্ত জলধিতে মিশিয়া আপনার ক্ষুদ্রত্ব হারাইয়া অনন্তই হইয়া যায়। যতক্ষণ তাহাতে অধিষ্ঠিত, ততক্ষণ সে মহান।

৪। ডিমের ক্ষুদ্র আবরণ মধ্যে যত-ক্ষণ, ততক্ষণ প্রাণী সকলই ক্ষুদ্র দেখে—সর্ব্বাপেক্ষা বড় কেবল আপনি। কিন্তু যাই সেই আবরণ ভেদ হয়, অমনি অনন্তের ক্রোড়ে আপনাকে হারাইয়া ফেলে। তার ক্ষুদ্রতার সমান ক্ষুদ্র আর কাহাকেও দেখে না—সকলই প্রকাণ্ড অসীম—অদ্ভুত। সমস্ত অহঙ্কার, আত্মাভিমান চূর্ণ বিচূর্ণ হয়। এই অন্ধতার আবরণ ভেদ

সেই মাতৃপক্ষীর চক্ষু ব্যতীত হয় না। মানুষ ইচ্ছা করিয়া এই অজ্ঞানতার আবরণ ভেদ করিতে পারেনা, তাহা কেবল সেই অনন্ত দেবই করিয়া থাকেন।

হারানিধি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রঙ্গময়ী তরঙ্গদিদি আর একটা রঙ্গ পাইলেন ও যখন তখন বিদ্রূপ করিতেন,—"দীনবন্ধু বাবুর 'ললিত-লীলাবতী' আর আমাদের 'শরৎ-লীলাবতী' হ'ল যে।" দু'চার দিন এই ঠাট্টা শোনার পর, আমি বড়ই লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। লীলাকে আমি ছোট বনের মত ভালবাসি, স্নেহ করি, লীলাও আমায় ভ্রাতার ন্যায় ভালবাসে। তরঙ্গদিদির মুখের আঁট নাই, এ রকম ঠাট্টা করাটা তাঁর উচিৎ হয় না। আমি দিন কতক আর যোগেন বাবুর বাড়ী গেলাম না।

একদিন সন্ধ্যার সময় উপরের ঘরে বসিয়া পড়িতেছি, বারাণ্ডায় যোগেনবাবুর গলার স্বর পাইলাম, তিনি হাঁসি ভরা প্রফুল্ল স্বরে বলিতেছেন, "কোথায় প্রাণের পতি ললিত মোহন?" আমি উঠিতে যাইতে ছিলাম কিন্তু তাহা আর হইল না, ততক্ষণে যোগেনবাবু একেবারে গৃহমধ্যে এসেছেন আমি সাগ্রহে তাহাকে বসিতে বলিলাম কিন্তু তিনি তেমনি স্মিত বদনে উত্তর করিলেন, "আর ভাই বস্‌ব কি—

"দেখ আসি অস্তমিত লীলার জীবন।"

আমি যোগেনবাবুর কৌতুক বুঝিলাম, কোন উত্তর না দিয়া পুস্তকে চক্ষু নিবিষ্ট করিলাম। যোগেন বাবু কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নন্, তিনি বলিলেন, "বলেছিলে বিপদেতে হবে অধিষ্ঠান, কই তবে গেলে আজ বাচাইতে প্রাণ?" আমি ঈষদ্‌হাস্যে উত্তর করিলাম, "আমাদের পরীক্ষার আর দেরী নাই, এখন একটু পড়ার দরকার, আপনার ওরূপ হাঁসি রহস্য শুনিলে আর পড়ায় মন রাখিতে পারিব না।"

যোগেনবাবু একেবারে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। সহসা তাঁহার এরূপ হাসিতে আমি একেবারে চমকিয়া উঠিলাম ও অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। হাঁসি থামিলে তিনি উত্তর করিলেন "ওহে শরৎ! আমি যে তোমাকে একটি প্রকৃত কালেজের ছাত্র ভাবিয়া ছিলাম, তোমার দাদা কি শুধু বইয়ের পোকা করিয়া তোমায় রাখিয়া গিয়াছেন? এই সুযোগে এক অঙ্ক প্রেম-অভিনয় দেখিয়া লও।"

আমি দ্বিগুণ লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। যোগেনবাবু আমার হাত ধরিয়া টানিলেন 'ওঠ ওঠ আজ ওখানে থাবে।' আমি তখন আস্তে আস্তে বলিলাম "কিন্তু আপনারা ও রকম অন্যায় ঠাট্টা করলে আর আমি যাব না, এটা আপনাদের বড় অন্যায়"—

হাস্যময় যোগেনবাবু উত্তর দিলেন "কি জানি ভাই সংস্কৃত শাস্ত্রটা তো বেশী পড়ি নাই, সুতরাং ন্যায়-অন্যায় জ্ঞানটাও তদ্রূপবচ। তা এখন চল তোমার জন্য গৃহিনী "উত্তাল তরঙ্গ" হইয়া রহিয়াছেন। কথাটায় একটু হাসি আসিল, কিছু না বলিয়া যোগেন বাবুর সঙ্গে চলিলাম।

আমাকে দেখিয়াই লীলা ছুটিয়া আসিল। "শরৎ দাদা এসেছ বেস্ হয়েছে, আমার মেয়ের আজ বিয়ে হ'চ্চে দেখ্‌বে এস—তোমার নেমন্তন্ন শরৎ দাদা।" আমায় কোন কথারও অবসর না দিয়া লীলা একেবারে হাত ধরিয়া বিবাহ সভায় উপস্থিত করিল।

সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! লীলার সই, বেলফুল, টগর, ল্যাবেণ্ডার প্রভৃতি আত্মীয় কুটুম্ব এবং তৎপুত্রকন্যার পরিবার-বর্গে বিবাহ-সভা ঝল ঝলায়মান্, ছোট ছোট ল্যাম্প ও বাতির আলোকে উদ্ভাসিত। লীলা কত যত্নে ফুল ও মালা দিয়া সে সভা যে কি সুন্দর সাজাইয়াছে, কি বলিব! আমি ঈষৎহাস্যে বলিলাম, "সভা তো বেস সাজিয়েছ, তোমার ক'নে কই লীলা?" সাগ্রহে লীলা বর ক'নে আনিয়া আমায় দেখাইল, আমি তো আগে এ বিবাহ-ব্যাপারের কিছুই জানিতাম না, এখন আশীর্ব্বাদী কি দিব? অথচ কিছু না দেওয়ায় ভাল দেখায় না, আমার আঙ্গুলের নামলেখা আংটিটি খুলিয়া বলিলাম "লীলা আগে আমায় বিবাহের খবর দাও নি, সেজন্য তোমার মেয়ে-জামাইয়ের জন্য কিছু তো আনিতে পারি নাই। এই আংটিটা তোমার স্নেহের নাম ক'রে তোমায় পরিয়ে দিই" ব লয়া লীলার কচি আঙ্গুলটিতে আংটিটি পরাইয়া দিলাম, ঠিক এই সময় তরঙ্গদিদির মধুর হাসির স্বর চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল। একে তো রাতদিনই আমি তরঙ্গ দিদির শিকার হইয়া আছি তার উপর ঠিক এই সময় না জানি আমায় কি ভাবে পাইয়া বসেন, ভাবিয়া আমি একেবারে ভয়ে জড় সড় হইয়া পড়িলাম। পরক্ষণে একটা শাঁকে ফুঁ দিতে দিতে যোগেনবাবুর হাত ধরিয়া তরঙ্গদিদি সেখানে উপস্থিত। সর্ব্বনাশ! আমি তো নেই! যোগেনবাবু হাসিয়া বলিলেন "লীলা দেখি দেখি পোর নামে পোয়াতি বাঁচে রে—তা এ শুভক্ষণটা তোরি বা বাদ যায় কেন, এই মালা গাছ্‌টা তুইও শরতের গলায় দিয়ে দে।" সরলা বালিকা যথার্থই অতি আহ্লাদে মালা লইয়া আসিল, আমি দেখিলাম বড়ই বিপদ—আস্তে আস্তে সেখান হইতে বাহিরে পলাইয়া আসিলাম।

পরদিন কলেজে গিয়া দেখি আমার আংটি দেওয়ার কথা ক্লাসে অতি হাস্যকর ভাবে রাষ্ট্র হইয়াছে! এ কাহার কাজ খোঁজ করায় জানিলাম যোগেনবাবুই নিজে এ কথা সকলাকে বলিয়াছেন। মনে মনে বড়ই রাগ হইল কিন্তু ক্লাসের ছেলে-দের হাত হইতে উদ্ধার পাইলে তবে তো রাগ। কেহ গান, কেহ পদ্য, কেহ ছড়া কত রকমে যে আমায় জ্বালাইতে আরম্ভ করিল বলিতে পারি না। আমি দেখিলাম

আর বহরমপুরে থাকা চলে না, এইবার পালাইতে হইল, পনর দিনের ছুটি প্রার্থনা করিয়া সন্ধ্যার সময় বড় দাদার নিকট চলিয়া গেলাম।

কিন্তু হায়! "অভাগা যেখানে যায় সাগর শুকায়ে যায়।" এখানেও সেই খবর পৌঁছিয়াছে, বাড়ীতে পা দিতে না দিতে বৌদিদি আমায় বিশেষরূপে আক্রমণ করিলেন। বাড়ীর মধ্যে স্থানা ভাব দেখিয়া বড় দাদার নিকট বিশ্রাম করিতে গেলাম, সেখানেও ছাড়ান নাই, বরং সেখানে আমায় একটু পাকা পাকি গোছ, যোগেন বাবু যে শুধু আমাকেই এরূপ ভূত নাচাইতেন তাহা নহে, দেখিলাম সত্য সত্যই তিনি বড় দাদার সহিত বিবাহ সম্বন্ধে বিশেষ রূপ কথা বার্ত্তা করিতেছেন। তখন মনে মনে হরি স্মরণ করিলাম, বুঝিল'ম চারিদিকে বেড়া দিয়া যোগেনবাবু আগুন জ্বালাইয়াছেন!

দিন ছয় সাত যাইতে না যাইতে সেখানে আমার স্নেহময়ী দিদিমা দর্শন দিলেন। বৌদিদি তো একে চায় আরে পায়, দিদিমার নিকট "সবিশেষ নিবেদনম্" করিতে আরম্ভ করিলেন। দিদিমা তখন সুর তুলিলেন "আমি কবে আছি কবে নেই, আমার রাজলক্ষ্মী তো বেঁচে নেই যে ওদের বৌ নিয়ে সাধ আহ্লাদ করবে। তবু এই বুড়ির কোলে যদি দুদিন বসতে পারে তো আমার জন্ম সার্থক হবে। আমি যখন এতদূর এসেছি সে মেয়েটিকে একবার চক্ষে না দেখিয়া যাইতেছি না।"

বড় দাদা কিন্তু রাগিয়া বলিলেন "বল কি দিদিমা! শরতের এরই মধ্যে বিয়ে কি? বিয়ে টাই আগে পাশ হোক্, তার পর দু পয়সা আন্‌তে শিখুক।"

দিদিমা বিরাশী সিক্কা ওজনের এক তাড়া উঠাইয়া বলিলেন "ন'লে! তুই ভারী জ্যেঠা হয়েছিস্ দেখ্‌চি, এমন নাত্‌ বৌয়ের সঙ্গে থেকেও তোর বুদ্ধি শুদ্ধি হ'ল না।"

বড় দাদা বেগতিক দেখিয়া রণে ভঙ্গ দিলেন, বৌদিদি দিদিমার বোঁচকা বাঁধিয়া যাত্রার উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন।

দিদিমা লীলাকে দেখিয়া একেবারে আট খানা। তার উপর তরঙ্গদিদি লীলার হাতের আংটি দেখাইয়া সত্য মিথ্যা অনেক গল্প জুড়িয়া দিলেন। আর কোথা যায়! দিদিমা গম্ভীর নির্ঘোষে প্রচার করিলেন "শরতের যখন এত ইচ্ছা তখন আমি বিবাহ না দিয়া যাইব না।" কি আপদ! আমার তো মাথা হেঁট, বাবা শুনিলে কি বলিবেন।

পরীক্ষার পরই বিবাহ হওয়ার স্থির হইয়া গেল। বড় দাদার ছুটি নাই, সে জন্য বহরমপুর হইতেই বিবাহ হওয়ার কথা হইল।

৬

পরীক্ষা বোধ হয় মন্দ দিই নাই, গেজেটের যে কোন স্থানে নামের প্রত্যাশা করিতে পারি বলিয়া আশা হইতেছে, কিন্তু এদিকে জীবনের মহা পরীক্ষা আসিয়া উপস্থিত! লীলাকে জীবনের

সঙ্গিনী পাওয়া আমার দুর্লভ সাধনার ফল কিন্তু লীলার—। ত্রয়োদশবর্ষীয়া সরলা বালিকাও কি আমারই মত আনন্দে দিন গুনিতেছে? কে জানে লীলার মনে কি ভাব, কিন্তু হে ঈশ্বর লীলার মাতৃহীন হৃদয় যেন এ হতভাগার হাতে পড়িয়া ব্যথিত না হয় এই মাত্র প্রার্থনা।

বাবা, পিসিমা, ও মেজদাদা সপরিবারে আসিয়া পৌছিলেন। মেজবৌদিদির নূতন উদ্যমে আক্রমণে আমি দিন কতক নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। শেষে ছেলে মেয়ে গুলার দলের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের হাত এড়াইয়া নিশ্বাস ফেলিতাম।

বিবাহের দিন সকালে বাবার খুব কম্প দিয়া জ্বর আসিল। কিন্তু ম্যালেরিয়া জ্বরে কোন ভয় নাই বলিয়া বড় দাদা বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। দুপুর পর্য্যন্ত বেহুঁস থাকিয়া পরে বাবার একটু জ্ঞান হইল, বড় দাদাকে ডাকিয়া বলি-লেন "আজ বিবাহ স্থগিত রাখ, আমি কাল রাত্রে ও এখনও অত্যন্ত দুঃস্বপ্ন দেখিতেছি ও কেবলই বোধ হইতেছে, তোমার জননী আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছেন। আমার মনে কেবলই সন্দেহ হইতেছে এ বিবাহে অশুভ হইবে, তার সাক্ষী দেখ আমি জ্বরে পড়িলাম, এও একটা বাধার মধ্যে গণ্য। আষাঢ় মাসের প্রথমেই বিবাহ দেওয়া যাইবে।

বড় দাদা যোগেনবাবুকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন, তিনি সমস্ত শুনিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলেন, বলিলেন "সে কি মহাশয়! আমি প্রায় সাত আট শত লোক নিমন্ত্রণ করিয়াছি, বাড়ীতে বোধ হয় এতক্ষণ রান্না বান্নাও আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, এখন কি বিবাহ স্থগিত হয়?" বড় দাদা মেজদাদাও এ কথায় সায় দিলেন, বাবার কিন্তু একান্ত অমত। শেষে দিদিমা আসিয়া অনুরোধ করায় বাবাকে অগত্যা সম্মতি দিতে হইল।

যে লীলাকে আমি শুধু স্বর্গের ছবি বলিয়াই জানিতাম, যে লীলাকে দেখিলে আমি অতুল আনন্দে ভাসিতাম, আমার পাঠে, ভ্রমণে, নিত্যকার্য্যে, যে লীলার ধ্যান আমার চিরসঙ্গী ছিল, সেই লীলা আজ আমার হইল। আমি খেলার ছলে যে হাতে আংটি পরাইয়া ছিলাম, সত্য সত্যই আজ সে কোমল বাহু দুটি আমার হৃদয় বেষ্টন করিল। আমি অভাগা মাতৃহীন চির দুঃখী। আমার অদৃষ্টেও এই নন্দনের সুধা সঞ্চিত ছিল। আমার চক্ষে জল আসিল, আমি কি লীলাকে সুখী করিতে পারিব?

মহোৎসবে লীলাকে লইয়া বাড়ী আসি-লাম, কিন্তু এ কি! বাড়ীতে যেন শোকের কাল মেঘ মলিন ছায়া বিছাইয়া দিয়াছে। বৌ দিদিদের সে হাসি কৌতুক নাই, দিদিমার সে আনন্দ গদ্‌গদ্ স্বরে স্বর্গগতা জননীর জন্ত বিলাপ নাই, এমন কি ছেলে মেয়েরা পর্য্যন্ত ভাল কাপড় পরিয়া সাজে নাই। আমার মন উৎকণ্ঠিত হইয়া

উঠিল, তবে কি বাবার অসুখ গুরুতর হইয়াছে? বৌ দিদি ম্লান মুখে আমাদের বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন।

৭

আমি ছুটিয়া উপরে বাবাকে দেখিতে গেলাম, গিয়া কি দেখিলাম—বাবা অগ্নি-শর্ম্মা হইয়া খাটের উপর বসিয়া আছেন, মেঝের উপর বড় দাদা মেজ দাদা মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া আছেন, বাবা নিতান্ত ক্রুদ্ধ স্বরে বড় দাদাকে তিরস্কার করিতেছেন। আমি গিয়া দাঁড়াইতেই বাবার তিরস্কারের মাত্রা আরও বাড়িয়া উঠিল, শেষে বলি-লেন "শরৎ আমার কথায় রাজী আছে কি না জিজ্ঞাসা কর।" বড় দাদা আমার হাত ধরিয়া বাহিরে আনিয়া বলিলেন "শরৎ! ভাই! বড় বিপদে পড়িয়াছি—"

এ পর্য্যন্ত আমি এ গোলমালের কোন মর্ম্মই বুঝিতে পারি নাই। জিজ্ঞাসা করি-লাম "ব্যাপার কি বলুন দেখি।" দাদা বলিলেন "ব্যাপার বড়ই গুরুতর দাঁড়াই-য়াছে, তোমার শ্বশুরের এক জ্ঞাতি এই বিবাহের সম্বাদ পাইয়া বাবার কাছে আসিয়াছিল, সে বলিতেছে, লীলার পিতামহ নিজ বিধবা ভগ্নির বিবাহ দিয়া তাহাকে নিজ গৃহেই রাখিয়া ছিলেন। সেজন্য সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া এখানে আসিয়া বাস করেন এখন লীলাকে লইয়া যদি আমরা ঘর করি তবে আমরাও সমাজে ঠেলা হইয়া থাকিব সেই জন্ম বাবা বলিতেছেন হয় তুমি লীলাকে পরিত্যাগ কর বাবা তোমায় অন্য বিবাহ দিবেন, নয় আমাদের সকলকে পরিত্যাগ করিয়া লীলাকে লইয়া পৃথক হও।"

বড়দাদা আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু আমার আর শুনিবার ক্ষমতা রহিল না—আমি সেই খানেই দেওয়াল ধরিয়া বসিয়া পড়িলাম, মনে হইতে লাগিল আমার মাথার ভিতর হইতে হু হু করিয়া অগ্নিস্রোত সমস্ত শরীরে ব্যস্ত হইতেছে। অস্ফুট স্বরে মুখ হইতে বাহির হইল "হা ভগবান! একি করিলে?"

তাড়াতাড়ি বড় দাদা আমার মাথায় জল দিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন, আমি একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "এ সংবাদ আপনারা এতদিন পাইলেন না আর এখন এ সংবাদ আসিয়া উপস্থিত হইল, এর অর্থ কি? যোগেনবাবুও ইহা গোপন করিলেন এই বা কেমন কথা?

"যোগেন বাবু ইচ্ছা করিয়া গোপন করেন নাই, লীলার পিতামহ যখন এখানে বাস করেন তখন লীলার পিতা বালক মাত্র। তাহার দুই এক বৎসর পরেই তাঁহার ভগিনী ও ভগ্নিপতি বর্ম্মায় চলিয়া যান তারপর আর তাঁহাদের সহিত তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই, সুতরাং লীলার পিতারই পিতৃস্বসার কথা ভাল মনে ছিল না। যোগেনবাবু যখন বিবাহ করেন তখন এ সব অনুসন্ধানের কোন আবশ্যক হয় নাই, কেন না যোগেন বাবু পিতৃমাতৃ-হীন, সুতরাং এতদিন এ কথার উত্থাপন হয় নাই।"

"আর আজ আমার মাথায় বজ্রাঘাত করিতেই বুঝি এমনি ভাবে ইহার অনুসন্ধান করিলেন ?"

"শরৎ রাগ ক'রোনা ভাই, আমরা এর অনুসন্ধান করি নি। 'লীলার পিতৃসম্পত্তি অনেক আছে, যে লীলাকে বিবাহ করিবে সে প্রভূতসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে,'—এ সংবাদ যিনি দিয়াছেন তাঁহার এক দৌহিত্রের সঙ্গে লীলার বিবাহের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে বিফলমনোরথ হওয়ায় এই শত্রুতা সাধন করিয়াছেন।"

"কথাটা সত্য কিনা খোঁজ লইয়াছিলেন ?"

"হাঁ, বাবা এ বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ না লইয়া বিশ্বাস করেন নাই।"

"বড়দাদা—বড়দাদা!! তবে আপনারা কি স্থির করিয়াছেন ? সত্যই কি আমায় লীলাকে ত্যাগ করিতে হইবে ?—" আর কথা বাহির হইল না, আমি বড়দাদার বুকের মধ্যে মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম।

আমার বোধ হইল আমার মস্তকের উপরে বড়দাদার তপ্ত-অশ্রু ফোঁটার পর ফোঁটা বহিয়া পড়িতেছে।

৮

এ কি হইল ! আমার জ্যোৎস্না-ধবলিতা মধুর রজনীকে কে এমন কালি মাখাইয়া দিল ? আমার সুধার আধার পূর্ণচন্দ্র কোন্ নিষ্ঠুর রাহু সহসা গ্রাস করিল ? আমার প্রস্ফুটিত কুসুমকুঞ্জ কোন যাদুকর মোহিনীমন্ত্রে এক নিমেষে মরুভূমিতে পরিণত করিল ? আমি যে মুহূর্ত্তপূর্ব্বেও অগাধ অমৃতে আকণ্ঠ ডুবিয়া ছিলাম—, কে আমায় এ অনলকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল ? আমি যে যাই ! কাহার মুখ চাহিব, কে আমায় রক্ষা করিবে ? হা ভগবান্ এ কি করিলে ?

লীলা আমার অমৃতময়ী লীলা ! আমি তোমায় পরিত্যাগ করিব ! তুমি আমার কে লীলা ! আমার নয়নের জ্যোতিঃ, হৃদয়ের আশা, জীবনের সাধনা, বাসনার কেন্দ্র, মরমের গ্রন্থি, আমার গৃহের সুখ, কর্ম্মের সাফল্য, জীবনের শান্তি, প্রণয়ের প্রতিমা, আমার কি নয়—লীলা, আমি দূর হইতে যাহাকে দেখিয়া আত্মহারা হইতাম, যাহার বিমল আকাঙ্ক্ষায় স্বর্গের সম্পদ তুচ্ছ জ্ঞান করিতাম, সেই অমূল্য রত্ন হৃদয়ে ধরিয়া আমি দূরে নিক্ষেপ করিব ? তবে আমি কি লইয়া জীবিত থাকিব—। ওগো, তোমরা বলিয়া দাও এ হতভাগ্যের জগতে আর কি অবলম্বন আছে ?

তবে কি বাবাকে, স্নেহময় দাদাদের, স্নেহের পরিজনদের ত্যাগ করিব ! যাঁদের তিল তিল স্নেহ দিনে দিনে সঞ্চিত হইয়া এ অভাগার শুষ্ক হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে, আমি না চাহিতে যাঁদের উন্মুক্ত হৃদয় আমার জন্য অক্ষয় ভাণ্ডার মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে, যে স্নেহে ও দয়ায় আমার দেহ, আমার জ্ঞান, আমার লীলা, আমি সেই স্নেহ এক নিমেষে হেলায় পদতলে বিমর্দ্দিত করিব—তারপর ! যখন সংসারের

তাপ এই মুক্ত ছায়াহীন মস্তকের উপর ভীষণ তেজ বিকীর্ণ করিবে তখন অভাগা কোন স্নিগ্ধছায়ায় সে জ্বালা অপনোদন করিবে? সংসারচক্রের নিষ্পেষণে যখন শুষ্ক হৃদয় 'ত্রাহি ত্রাহি' করিবে তখন কোন্ স্নেহধারা তাহার মুখে অমৃত সেচন করিবে! হায়, একবার হেলায় হারাইলে এ ধন আর কোথায় পাইব; কি করিব? বল প্রভু! এ অধম সন্তানকে পথ বলে দাও। আমি কোন দিক রাখি?

শয্যায় পড়িয়া তাহাই ভাবিতেছি। হায়, এ না ফুলশয্যা? জীবনে এমন দিন কি দম্পতির আর আছে! প্রস্ফুটিত-কুসুমগন্ধে প্রথম মিলনশয্যায় পতিপত্নী প্রথম প্রেম, সম্ভাষণ করিবে, এমন পবিত্র তীর্থ প্রাণীর আর কোথায় আছে! আর সেই দিনে সেই শয্যায় আমি কি ভাবিতেছি—আমার সেই লীলাকে কেমন করিয়া ত্যাগ করিব? ইহাপেক্ষা কঠিন আঘাত কোন্ হৃদয় সহ্য করিয়াছে? মাগো কেন তুমি শৈশবে আমায় সঙ্গে লও নাই?

মৃদু মৃদু পদশব্দে আমার চিন্তাগ্রন্থি ছিন্ন হইল, চাহিয়া দেখিতেও সাহস হইল না, শয্যাপার্শ্বের ভিত্তিগাত্রে অবগুণ্ঠনাবৃতার ম্লানছায়া নিপতিত হইল। হায়—আমার লীলা—অভাগিনী লীলা প্রথম পতিসম্ভাষণে আসিতেছে! আমার আর সহ্য হইল না, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বালকের মত কাঁদিয়া উঠিলাম।

তখন সেই বালিকা, সেই লজ্জাবিজড়িতা অভিসারিকা নববধূ দু'খানি ফুল্লকরে আমার হাত চাপিয়া ধরিল (এত দুঃখেও হাসি পায়)। প্রথম সম্ভাষণে লীলা সেই পুরাতন আহ্বানে ডাকিয়া ফেলিল "শরৎ দা," আবার তখনই সামলাইয়া লইল। বলিল "কেঁদনা শোন, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।"

অদৃষ্ট তোমার এ কি পরিহাস? যে লীলার মুখফুটাইতে আজ আমার কত সাধিতে হইত সে আজ আমার দু'হাত ধরিয়া তাহার কথা শুনিতে সাধিতেছে! কিম্বা শৈশবে যে মাতৃহীন, জগতের সকল বিধিই বুঝি তাহার ভাগ্যে বিপরীত?

আমি কোন মতে অশ্রুজল রোধ করিয়া উঠিয়া বসিলাম, কিন্তু লীলার মুখের দিকে চাহিতে পারিলাম না। লীলা বুঝিল কিনা জানি না, আমি তখন কত কষ্টে ধৈর্য্য ধরিতে চেষ্টা করিতেছিলাম, যদি একবার সে মুখের দিকে চাহিতাম সে চেষ্টা তখনই বিফল হইয়া যাইত।

লীলা বলিল "কেন এত কাঁদিতেছ বল দেখি।" হায়! বালিকার সকলই অদ্ভুত! তাহাকে লইয়া এই কাণ্ড হইতেছে, আর সে কিনা পরম নিশ্চিন্তের ন্যায় আমায় জিজ্ঞাসা করিতেছে "কেন কাঁদিতেছ বল দেখি?" এই সরলার কথার উত্তরে আমি ঐ নির্ম্মল হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিব—যার পায়ে কাঁটা ফোটার কল্পনাতেও হৃদয় ব্যথিত হয়, তাহাকে বুঝাইতে হইবে তাহার জন্য কি বেদনা স্বপী-

ক্লান্ত হইতেছে। কি উত্তর দিব—বলিলাম "লীলা তুমি কি কিছুই শোন নি ?"

"শুনেছি বই কি—দিদির কাছে সব শুনেছি, কিন্তু তোমার এত কাতর হওয়ার কি আছে ? বাবা যদিও আমার গৃহে স্থান না দেন, তুমিত আমার পর হইবে না।"

আমার হাসি আসিল, বলিলাম, "যদি তুমি আমি একত্রে ঘরই না করিতে পারিলাম, তবে আর আপনার থাকিলাম কি করিয়া ?"

লীলা জিজ্ঞাসা করিল "বিধবারা স্বামীর আপনার থাকে কি করিয়া ?"

আমি একটু বিস্মিত হইলাম, এই কি সেই খেলানিরতা সরলা লীলা।—বলিলাম, "লীলা, বিধবা সন্ন্যাসিনী, তুমিও না হয় আপনা-বিস্মৃত হইয়া স্বামীর ধ্যানে রহিলে, কিন্তু এ হতভাগার কথা ভাবিয়াছ কি লীলা ? আমি ত তোমার ভাবনা এখনও ভাবি নাই, আমার নিজের চিন্তাই যে আমায় পাগল করিয়াছে।

লীলা সস্নেহে আমার হাত নিজের হাতের মধ্যে লইল এবং সেই কোমল আয়ত চক্ষুদুটীতে আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল "দেখ এত প্রেম, এত ভালবাসা কি কখনও বিফলে যায় ? তোমার এই প্রেমে যখন আমি সুখী হব, আমি কি তোমায় তা থেকে কিছু কম ভালবাসব ? তুমিত আমায় ত্যাগ করবে না। তবে বাপের মনে দুঃখ দিয়া আমায় গ্রহণ করিতে কিছুতেই দিব না। আমি শুধু তোমার প্রণয়ভাগিনী নই, তোমার গৃহিণী, সহধর্ম্মিণী, তোমার গৃহে যেদিন আমার নিজের স্থান আমি নিজে অধিকার করিতে পারিব, সেদিন সগর্ব্বে তোমার পদতলে বসিয়া দাসীত্বের দাবী করিব। ভগবান আমাদের দুজনকে বাঁধিয়াছেন, কে বিচ্ছিন্ন করিবে ? তুমি কেবল আমায় ভালবাসিও, দেখিও সেই বলে আমি আমার নিজের গৃহে আবার আসিব। তুমি আমার জন্য একটুও কাতর হইও না।"

আমার মনে হইল, স্বর্গ হইতে আশাময়-দৈববাণী আমার হৃদয়ে বর্ষিত হইতেছে, বলিলাম "লীলা তা পারিবে ?"

সগর্ব্বে আমার মুখের প্রতি চাহিয়া লীলা উত্তর করিল "কেন পারিব না ? আমিত পরের জিনিষ চুরী করিব না, আমার নিজের জিনিষ, ভগবান আমায় ফিরাইয়া দিবেন।"

আঃ! আশার কথাটিও কত মিষ্ট! লীলার কথায় আমার হৃদয় জুড়াইয়া গেল। এতক্ষণ পরে দুই হাতে লীলার মুখখানি তুলিয়া ধরিলাম, মরি মরি—কি সুন্দর! আমি বিস্মৃতের মত সেই চারু অধরে চুম্বন করিলাম— যে লীলা এতক্ষণ সগর্ব্বে কত কথা কহিতেছিল—আরক্ত মুখে মৃদু হাসিয়া চক্ষের পল্লব অবনত করিল—তরুণীর ফুল্ল মুখে লজ্জা রক্তিম ফুটিয়া উঠিল, আমার এই অতৃপ্ত চক্ষে সে ছবি কি সুন্দর!

৯

যোগেন বাবু ও তরঙ্গদিদি সকলই

শুনিলেন। তরঙ্গদিদি, যাঁহাকে এতদিন পর্য্যন্ত এক মুহূর্ত্তের জন্য বিষণ্ণ দেখি নাই, তিনি আজ প্রথম ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার সে মর্ম্মভেদী করুণ বিলাপে পাষাণ বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

যোগেনবাবু মাথায় হাত দিয়া পড়িলেন। তাঁহারাও সবিশেষ খোঁজ লইয়াছেন, সংবাদ সকলই সত্য। হায়! কেন আমি জন্মিয়াই মরি নাই?

লীলা তরঙ্গদিদির গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল—বলিল "দিদি ওঠ" "দিদি ওঠ।"

তখন তরঙ্গদিদি উঠিয়া লীলাকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিলেন "শরৎকে কেহ একবার ডাকিয়া দাও।" আমি কাছেই ছিলাম, প্রবাহিত অশ্রুবারি রুমালে মুছিয়া কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম, তরঙ্গদিদি বসিতে বলিলেন। আমি বসিলে তিনি হাত ধরিয়া বলিলেন "শরৎ আমার এ ননীর পুতুলকে কি সত্যই ত্যাগ করিবে? একবার মুখের দিকে চাহিয়া দেখ। শরৎ, কে এমন পাষাণ আছে যে, তুচ্ছ লোকনিন্দাভয়ে এ স্বর্ণপ্রতিমা ত্যাগ করিতে পারে? শরৎ, শত নিন্দা এক দিকে, আর এই নিরপরাধীর এক এক বিন্দু চক্ষের জল এক দিকে। লীলার যে তপ্তনিঃশ্বাস পড়িবে, তাহাতে যে তোমাদের সংসার দগ্ধ হইয়া যাইবে। শরৎ, আমি কি লীলাকে হৃদয়হীন নিষ্ঠুরের হাতে সমর্পণ করিয়াছি?"—দিদি আর বলিতে পারিলেন না। দুঃখবেগে কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।

আমি বলিলাম, "দিদি আমিত লীলাকে ত্যাগ করি নাই, আর যে সম্পর্ক জীবনে মরনে গাঁথা, তাহা কি মুখের কথাতেই ত্যাগ হয়। আপনিও হৃদয়হীন নিষ্ঠুরের হাতে লীলাকে দেন নাই, আর আমিও শুধু কাঠের পুতুলকে বিবাহ করি নাই। দিদি, লীলা নিজের স্থান নিজে অধিকার করিবে।"

তরঙ্গদিদি বিস্ময়বিস্ফারিত-নেত্রে আমার দিকে চাহিলেন, আমি বলিলাম "লীলার যদি সে ক্ষমতা না থাকে তবে হাতে তুলিয়া দিলেও ত সে নিজের অধিকার রাখিতে পারিবে না। লীলাকে জিজ্ঞাসা করুন, লীলার সে শক্তি আছে কি না?" তখন লীলা বলিল "সত্যই দিদি, আমি নিজের গৃহে নিজে স্থান করিয়া লইব। এ গুণটুকুও যদি আমার না থাকে, তবে গৃহ হইতে জন্মের মত বঞ্চিত হওয়াই আমার উচিত।"

তরঙ্গদিদি লীলার মুখে উপর্য্যুপরি চুম্বন করিয়া বলিলেন "তাই হোক, লীলা, তাই হোক, তোর জীবন যেন বিফলে না যায়, যেমন করিয়া হোক্ তোর নিজের গৃহে যেন রাজরাণী হোস্।"

"দিদি, তোমরা সেই আশীর্ব্বাদই কর। তোমার পায়ের ধুলো দাও দিদি, তারই জোরে আমার সর্ব্ব-সিদ্ধি হবে।" লীলা দিদির পায়ের ধুলা লইতে গেল।

"দূর ছুঁড়ি, এত দুঃখেও তোর জ্ঞান হইল না। ঐ দাখ যার পায়ের ধূলায়

সত্য সত্যই তোর মঙ্গল হবে, সে ঐ তোর সামনে, ও পায়ের ধূলো আগে নিগে।”

তরঙ্গদিদির দুঃখেও রঙ্গ যায় না। আমি পলাইতে পথ পাইলাম না।

১০

ইহার পরে সুখে দুঃখে প্রায় তিন বৎসর চলিয়া গিয়াছে। আমি লীলাকে সর্ব্বদাই পত্র লিখিয়াছি। লীলাও ত প্রায় প্রত্যহই পত্র দেয়, কিন্তু মিলন আর হয় নাই। কেহ ভাবিবেন না যে, নিতান্ত পিতৃ আজ্ঞা পরবশ হইয়াই আমি এমন কাজ করিয়াছি। যদি সুযোগ পাইতাম তাহা হইলে যে, গোপনে লীলাকে না দেখিতাম তাহা নহে, তবে গুটিকতক কারণে কেবল দেখা করি নাই। প্রথমতঃ বাবা সেই হইতে আর দেশে যান নাই, কারণ ম্যালেরিয়ায় তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভগ্ন হইয়াছিল। বড় দাদাও আলিপুরে বদলি হইয়াছিলেন। সুতরাং বাবা ও বড় দাদার চোখের সামনে মিথ্যা ছুতার কোনও সুযোগ করিয়া উঠিতে পারি নাই বা সে টুকুতে একটু অনাস্থাও ছিল বলিলে মিথ্যা হয় না। তার উপর ভাবিলাম, যে কষ্টে লীলাকে ছাড়িয়া হৃদয় বাঁধিয়া অনবরত অদৃষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছি, একবার দর্শনে যদি সে বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। সেই মুখ, সেই হৃদয়, আমার সেই হৃদয়ের নিধি, সে কি আমার কম আকর্ষণ, কম প্রলোভন! এই দূরে, সুদীর্ঘ তিন বৎসরের বিচ্ছেদে, তবুও যাহার চিন্তা মাত্র এক এক বার মন উন্মত্তের মত হইয়া উঠে, আর তাহার দর্শনে আমার কি হইবে কে বলিতে পারে? আমার বা লীলার ভাগে যাহাই হউক, বাবা যতদিন স্বেচ্ছায় আমায় লীলাকে দান না করিবেন তত দিন তাঁহার মর্ম্মে বেদনা দিব না, ইহা স্থির করিলাম। তবে নিজের এই উদ্দাম-চিন্তাটীকে যদি আয়ত্ত করিতে পারিতাম তবে গোপনে দুই একবার সে চাঁদমুখ দেখার সুখসাধে বঞ্চিত থাকিতাম না। সেও আমার অদৃষ্টের ফল।

শ্রাবণমাসে একদিন কাছারী হইতে ফিরিয়া আসিয়া বড়দাদা কাতর ভাবে শয্যায় শুইয়া পড়িলেন। বৌদিদি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বড়দাদা বলিলেন “শরীর অত্যন্ত খারাপ বোধ হইতেছে।” ইহার পূর্ব্বেই আষাঢ় মাসে বড়দাদার জ্যেষ্ঠা-কন্যার বিবাহে তাঁহার শরীরের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার হইয়াছিল। সম্ভবতঃ সেই কারণেই বোধ হয় জ্বর হইয়া থাকিবে বলিয়া বড়দাদা ডাক্তার ডাকিতে দিলেন না। তার উপর এ সময় উপস্থিত কন্যা-দায় হইতে মুক্ত হইয়া হাত একেবারে শূন্য হইয়া গিয়াছে, সুতরাং বড়দাদা শীঘ্র ডাক্তার খরচে রাজী নন্। অমে সারিবে বলিয়া দুই তিন দিন কাটিয়া গেল। সারিবার কোন লক্ষণ ত নাই, উপরন্তু বড়দাদার যাতনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তখন আর থাকা যায় না, ভাল দেখিয়া একজন ডাক্তার আনা হইল।

প্রায় সপ্তাহ হইতে চলিল কিন্তু ডাক্তা-

রের চিকিৎসায় কোনই ফল হইল না, রোগ ক্রমশঃ গুরুতর হইতে লাগিল। পেটে অত্যন্ত যন্ত্রণা। অসহ্য যাতনায় রোগী দিনরাত অস্থির হইয়া পড়িল।

তখন বৌদিদি কাতর হইয়া পড়িলেন, বলিলেন "ঠাকুরপো, এই আমার অবশিষ্ট গহনা নাও, উহা বিক্রয় করিয়া টাকা যোগাড় কর। আমি সিভিল সার্জ্জন দিয়া তোমার বড়দাদার চিকিৎসা করাইব।"

একে কন্যাদায়ে বৌদিদির অধিকাংশ গহনা বন্দক পড়িয়াছিল। যাহা ছিল তাহা লইতে আমার হাত উঠিতেছিল না। বৌদিদি বুঝিতে পারিয়া বলিলেন 'ঠাকুরপো, দেখিতে পাইতেছ না, সম্মুখে আমার কি বিপদ! মেজ-ঠাকুরপোর মাহিনায় নিজেরই কুলায় না। তোমার এখনও উপার্জ্জন নাই, এ ভিন্ন তোমার দাদার কি দিয়া জীবন রক্ষা করিব? ঐ প্রাণের অপেক্ষা জগতে আমার আর কি প্রিয় আছে।—" বলিতে বলিতে তাঁহার দু'টি চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। আমি আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিলাম না। নিজের প্রাণে সব সয়। বড়দাদা ও বৌদিদির পায়ে কাঁটার আঁচড়ও বুঝি আমার বুকে সয় না। বৌদিদির চক্ষের জলে আমার চক্ষের জল অসামাল হইয়া আসিতেছিল। গহনা কয়খানি লইয়া চলিয়া আসিলাম।

ডাক্তার সাহেব বলিলেন পাকস্থলীতে ফোড়া হইয়াছে, 'অপারেশন' করিতে হইবে। যে ৬০০৲ টাকা, বৌদিদির গহনা বিক্রয় করিয়া হইয়াছিল, কয়দিনে প্রায় তাহার ২৫০৲ টাকা খরচ হইয়া গেল। কাল "অপারেশন"। বাকি টাকায় কালই সব খরচ কুলাইবে কিনা সন্দেহ। তার পরে কি দিয়া বড়দাদার চিকিৎসা হইবে? যখন বৌদিদিকে এই কথা বলিতেছিলাম, শুনিতে শুনিতে উন্মাদিনীর মত বৌদিদি আমার পায়ের কাছে পড়িলেন ও বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুরপো আমার আর জ্ঞান নাই। তোমরা ওঁকে বাঁচাও। ওগো, আমি তোমাদের পায়ে ধরিতেছি, তোমরা যেমন করিয়া পার ওঁর প্রাণ দান দাও'! বৌদিদির কাতর আর্ত্তনাদে বাবা সেখানে ছুটিয়া আসিলেন। সজল চক্ষে বৌদিদির মাথায় হাত দিয়া বাবা সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। আমি সেই অবসরে বাহিরে পলাইয়া গেলাম।

বড়দাদার অবস্থা জানাইয়া মেজ দাদাকে টেলিগ্রাফ করা হইয়াছিল। সেই দিন মেজদা পৌঁছিয়াছেন। বাড়ীতে বাবা ও মেজদাদা রহিলেন আমি একবার পুরাতন বন্ধুদের খোঁজে চলিলাম। যদি ভগবান সদয় হন, হয়ত কোন বন্ধুর নিকট অর্থের যোগাড়ও করিতে পারি।

মনে একটা অভিসন্ধি লইয়া বাহির হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু অন্তরের দারুণ দুর্ভাবনার বশে কোন্ দিকে যে যাইতেছিলাম, কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না। হঠাৎ কাহার করস্পর্শে চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিলাম। সবিস্ময়ে দেখিলাম, লীলাদের পুরাতন ভৃত্য—হরিদাস। আমার এই বিপদের সময় হরিদাসকে দেখিয়াও যেন

মন একটু আশ্বস্ত হইল। ভাবিলাম তাহা হইলে যোগেন বাবু নিশ্চয় কলিকাতায় আছেন, এই বিপদের সময় তাঁর কাছে যদি কোন সাহায্য পাই। বলিলাম "হরিদাস তুমি এখানে কার সঙ্গে এলে?"

"আজ্ঞে ছোটদিদির সঙ্গে এসেছি। আপনি কোথায় যাচ্ছেন, এই তো আমাদের বাসা, একবার বসতে আজ্ঞা হউক।" মন—আমার চির অবোধ মন আবার অবাধ্যতা করিল। বড়দার অত অসুখ, মাথার উপর অত ভাবনা, বিপদের এই ভীষণ কশাঘাত, মুহূর্তে সব বিস্মৃত হইলাম। সম্মুখে এইখানে আমার লীলা, ইহা শুনিবামাত্র মন যেন উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল "চল একবার চল, একবার দেখিয়া লও।"

হায়! চরণও যে আর চলে না, উঠিয়া সম্মুখের ঘরে বসিয়া পড়িলাম। হরিদাস বলিল "জামাই বাবু ও ঘরটা নয়—এই পাশের ঘরে আসুন।"

হরিদাস পাশের ঘরে কেন আহ্বান করিল বুঝিতে বাকি রহিল না, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই ঘরে প্রবেশ করিলাম। মুহূর্ত পরেই লীলা—আমার ধ্যানের ছবি—লীলা, চক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী ননীবালা দেবী।

জগতে নারী।

প্রেমের প্রতিমা, দয়ার সাগর,
করুণা-নির্ঝর, স্নেহের নদী।
হ'ত মরুময় সব চরাচর,
পৃথিবীতে তুমি না থাকিতে যদি।

যে মহাত্মা উপরের কবিতাটী লিখিয়া নারীর পূজা করিয়াছেন, তিনিই জগতে নারীর আসন যে কত উচ্চ তা'া অনেকটা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এ পৃথিবীতে যদি মায়ের স্নেহ, ভগিনীর ভালবাসা ও স্ত্রীর আত্মসমর্পণ না থাকিত তাহা হইলে সংসার যে নিতান্তই মরুভূমিসম নীরস ও উত্তপ্তবালুকাময় বোধ হইত তাহা নিশ্চয়। কিন্তু দেশ, কাল, অবস্থা, ও শিক্ষা ভেদে সকল দেশেই নারীজাতি যে ঐ উচ্চ আসন হইতে কত নীচে নামিয়াছে, পুরুষ যে নিজেদের অধিকার বজায় রাখিবার জন্য তাঁহাদের প্রতি কত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছে, আমরা ক্রমশঃ তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিব।

সমস্ত জগতের সম্বন্ধে কোন বিষয় লিখিতে বা বলিতে গেলে পুরাতন মহাদ্বীপের কথাই আমাদের মনে প্রথমে উদয় হয়। উহার মধ্যে আবার এসিয়া-মহাদেশ ও উহার সমাজ-ব্যবস্থা সর্বা-

পেক্ষা প্রাচীন, সেজন্য এসিয়ার মহিলাদিগের বর্ণনা লেখা আমাদের প্রথম কাজ। কিন্তু ভারতবর্ষ আমাদের জন্মভূমি, সুতরাং সমস্ত পৃথক-জাতীয় ভারতললনাদের বৃত্তান্ত প্রকৃতরূপে অবগত হওয়া ও তাহার আলোচনা করা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। আমাদের বাসভূমি এত বড় প্রকাণ্ড দেশ এবং ইহাতে এত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও তাহাদের এত বিভিন্ন আচার ব্যবহার, রীতিনীতি দেখা যায় যে, তাহা হইতে সমগ্র ভারতমহিলার চরিত্র ও বর্ত্তমান অবস্থা সঠিক বর্ণনা করা একরূপ অসাধ্য। কিন্তু ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে এ কাজ যতদূর কঠিন ছিল, এখন রেল কোম্পানীর অনুগ্রহে সর্ব্বত্র যাতায়াতের ও মেলামেশার সুবিধা হওয়ায় এক্ষণে ইহা ততদূর কষ্টসাধ্য বোধ হয় না।

পূর্ব্বে মান্দ্রাজী স্ত্রীলোক, বাঙ্গালীর স্ত্রীলোক ও পাঞ্জাবী মহিলায় কখন দেখা সাক্ষাৎই হইত না। কিন্তু এখন কত মাড়োয়ারী মহিলা বাঙ্গালায় বাস করেন, কত বাঙ্গালী স্ত্রীলোক পাঞ্জাবে বা মহীশূরে যান। আমরা সকলেই যে ভারতে জন্মিয়াছি, এ ভাব এখন আমরা অনেকটা বোধ করিতে শিখিয়াছি। লোকে বলে "পৃথিবীর এক অর্দ্ধের লোক অন্য অর্দ্ধের অধিবাসীরা কিরূপে দিন কাটায় তাহা জানে না।"

কিন্তু বৌদ্ধ, মুসলমান, জড়োপাসক ও পার্সী নারীদের বাদ দিয়াও ভিন্ন ভিন্ন স্থানের কেবল হিন্দুনারীদের মধ্যেও এত প্রভেদ দেখা যায় যে, এক প্রদেশের স্ত্রীলোকেরা অন্য প্রদেশের নারীদের বিষয় কিছুই জানেন না। এক দেশের অধিবাসীদের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধে এত বিভিন্নতা ও অজ্ঞতা কেবল আমাদের ভারতবর্ষেই দেখা যায়। এ অজ্ঞতা বা শৈথিল্যের কারণও খুঁজিতে হয় না। আমাদের দেশের জাতিভেদ ও সমাজবন্ধন এমন অদ্ভুত ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সমাজে এত ভিন্ন ভিন্ন রীতিনীতি চলিত ও উহা অপর দেশীয় লোকের কাছে এতদূর অগম্য যে, এক প্রদেশবাসীদের পক্ষে অন্য ভাগের অধিবাসীদের বিষয় সমস্ত ভালরূপে জানা এক প্রকার দুঃসাধ্য। আবার অবরোধ-প্রথা বশতঃ ভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় স্ত্রীলোকদের বিষয় জানিবার সুবিধা ও উপায় অতি অল্প।

আমরা বাঙ্গালী স্ত্রীলোক, মনে করিতাম সকল হিন্দুস্ত্রীলোকদের অবস্থাই বুঝি আমাদের মত, এবং ভারতের অন্যান্য দেশীয় মহিলাদের চরিত্র ও অবস্থার সঙ্গে আমাদের অবস্থা মিলাইয়া নিজেদের উন্নতি করিতে প্রয়াস পাইতাম না। কিন্তু আজকাল শিক্ষার সঙ্গে অন্যান্য দেশীয় ভগিনীদের বিষয় জানিবার জন্য কৌতূহল জন্মিয়াছে, এখন আমরা বুঝিয়াছি যে বঙ্গদেশ সমস্ত ভারতবর্ষ নয়, এবং বঙ্গনারী হিন্দুস্থানের অন্যান্য রমণীদের প্রতিকৃতি নয়। এই জ্ঞানার্জ্জনের ভাব আমাদের মনে যখন জাগিয়াছে তখন উহা দ্বারা জ্ঞান বিস্তার করা একান্ত কর্ত্তব্য ভাবিয়া

আমি সাধামত ভারতীয় নারীগণের অবস্থা সংগ্রহ করিয়া লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

ভারতবর্ষীয় নারীদিগের মধ্যে রাজপুত মহিলাগণ অতি প্রাচীনকাল হইতেই সংসারে উচ্চ সম্মানের পদ পাইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের সে অধিকারে পুরুষ-জাতি হস্তক্ষেপ করেন নাই। নারীগণ সর্ব্বদাই সম্মান ও শ্রদ্ধার সহিত আচরিত হন, পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগকে সম্মানসূচক দেবী ও মা ভিন্ন অন্য কোন নামে ডাকিতে সাহস পায় না। যদিও মোগল সম্রাটদিগের অনুকরণে দুই চারি জন রাজা ও মহারাজা একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে বহুবিবাহ কখন প্রশ্রয় পায় নাই। তাঁহাদের মধ্যে একভার্য্যা-গ্রহণ প্রথা চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে। আর পত্নীর প্রতি স্নেহ ও যত্নে রাজপুত পুরুষেরা অন্যান্য হিন্দুদিগের অনেক উপরে। "উভয়ের প্রতি প্রেম ও বিশ্বাস যাবজ্জীবন থাকুক"—বিবাহকালে এই সরল প্রতিজ্ঞা বাক্যই উহাদের দম্পতির প্রেম ও কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দেয়। স্ত্রীপুরুষের মধ্যে ঐ প্রতিজ্ঞা কঠিন আইনের কার্য্য করে।

আমরা বাল্যকাল হইতে যে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি চিরপ্রসিদ্ধ আদর্শ নারীদের পূজা করিতে শিখি, তাঁহারা সকলেই রাজপুত মহিলা ছিলেন। যে ভীম সিংহের পত্নী পদ্মিনীর সতীত্ব ও সাহসের কথা পড়িয়া আনন্দিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হই সেই বীরনারী পদ্মিনী রাজপুত মহিলা। যে কৃষ্টকুমারীর অকাল মৃত্যুতে হৃদয় গলিয়া যায়, অথচ বালিকার মনের তেজ ও পিতৃভক্তি দেখিয়া আমরা বার বার প্রশংসা করি—সেই ধর্ম্মপ্রাণা কৃষ্টকুমারীও রাজপুতবালা।

একথা সত্য যে মুসলমানদিগের রাজত্ব কাল হইতে অন্যান্য হিন্দুদিগের ন্যায় ভদ্র রাজপুতদিগের কন্যাগণও অপেক্ষাকৃত অবরুদ্ধ থাকেন, কিন্তু তাহা দ্বারা পুরুষদের উপর নারীর প্রভাব কিংবা সংসারে তাহার অধিকার কখন কমিয়া যায় নাই। গৃহে উঁহারা যেরূপ সুখ, সম্মান ও মর্য্যাদা ভোগ করেন তাহাতে রাজপুত নারীদের অবস্থা ইউরোপ ও আমেরিকার সুসভ্য রমণীদিগের অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। রাজপুত স্ত্রী সংসারে স্বামীর দক্ষিণ হস্ত, তাঁর সহিত পরামর্শ না করিয়া গৃহকর্ত্তা কখন কোন কাজে অগ্রসর হন না। রাজপুত বীরেরা জননীর আশীর্ব্বাদ না লইয়া কখন কোন কার্য্যে যাইতেন না। স্ত্রীলোক যে গৃহের দেবীর ন্যায়, তাঁহাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা রক্ষা করা যে পুরুষের একান্ত কর্ত্তব্য, এ জ্ঞান প্রতি রাজপুতের শিরায় শিরায় নিবিষ্ট ছিল।

ইতিহাসে পড়িয়াছি, রাজপুত বালাদের প্রেম ও প্রশংসা লাভের আশায় এবং উহাদিগকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিবার অভিপ্রায়ে পুরুষেরা প্রাণপণে পরিশ্রম করিত। পুরাকালে স্বয়ংবর প্রথা রাজপুতদিগের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু এখন তাহারা সেরূপ প্রকাশ্যে পতিবরণের অধিকার হইতে

রক্ষিত হইলেও গোপনে পতি নির্ব্বাচন করিয়া থাকে।

ক্রমশঃ।

শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাসী।

নারীর সহানুভূতি।

The good God giveth love for all,
The earnest heart to cheer and help;
As his own smiles of glory fall
On hidden flowers unseen but felt.

Massey.

ভগবানের কি অদ্ভুত লীলা! মহিমাময়ের মহিমা আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু জ্ঞানচক্ষুতে দেখিলে, এবং বিবেক-কর্ণে শুনিলে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে তাঁহার সৃষ্টিতত্ত্বে এক বিশ্বব্যাপী সাম্য-ভাব—কেমন মধুর কোমলতা,—কেমন বিশ্বপরিচালক নিয়মের শৃঙ্খলতা—রহিয়াছে। পদার্থ সকলের উৎপত্তি-তত্ত্ব এবং তাহাদের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আমরা যতই স্থির হইয়া চিন্তা করি, ততই বুঝিতে পারি যে সৃষ্টির মধ্যে অসংলগ্নতা কুত্রাপি নাই, কৃপাময়ের কি অসীম কৃপা! তিনি জগৎকে শুধু মরুময় করিয়া সৃষ্টি করেন নাই, কারণ তাহা হইলে ইহার শোভা হয় না। শুধু পর্ব্বত রাজিতে পরিপূরিত করিলেন না—কারণ সমতল ভুমি ও উপত্যকা না থাকিলে তাহার সৌন্দর্য্য—তাহার বিচিত্রতা উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। তিনি সমস্ত সৃষ্টিকে শুধু পুরুষপ্রকৃতিক করিয়া সৃজন করিতে পারেন নাই, কারণ শুধু কাঠিণ্যের আধিপত্য থাকিলে সংসার এত সুন্দর বলিয়া বোধ হইত না—এমন কি বিশ্ব পুরুষপ্রকৃতিক হইলে সৃষ্টি তাঁহাকে প্রেমময় বলিয়া হৃদয়ে রাখিতে উন্মত্ত প্রায় হইত না। তাই দয়াময়—প্রেমময়—ভগবান কোমলতার চরম করিয়া হৃদয়, স্নেহ, প্রেম, প্রীতি দিয়া স্ত্রী প্রকৃতি সৃজন করিলেন। জননী, ভগিনী, দারা ও সুতা এই মধুর চতুর্মূর্ত্তিতে তিনি রমণী জাতিকে সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন। স্নেহে জননী দেবী—সহানুভূতিতে ভগ্নী—প্রেমে পত্নী—ভক্তিতে সুতা। সকল সময়ে আমরা এই চারিমূর্ত্তি নারীকে আমাদের পার্শ্বে দেখিতে পাই। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, হর্ষে শোকে, কোন সময়েই রমণী আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন না। এমন পবিত্র ও নিঃস্বার্থ সাহায্য আমরা আর কোথাও পাই না। ধন্য ভগবানের লীলা—ধন্য তাঁহার সৃষ্টির মহিমা।

সহানুভূতি প্রদর্শন ও কর্ম্ম সম্পাদন করিবার জন্য রমণীগণ জগতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের মত সাহায্যকারিণী আর কে আছে? সূর্য্যমুখী ফুল যেমন

দিনকরের দিকে আকুল নয়নে তাকাইয়া থাকে, সূর্য্য যে দিকে ফিরেন বেচারা পুষ্পও সেই দিকেই আপন মুখ ফিরাইয়া দীন নেত্রে তাহার দিকে তাকাইয়া থাকে, রমণীর প্রাণও সেইরূপ দুঃখী তাপী-পীড়িত-দিগের মুখ পানে তাকাইয়া থাকেন। সেই হতভাগা ও হতভাগিনীদিগের জন্য তাঁহাদের প্রাণ সর্ব্বদাই কাঁদে। পুত্র কন্যা পীড়িত হইলে জননীর আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়া যায়। ভ্রাতার অবসাদে ভগ্নী ম্রিয়মান হইয়া পড়েন এবং সর্ব্বদা কাছে থাকিয়া ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া সেই অবসাদ-টুকু বিদূরিত করিতে প্রয়াস পান। পতির দুঃখে পত্নী অধীরা হইয়া পড়েন এবং তাঁহার দুঃখ নাশ করিতে কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করেন। পিতার চক্ষুতে জল দেখিলে কন্যার প্রাণ কাঁদে। যদিও তাঁহারা হৃদয়ের ব্যাধি বিনাশ করিতে পারেন না, তথাপি তাঁহাদের স্নেহ, প্রেম, ভক্তি ও সহানুভূতিতে সব জ্বালা দূর হইয়া যায়। শোকে বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, ব্যথার তাড়নায় ক্ষুদ্র হৃদয়খানি মথিত হইতেছে, কিন্তু ঐ রমণী আমার মুখ পানে মুখ তুলিয়া তাকাইলে ব্যথা জ্বালা সব দূর হইয়া যায়, শান্তি পাই। রোগে, শোকে, তাপে, রমণীর সহানুভূতি বিশল্যা করণী সদৃশ। পরিশ্রম, ক্লান্তি, বিপদ, কষ্ট, সবই অম্লান বদনে, হাসি মুখে তিনি সহ্য করিতেছেন শুধু ঐ দীনহীন, দুঃখক্লিষ্ট, রোগশোকাক্রান্ত হতভাগার মুখ পানে তাকাইয়া। রোগীর শয্যাপার্শ্বে তিনি মাতৃরূপে বসিয়া আছেন। প্রলাপ বকিতে বকিতে রোগী "মা" "মা" বলিয়া চমকিয়া উঠিল, রমণীর হৃদয়ে তড়িত প্রবাহ ছুটিল, ভগবান তাঁহাকে মাতৃরূপে প্রেরণ করিলেন—তিনি মুমূর্ষুর মস্তক আপন ক্রোড়ে স্থাপন পূর্ব্বক সমস্ত হৃদয় তন্ত্রীকে নাচাইয়া ও কাঁপাইয়া, প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া, রোগীকে প্রত্যুত্তর দান করিলেন "কি বাবা"! ভগবান সে স্বর?—

—সেই স্নেহস্বর,

দুঃখপূর্ণ জগতের শান্তির সঙ্গীত।

হায় এই সংসারে আসিয়া আমরা কত না দুঃখের সৃষ্টি করিয়া তাহাতে পুড়িয়া মরি। যাহারা দুঃখের চাপে নিরাশ হইয়া পড়ে, জীর্ণ শীর্ণ হইয়া দিশেহারা হইয়া যায়—রমণীর সহানুভূতি না থাকিলে—রমণী আপনার স্নেহাশ্রয়ে টানিয়া না লইলে, এতদিনে সংসারে কত লোকের অস্তিত্ব লোপ পাইত। রমণী আছেন বলিয়াই আমরা বাঁচিয়া আছি। তাঁহাদের দয়ায় আমরা প্রাণ ধারণ করিতেছি। বিখ্যাত পাশ্চাত্য কবি ও উপন্যাসকার সার ওয়াল্টার স্কট বলিয়াছেন :—

O woman! in our hours of ease,
Uncertain Coy, and hard to please.
And variable as the shade
By the light quivering aspen made;
When pain and anguish wring the brow,
A ministering angel thou."

সভ্যজগতে কবি, দার্শনিক, বিজ্ঞানবিৎ, সাধারণ লোক সকলেই এক বাক্যে রমণীর গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন—নারীকে বন্দনা করেন। পাষাণেরাও নারীর সম্মান বুঝিয়া থাকে। রমণীর চরিত্র যতই কলুষিত হউক না কেন ক্রোধশীলা, হিংসাময়ী, অনিষ্টকারিণী, তিনি যাহাই হউন না কেন বিপদ আগমনে তাঁহার চরিত্রের সেই সকল ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

শত্রু হইলেও শোকে তাপে তিনি প্রাণ দিয়া তাহার কর্ম্ম করেন, মান অভিমান ভুলিয়া যান, হিংসা প্রতিহিংসা বিস্মৃত হইয়া বিপন্নের সেবায় আত্মা নিয়োজিত করিয়া থাকেন। ধন্য রমণীর মহিমা! প্রসিদ্ধ মার্কিন গ্রন্থকার চিরকুমার ওয়াশিংটন আরভিং বলিয়াছেন "এ জগতে এমন একজন আছেন যিনি পরের দুঃখ আপন বুকে লইয়া সেই দুঃখের তীব্রতা অনুভব করিতে পারেন—এমন একজন আছেন যিনি অপরের সুখে প্রকৃত সুখী হইতে পারেন—এমন একজন আছেন যিনি অপরের দোষগুণ আপনার মধ্যে লুকাইয়া রাখিতে পারেন—এমন একজন আছেন যিনি দয়া, স্নেহ, প্রেম, কোমলতা, পরোপকার ও ভক্তিতে আপনার স্বার্থ নিয়োজিত করিয়া ফেলেন এবং সাহায্য করিতে সর্ব্বাগ্রে প্রস্তুত হন। সেই একজন অন্য কেহই নহেন—সংসারের নারী জাতীয়।"

বিধাতা যে শুধু ইউরোপীয় মহিলাদিগের অন্তর দয়ামায়া ও কোমলতা দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা নহে। সমগ্র নারী জাতির অন্তর একবিধ উপকরণে গঠিত। তবে সমাজ, জাতি, কাল ও পাত্র ভেদে কিছু পার্থক্য হইয়াছে। কেহ কেহ গৃহে, আপন পরিবারের মধ্যে, কেহ স্বদেশে, কেহ বিদেশে এবং কেহ বা সমগ্র বিশ্বের মধ্যে কর্ম্ম করিয়া আপনার দয়ামায়ার পরিচয় দিয়া থাকেন। দয়ামায়ার রাজ্যে জাতিভেদ নাই, বর্ণভেদ নাই। ইংরাজের দুঃখে বঙ্গ মহিলার প্রাণ কাঁদে, এবং ভারতবাসীর হাহাকারে বিদেশীয় মহিলাকুলের প্রাণ কাঁদিয়া থাকে। ভারতদুর্ভিক্ষের করাল কবলে পতিত ভারতমাতার কত শত অনাহারী সন্তানের ক্রন্দনরবে জগত পরিপূরিত হইল, প্রাণ কাঁদিল মর্কিণ দুহিতাদিগের—রুষ মহিলারা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না—ইংরাজ ললনারা আকুল হইলেন। মহামারীতে শত কোটী লোকের প্রাণ নাশ হইতে লাগিল, শুশ্রূষা অভাবে কত নর নারী অকালে নিয়তির রাজ্যে চলিয়া গেল, ইংলণ্ডসুতা ভগ্নী বেশে ভারতে নামিলেন। জাতি, কুল, মান, বর্ণভেদ সমস্ত বিস্মৃত হইয়া দয়াময়ী রোগীর শয্যা পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন—কৃপাময়ী ঘৃণা লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া রোগীর সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন—রোগী শান্তি পাইল। বিশ্বের নারী একই উপকরণে গঠিত। রমণীর দয়া সীমাবদ্ধ নহে, যদি বিশ্বব্যাপিনী বলিয়া এই সংসারে কোন দ্রব্য থাকে তাহা হইলে তাহা স্ত্রী-

স্বর্গীয়া লেডিহার্ডিঞ্জ।

শিশু প্রেস, কলিকাতা

দেশের আজ এই অবস্থা! তাই বলি আর বৃথা কার্য্যে সময় নষ্ট করিও না। আর জগৎমাতা জগদ্ধাত্রীর দুর্গতিনাশিনীরূপ চিন্তা করিয়া নারীর মুখ পানে তাকাও, দেখিতে পাইবে ঃ—

সমুদয় নারীজাতি মাতা।

আরও বলি স্বদেশীয় নারীজাতিকে—তোমরা আমাদের মাতৃবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। তোমরা আমাদিগকে রক্ষা কর। মাতৃরূপে, ভগ্নীরূপে, পত্নীরূপে ও কন্যারূপে আমাদিগের পাশে থাকিয়া অন্ধকার পথ হইতে আমাদিগকে জ্যোতির্ম্ময় পথে লইয়া যাও। সংসারে তোমরা মা হইয়া থাক, ভগ্নী হইয়া থাক। আমরা তোমাদের স্নেহ লাভ করিয়া কৃতার্থ হই। তোমাদের পবিত্রতা ও শুভ্রতা দেখিয়া সেই পরম পবিত্রতাময়ের পথে অগ্রসর হইতে থাকি। (ক্রমশঃ)

দানবীর মহাত্মা ৺তারকনাথ পালিত।

অনন্ত বিশ্বপাতা যে গুণে এই ব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি প্রাণিবৃন্দকে পালন করিতেছেন, যাঁহার প্রভাবে জীবগণের জন্মমাত্র মাতৃবক্ষ হইতে স্তন্যামৃতধারা প্রস্রুত হয়,

যে স্বাস্থ্যভাবে ক্ষুৎপ্রপীড়িত একটী প্রাণী স্বকবলোন্মুখ অন্ন অন্যের মুখে প্রদান করে, যাহাতে স্বার্থরূপ আমিষের গন্ধ পর্য্যন্তও প্রবেশ লাভ করিতে পারে না, সেই সত্বগুণের মধুময় উৎস হইতে নিয়ত উৎসারিত সাত্বিকদান পুণ্যের একটী প্রধান অঙ্গ। অগ্নিহোত্র ব্যতিরেকে যদ্রূপ বৈদিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় না, তদ্রূপ এই সাত্বিকদান ব্যতীত পুণ্য কর্ম্ম কখনও সম্ভবপর নহে। রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমির বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা অবলোকন করিয়া করুণার্দ্রচেতা তারকনাথ পালিত মহাশয়ের হৃদয় যথার্থই দ্রবীভূত হইয়া গিয়াছিল, এবং সেই কারণেই তিনি ভারতবাসীদিগের জন্য সর্ব্বতোভাবে ভারতবাসী দ্বারা পরিচালিত একটী উচ্চতর-বিজ্ঞান বিদ্যালয় স্থাপন কল্পে গত ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদিগের হস্তে তাঁহার স্বোপার্জ্জিত পঞ্চদশ লক্ষ মুদ্রা ন্যস্ত করেন। এই প্রভূত বিত্তের উত্তরাধিকারী হইবার জন্য তাঁহার পুত্রাদির অভাব ছিল না, এবং তিনি বহু ক্রোরপতিও ছিলেন না যে এই ধন দান করিয়া পুনরায় তাঁহার পুত্রদিগকে অন্য ধন দিবেন, কারণ উহাই তাঁহার অধিকাংশ সম্পত্তি ছিল। তথাপি তাঁহার গভীর স্বদেশপ্রেম, তাঁহাকে এই বিত্ত তাঁহার পুত্রদিগকে প্রদান করিতে দেয় নাই। ইহা একবার স্মরণ করিলে, তাঁহার নিগূঢ় স্বদেশপ্রেম দর্শন করিয়া তাঁহার স্বদেশবাসী মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইয়া যায়। যে দেশে সমৃদ্ধিসম্পন্ন অসংখ্য নরনারী তাঁহাদিগের অতুল ঐশ্বর্য্য স্বদেশহিতৈষণায় দান করা অপেক্ষা পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া তাহাকেই তাহার উত্তরাধিকারী করা শ্রেয়োজ্ঞান করেন, সেই হতভাগ্য দেশের অজ্ঞানঘনঘটাচ্ছন্ন নভোমণ্ডলে পালিত মহাশয়ের এই উদাহরণ, উজ্জ্বল তারকার ন্যায় চিরদিন দেদীপ্যমান থাকিবে এবং দিশাহারা পথিকদিগের ন্যায় ভাবী সন্তানগণকে কল্যাণের পথ প্রদর্শন করিবে। তাঁহার এই সাত্বিক দান জনিত পুণ্যে তিনি যে অক্ষয় কীর্ত্তি ও মুক্তিফল লাভ করিয়াছেন, তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ নাই। সেই জন্য অদ্য তাঁহার সমগ্রদেশবাসী তাঁহাকে "ধন্য, ধন্য, তুমিই ধন্য" এই সাধুবাদ প্রদান করিতেছে।

মাননীয় তারকনাথ পালিত মহাশয় যে, এই দান দ্বারাই তাঁহার স্বদেশবাসীগণের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন, তাহা নহে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি তাঁহার স্বদেশ প্রীতি ও উদারচিত্ততা দর্শন করাইয়া বঙ্গবাসী আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয়ে প্রগাঢ়শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

জাতীয় শিক্ষা সমিতি (National Council of Education) কে তাঁহার বাটী ও উক্ত দান হইতে বঞ্চিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ঐ অর্থ সমর্পণকালে কেহ কেহ তাঁহার প্রতি কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, সত্য, কিন্তু তিন চির দিনই

জাতির দয়া, মায়া, স্নেহ ও সহানুভূতি। বিখ্যাত পর্য্যটক লেইয়ার্ড মহোদয় বলেন যে "ডেনমার্কের অনুর্ব্বর ভূমি—নিরীহ সুইডেন রাজ্য—শীত এবং তুহিনাবৃত ল্যাপল্যাণ্ড দেশ—অসভ্য এবং কর্কশ ফিনল্যাণ্ড—সুবিস্তৃতা রুশিয়া এবং তাতার দেশের মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে যদি পিপাসায় ছাতি ফাটিয়া যাইত—যদি ক্ষুধায় মৃতবৎ হইয়া পড়িতাম তাহা হইলে মাতৃরূপিনী স্ত্রীজাতি আমাকে অন্ন ও জল দিয়া আমার জীবন রক্ষা করিতেন। আমার সৌরতাপ-দগ্ধ মুখ দেখিয়া, আমার ভ্রমণের দারুণ কষ্টপূর্ণ শরীর দেখিয়া তাঁহারা সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া আমাকে শান্ত করিতেন। "ধন্য ভগবান! ধন্য তোমার কৃপা! এই মা-কে সৃজন না করিলে আমরা এত স্নেহ পাইতাম কোথা হইতে? রমণীর প্রাণে দয়া ও স্নেহ না থাকিলে মহাত্মা রাজা রাম মোহন রায়ের নাম আমরা শুনিতে পাইতাম না। মাতৃ সদৃশা তিব্বত রমণীরা তাঁহাকে আপনাপন স্নেহক্রোড়ে লুকাইয়া না রাখিলে রামমোহন পুনরায় স্বদেশে ফিরিতে পারিতেন না। ভগ্নী ডোরা, সারা স্মাণ্ড, কুমারী নাইটিংগেল, কুমারী গাওট্রুড, মেরী মডেল পিকার্ড, কুমারী প্রে, বিশ্বের নরনারীসেবায় আপনাদের জীবন উৎসর্গ করিয়া ছিলেন। নরসেবা তাঁহারা শুধু গৌরব বলিয়া মনে করিতেন না, নরসেবা করিয়া তাঁহারা আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেন। ভগবানের নাম করিয়া তাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন।

দুঃখীর দুঃখ বিমোচন করিতে, পাপী তাপীর অশ্রুজল মুছাইয়া দিয়া ভগবানের পথে সাদরে হাত ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য—বিপন্নকে রক্ষা করিবার জন্য—নিরাশ্রয়কে আশ্রয়, অনাহারীকে, অন্ন পিপাসুকে বারি দিবার জন্য বিধাতা রমণীকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সত্য বটে, গৃহে রমণী লক্ষ্মী-সদৃশ। সংসারে পরিবারকে সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালন করিতে, সন্তানকে লালন পালন করিতে, বার্দ্ধক্যে উপনীত, জরা জীর্ণ, শয্যা শায়িত, দুঃখ ক্লিষ্ট পিতামাতার সেবা শুশ্রূষা করিতে, ভাই ভগ্নীর তত্ত্বাবধান করিতে, ভৃত্য, অনুগতজনকে আদর ও যত্নে তুষ্ট করিতে, আত্মীয় ও অতিথির সৎকার করিতে, সদা মূর্ত্তিমতী দেবীর ন্যায় রমণী সংসারে সদা বিরাজমান। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের স্নেহ, প্রীতি ও সহানুভূতি কেবল পরিবারে আবদ্ধ নহে। মার্কিণের দুঃখে বঙ্গ রমণী কাঁদিতে জানে। গারট্রুডের মৃত্যুতে বঙ্গ ললনা কাঁদিয়া ছিল। ফাদার ডামিয়েনের মৃত্যুতে ভারতসুতারা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। দুঃখে "আহা" বলিতে, প্রাণ ভরিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিতে, হিন্দু মহিলারা বেশ জানেন। তাঁহাদের প্রাণে দয়া, মায়া, কোমলতা আছে। তবে যে তাঁহারা সাধারণে প্রকাশ করিতে পারেন না তাহা কেবল লজ্জায় ও সমাজের ভয়ে। আমাদের দেশ এখনও এতদূর সমুন্নত হয়

নাই যে আমাদের মাতৃজাতি প্রকাশ্যে যাইয়া সকলের সেবা শুশ্রূষা করিতে পারেন নারী সম্মান আজও আমাদের দেশের লোকে সম্যকরূপে বুঝিতে পারেন নাই। অধিকন্তু স্ত্রীজাতির নিন্দা করিতে হইলে আমাদের দেশের পুরুষদিগের এক মুখের পরিবর্ত্তে পঞ্চ মুখের সৃষ্টি হয়। বিদ্বান, মূর্খ, এমন কি মহামাননীয় সংবাদ পত্র পরিচালকগণও তাহা লইয়া দেশ মাতাইয়া থাকেন। এইত আমাদের দেশের দশা।

ধরাতলে নারীজাতি প্রাণপণে বৃদ্ধ পিতা মাতা, ভাই ভগ্নীর সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন দেখিয়া নারীগণও প্রফুল্লিত হন। ভাই, ভারতবাসী আর এ বিষয়ে উদাসীন থাকিও না, আর আর্য্য নামে কলঙ্কারোপ করিও না। ভাই, অনেক খেলা খেলিয়াছ, জীবনে ও চরিত্রে অনেক রকম দৃশ্য দেখাইয়াছ, ক্ষান্ত হও ভাই, নিন্দা কুৎসা ছাড়িয়া দাও, সমাজের পুনঃ সংস্কার কর। সভ্য জগতের দিকে একবার তাকাইয়া দেখ, ভাই! ভাল মন্দ, আলো ও ছায়া সব সমাজে আছে। আমাদের দেশের বৈধব্য দশা বড়ই শোচনীয়। ভাই, শুভ্র পবিত্র বিধবার দিকে কেহই কুভাবে তাকাইতে পারেন না। বিধবাদিগের জীবন শূন্য, তাহাদিগকে শিক্ষা দাও, তাঁহাদের চরিত্র গঠন কর, তাঁহাদিগকে দীন দুঃখীর সেবায় নিয়োজিত কর। ভাই, একবার দেশের পথ ঘাটের হতভাগাদিগের দিকে তাকাইয়া দেখ, যে দৃশ্য দেখিয়া বুদ্ধদেব সংসার ত্যাগ করিয়া ছিলেন শত কোটী সেইরূপ দৃশ্য দেখিতে পাইবে। ভারত মাতা রত্নপ্রসবিনী, এখনও মার অনেক আছে। ভাই তোমরা এদেশের রমণীকে ইউরোপীয়দিগের ন্যায় স্বাধীনতা দিতে না চাও ক্ষতি নাই। দেশে ধনী অনেকেই আছেন, তাঁহারা সাহায্য করুন তোমরা গৃহ সংস্করণ কর, দরিদ্র সেবা আশ্রম প্রস্তুত কর। সেখানে বিধবাদিগকে প্রেরণ, কর তাঁহারা সেই আশ্রমে অন্দরে পর্দ্দার ভিতর থাকিয়াও সেবা করিবেন, জননী হইয়া অনাথ সন্তানগণকে পালন করিবেন। ভাই আর ঘুমাইও না আর বৃথা আমোদে মত্ত হইয়া সময় ক্ষেপন করিও না। সংসার অনিত্য, নিত্য শুধু কীর্ত্তি। পুরাকালে আর্য্যেরা কত উদার কার্য্য করিয়া ছিলেন, তাঁহাদের প্রেম বিশ্বব্যাপী ছিল, তাই তাহাদের কীর্ত্তি আজও রহিয়াছে, তাই আর্য্যচরণে জগতবাসী আজও মস্তক অবনত করিয়া থাকেন!

ভাই, প্রেমেই প্রেমের জয়। রমণীকে সম্মান করিতে শিখ, তোমাদের গৌরব বৃদ্ধি হইবে, তোমাদের নিজের উন্নতি সাধন হইবে। তাঁহাকে পবিত্র চক্ষে দেখ, সর্ব্বত্র পবিত্রতা দেখিতে পাইবে। তাঁহাকে বিশ্বাস কর রমণী তোমাদের বিশ্বাসের ব্যভিচার করিতে কখনই সাহসী হইবেন না। নারীকে মাতৃভাবে দেখ, তোমাদের সনাতন ধর্ম্ম ও গুরুর উপদেশ বাক্যমতে নিরীক্ষণ কর সংসার পবিত্রতাময় দেখিবে। আমাদের দোষেই আমাদের

স্বাধীনচেতা ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তিনি গভীর চিন্তাদ্বারা বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার স্বদেশের যে মহৎ কল্যাণ সাধন করিতে প্রয়াসী, জাতীয়-শিক্ষা-সমিতির তৎসাধন সুদূর-পরাহত। এই জন্যই তিনি স্বদেশ-বাসির আশু কল্যাণের নিমিত্ত ঐ প্রভূত ধনরাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। জাতীয় শিক্ষা-সমিতিকে উক্ত অর্থ প্রদান করিলে, তিনি যে স্বদেশ-বাসীদিগের নিকট অধিক প্রিয় ও দাতা বলিয়া পূজিত হইতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহার মহদুদ্দেশ্য শীঘ্র সাধিত হইত কি না সন্দেহ। জগতের অধিকাংশ ব্যক্তিই, "কোন্ কার্য্যটী আমার পক্ষে উত্তম," "কোন কার্য্যটী আমার সুখসাধ্য," অথবা "কোন্ কার্য্য সাধারণের অনুমোদিত" কিম্বা "কোন্ কার্য্যটী আমার পক্ষে লাভজনক" ইত্যাদি চিন্তা-তেই সর্ব্বদাই ব্যস্ত; তাহারা প্রায় কেহই "কোন্ কার্য্যটী আমার ন্যায়সঙ্গত," তাহা একবারও ভাবিয়া দেখে না। তারকনাথ কিন্তু তাহাই ভাবিয়াছিলেন, তিনি চাহিয়াছিলেন, "ন্যায় আমাকে কোন্ পথে যাইতে বলে?", ন্যায় যে পথ তাঁহাকে দেখাইয়াছিল, তিনি সেই পথেই গমন করিলেন। দান ভাল, কিন্তু দেশ, কাল, পাত্র বিচারপূর্ব্বক দানই শ্রেষ্ঠ।

তাঁহার মৃত্যুর পর শ্রীমতী আনি বেসান্ত (Mrs. Annie Besant) তাঁহার বিষয়ে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা যার পর নাই দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়াছি। তিনি "New India" নামক পত্রে লিখিয়াছেন :—

"Sir T. N. Palit has passed away after a long illness. His antagonism to religion made him quarrel with the best members of the National Council of Education and made him withdraw his lakhs from it, crippling its activities and depriving it of its houseroom. He transferred his money to the Government, and the gift was rewarded by a title, but the act cost him the respect and gratitude of the lovers of India. His bitterness against religion was surprising, and the "Godlessness" of the Government was its great attraction to him. It was strange he should have been born into a religious nation; perhaps he was superstitious in his last incarnation, and in the next one will return to religion. "A little knowledge inclineth a man to atheism, but increase of it bringeth him back to religion."

মহাত্মা তারকনাথ পালিত মহাশয়, ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে, ২৫শে অক্টোবর তারিখে হুগলী জেলার অন্তর্গত একটী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। এইরূপ শুনা যায় যে তাঁহার পিতা দানশীলতার জন্য

সকলের নিকট সুপরিচিত ছিলেন এবং পরহিতে তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন। তারকনাথ প্রথমতঃ Hare Schoolএ শিক্ষা লাভ করিয়া ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে আইন অধ্যয়নার্থ ইংলণ্ডে গমন করেন। তথা হইতে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া ওকালতী (Barrister কার্য্য) করিয়া প্রভূত ধন উপার্জ্জন করেন। পিতার ন্যায় তিনিও যে দানশীল ছিলেন তাহা আমরা স্পষ্ট দর্শন করিয়াছি। যাঁহারা তাঁহাকে ঘনিষ্টভাবে জানিবার অবসর পাইয়াছিলেন, তাঁহারাই জানেন যে পালিত মহাশয়ের চিত্ত সর্ব্বদাই কিরূপ গভীর করুণায় আর্দ্র থাকিত। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে স্বাস্থ্যভঙ্গ-হেতু তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে মে মাস হইতে তিনি কঠিন হৃদ্রোগে আক্রান্ত হন। কিন্তু এ সকল কিছুই তাঁহার সেই প্রফুল্ল ভাবিকে খিন্ন করিতে পারে নাই।

সন্ধ্যাকালে মেলা ফুরাইলে, খেলা ভাঙ্গিলে, যদ্রূপ সন্তানের মন তাহার বাড়ী পানে ধাবিত হয়, তখন যেমন তাহার জননীর ক্রোড় ভিন্ন আর কিছুই তার ভাল লাগে না, তদ্রূপ এই মহাত্মা, তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার যেন আর কিছুই ভাল লাগিতেছিলনা তিনি ক্রমাগত হৃদয়বিদারক আকুলতার সহিত বলিতেন "বাড়ী যাব,—আমি যে বাড়ী হতে এসেছি সেই বাড়ী যাব। ঐ আমার বাড়ী নয়, আমি বাড়ী যাব—বাড়ী যাব, আমাকে বাড়ী নিয়ে চল।" অবশেষে গত ৩রা অক্টোবর, শনিবার প্রাতে প্রায় ৯॥০ সাড়ে নয়টার সময় ভবমেলার খেলা সব সাঙ্গ করিয়া তিনি তাঁহার চিরবাঞ্ছিত বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। এই পূজাবকাশে দেশাগ্রগণ্য ব্যক্তিগণ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ বিশ্রামার্থ অন্যত্র অবস্থান করায় তাঁহার শেষমুহূর্ত্তে তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। কিন্তু তথাপি তাহার দেশবাসিগণ তাঁহার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিতে ক্রটী করেন নাই। মুদ্রিত বিজ্ঞাপন দ্বারা তাঁহার স্বর্গারোহণ-বার্ত্তা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। অপরাহ্নে ৩॥০ ঘটিকার সময় ৮০ জন ছাত্র শুভ্রবাস পরিধান করিয়া নগ্নপদে শবাধার কালীঘাটে লইয়া যাইবে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত বহু লোক কালীঘাটের শ্মশানভূমিতে পুষ্পাদি লইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। অবশেষে তাঁহারা সংবাদ পাইলেন যে ৺ মহাত্মার কোনও আত্মীয় পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থাকারীদিগকে কোনও সংবাদ প্রদান না করিয়া Motor carএ তাঁহাকে নিমতলার ঘাটে লইয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থাকারী এবং বালকবৃন্দ ৺ মহাত্মার বাটিতে গমন করিয়া তথায় তাঁহাকে না পাইয়া যারপর নাই মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। তাঁহারা তখন দ্রুতপদে নিমতলায় গমন করিয়া দেখিলেন যে এরূপ অবন্দোবস্ত সত্তেও তথায় শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, ডাঃ নীলরতন সরকার প্রভৃতি দেশের বিদ্বান ব্যক্তি

গণ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। পালিত মহাশয়ের চিতা পুষ্প মালো সুশোভিত করা হইয়াছিল এবং সর্ব্বোপরি শুভ্রপুষ্পে নির্ম্মিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপও coat of arms সম্বলিত একটী মালা বিশ্ববিদ্যালয়ের vice-chancellor শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর প্রতিনিধিরূপে ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী কর্ত্তৃক "সংসারলীলাং পরিহৃত্য দূরে ক্রোড়ে দ্রুতং গচ্ছ জগজ্জনন্যাঃ" এই কথা বলিতে বলিতে স্থাপিত হয়। অতঃপর সকলের অভিবাদনান্তে ফটো লওয়া হয় তাহার পর প্রচলিত হিন্দু বিধানানুসারে দাহকার্য্য সম্পন্ন হয়।

মানবের প্রকৃত মহত্ত্ব প্রায়ই মানব-চক্ষুর অন্তরালে থাকে। আমরা যাহাকে মহত্ত্ব বলিয়া গণ্য করি, বিশ্ববিধাতার চক্ষুতে হয়ত তাহা কত ক্ষুদ্র, এবং যাহা অতীব ক্ষুদ্র বলিয়া আমাদিগের দৃষ্টি সম্মুখ দিয়া অন্তরালে চলিয়া যায়, তাহাই প্রকৃত মহত্ত্ব। তারকনাথ একজন প্রকৃত মহৎ ব্যক্তি ছিলেন। আজীবন তিনি তেজস্বী, নির্ভীক, সত্যপরায়ণ, স্বদেশহিতৈষী, করুণার্দ্রচেতা ও উদার-হৃদয় ছিলেন। ভগবান তাঁহার পবিত্র আত্মাকে অনন্ত উন্নতির পথে লইয়া যান এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত স্ত্রী ও পুত্র কন্যা-দিগকে শান্তি প্রদান করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা। ৺ মহাত্মা তারকনাথ পালিত যিনি বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতার নিকট মিষ্টার টি, পালিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাঁহাকে আমরা আজ আর কি বলিব? আমরা বলি—

"যাওরে অনন্ত ধামে মোহ মায়া পাসরি
দুঃখ আঁধার তথা কিছুই নাহি।
জরা নাহি, মরণ নাহি, শোক নাহি যে লোকে
কেবলি আনন্দ স্রোত চলিছে প্রবাহি।
যাওরে অনন্তধামে, জ্যোতির্ম্ময় আলয়ে,
শুভ্র সেই চির বিমল পুণ্য কিরণে,
যায় যথা "দানব্রত", সত্যব্রত পুণ্যবান,
যাও বৎস যাও সেই দেব-সদনে॥
ওঁ শান্তিঃ। শান্তিঃ। শান্তিঃ।

পূজার আমোদ।

কোন কোন বাঙ্গালী বাবু হিন্দী ভাষায় কথা কহিতে ভাল বাসেন। আপনার দ্বারবান বা দাস দাসীর নিকট সেই হিন্দীর কিছু বাড়াবাড়ী হইয়া থাকে। কোন বাবু আপনার বাঙ্গালী চাকরকে কহিলেন,—

"ধোবি কো ঘরছে হামারা কাপড়া জলদি লে আও।" চাকর বুঝিল, বাবু ধোপার বাড়ীর কাপড় না কাচিয়া স্পর্শ করিবেন না, উহা জল দিয়া কাচিয়া আনিতে বলিলেন। চাকর ধোপার বাড়ী হইতে বাসি ধোপের ইস্ত্রী করা কাপড়

গুলি লইয়া একটা ঘোলা জলের পুকুরে ফেলিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে এক বোঝা ভিজা কাপড় বাবুজীর সম্মুখে দাখিল করিল। বাবু বস্ত্রগুলির দুর্দ্দশা দর্শনে ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইলেন এবং ভৃত্যকে দণ্ড দিবার জন্য অন্য ভৃত্যকে চাবুক আনিবার আদেশ দিলেন। চাবুক আসিতে বিলম্ব দেখিয়া অপরাধী ভৃত্য করযোড়ে কহিল,—

"হুজুর, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, যতক্ষণ চাবুক না আসে, ততক্ষণ কেন আমার কান মলিতে আরম্ভ করুন না,—সময়টা বৃথা যায় কেন? বাবুজী হাসিয়া তাহাকে বিনা দণ্ডেই বিদায় দিলেন।

২। হুগলী রেলষ্টেশনের নিকট অনেকগুলি দোকান ও চটি আছে। ঐ সকল দোকান ও চটিতে প্রতি দিনই ভিন্ন ভিন্ন জেলার বহুতর লোকের সমাগম হইয়া থাকে। একদা বর্দ্ধমান জেলার এক জন লোক, "বর্দ্ধমান অঞ্চলের জল উৎকৃষ্ট,—জলের গুণে যা খাও, তাই হজম হইয়া যায়,—"ইত্যাদি প্রকার গল্প করিতেছিল। সেই গল্প শুনিয়া চব্বিশ পরগণার কোন ব্যক্তি কহিল,—' রেখে দাও তোমার বর্দ্ধমান,—এই হুগলীর আড়পার হাকিমহদের গ্রাম আছে, জানকি? সেখানকার জলে ঘটী পর্য্যন্ত হজম হয়ে যায়।" ঘটী হজমের কথা শুনিয়া সকলেই কহিল; "সে কিরূপ বাবু?"

"আমি এক দিন জল খাইবার জন্য হাকিমহদের একটা কুয়ায় ঘটী নামাইয়াছিলাম। ক্ষণকাল পরে রসি তুলিলাম। শুধু ফাঁসটা উঠিল—ঘটীটা কুয়ার জলে হজম হইয়া গেল। আমার কপাল ভাল, তাই সেদিন রক্ষা পাইয়াছি, নচেৎ সে জল খাইলে আমি শুদ্ধ হজম হইয়া যাইতাম।"

৩। এ দেশের শাস্ত্র ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগুলি প্রায়ই সরল ও আশু বিশ্বাসী। কোন সময়ে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শান্তিপুরের পার ঘাটে স্নান করিতেছিলেন। তীরভূমিতে বস্ত্রাদির গাঁটরিটী রাখিয়াছিলেন। একটী ৮।৯ বৎসরের বালক আসিয়া সেই গাঁটরিটী তুলিয়া লইয়া ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে কহিল,—

"মেসো মশায় আপনি স্নান করিয়াই আমাদের বাড়ী আসুন। ঐ দেখুন, গাছতলায় আমার মা আপনার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন।" ঠাকুর মহাশয় বালকের নির্দ্দেশ মতে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, বাস্তবিকই তীরে তরুতলে একটি পরমা সুন্দরী যুবতী তাঁহার প্রতি এক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। ঠাকুরের আনন্দের সীমা রহিল না, ভাবিলেন,—

"তাইত, আমার এমন সুন্দরী শ্যালিকা এখানে আছেন, তাহা পর্য্যন্ত আমি জানিতাম না, আমার ব্রাহ্মণীর একথা আমাকে বলা উচিত ছিল, তাহা হইলে, আমি পূর্ব্বেই উঁহার বাটি যাইতাম। যাহাই হউক, আজ উঁহাকে বিশেষ রূপেই আপ্যায়িত করিতে হইবে।"

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া গাঁটরি রক্ষা

বিষয়ে তিনি নিরুদ্বেগ হইলেন। পূর্ব্বে গাঁটরির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া স্নান করিতে বড়ই অসুবিধা বোধ হইতেছিল, এখন পরমাত্মীয়া কুটাম্বিনীর কৃপায় সে অসুবিধা দূর হইল। নিশ্চিন্ত ভাবে আনাহ্নিক শেষ করিয়া তীরে উঠিলেন। কিন্তু পূর্ব্ব দৃষ্ট তরুতলে শ্যালিকাকে দেখিতে না পাইয়া ভাবিলেন,—"জনতাপূর্ণ ঘাটের পথ পরিত্যাগ করিয়া শ্যালিকা অবশ্যই অন্তরালে অপেক্ষা করিতেছেন। এক এক পদ করিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে ব্রাহ্মণ গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু শ্যালিকা বা তৎপুত্র কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন ভাবনা হইল, গাঁটরির মধ্যে গরদের ধুতি চাদর এবং ২।৪ টাকা নগদও ছিল। তাঁহার পরিধান আর্দ্র বস্ত্র, স্কন্ধে জলবাস মাত্র সম্বল। তিনি বৎসহারা গাভীর ন্যায় শান্তিপুরের পথে পথে শ্যালিকার সন্ধানে ফিরিতে লাগিলেন। পথে যাহাকে দেখিতে পান, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করেন,—

"ওগো, তোমরা কেহ বলিতে পার আমি কার মেসো?"

৪। কোন বাঙ্গালী বাবুর বৈটকখানায় চারিজনে গ্রাবু খেলিতেছিলেন। তন্মধ্যে একজন গ্রাবু খেলোয়াড় খেলার আমোদে উন্মত্তবৎ। এমন সময়ে কাশিতে কাশিতে তাঁহার নিষ্ঠীবনত্যাগের প্রয়োজন উপস্থিত হইল। সজোরে ফেলিবার জন্য তাস হাতে করিয়াই জানলার নিকটে গেলেন। তাড়াতাড়ি তাস খানি বাহিরে ফেলিয়া দিয়া তাসের আসরের ঠিক মধ্যস্থলে গয়ের নিঃক্ষেপ করিলেন। খেলোয়াড় বটে!

আর একজন খেলোয়াড় খেলিতে খেলিতে জননীর মৃত্যু সম্বাদ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কিরূপে মায়ের মৃত্যু হইল?"

উত্তর পাইলেন—"সর্পাঘাতে।" তখন খেলোয়াড় জিজ্ঞাসা করিলেন, কি সাপ? "উত্তর হইল গোখুরা। খেলোয়াড় বলিলেন কারের সাপ? কাদের সাপ? বলিতে বলিতে খেলায় মাতিলেন।

একজন ভদ্রবংশীয় মাতাল গ্রাম্য দেবতাকে প্রণাম করিয়া বর মাগিতেছিলেন—"মা আমাকে হাতী কর। আর মদ খাইয়া লুকোচুরি করিতে পারি না। হাতী হইলে মদ খাইয়া গোপনে পড়িয়া থাকিব।" উপরিউক্ত খেলোয়াড়গণ এই হাতীত্ব পাইয়াছিলেন।

৫। একজন কৃষক কোন মোকদ্দমায় এডিসনাল জজের নিকট সাক্ষ্য দিতেছিল। এই সাক্ষ্যের মধ্যে "জোতান গরু" এই শব্দের উল্লেখ করে। হাকিম্ ঐ শব্দের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"জোতান গরু" কাহাকে বলে? সাক্ষী কহিল,—

"ধর্ম্মাবতার, জজসাহেবের যেমন তুমি, আমাদের জোতান গরুও সেইরূপ।"

৬। এক ব্রাহ্মণ কোন গ্রামের প্রান্তস্থিত দোকানে উপস্থিত হইলেন। ঐ গ্রামে তাঁহার রাত্রি যাপন করিবার ইচ্ছা।

দোকানে উপবিষ্ট কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"ওহে বাপু,—তোমাদের এই গ্রামে মশা কেমন?" উপবিষ্ট ব্যক্তি সাতিশয় বিনয় সহকারে কহিল,—

"মহাশয়, আমাদের গ্রামের মশাগুলি কৃষ্ণবর্ণ, ষট্‌পদ ও শুণ্ডধারী।"

"তুমি মশার যে প্রকার রূপ বর্ণনা করিলে, আমি কি তা জানি না? আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, মশা লাগে কেমন?"

"মহাশয়, আমিত মশা কখন খাই নাই,—কেমন লাগে কিরূপে বলিব?

"আরে মলো বেটা ছোট লোক,—বলি মশার উৎপাত কেমন?"

"মশাতে কাহারও বাড়ী চুরী ডাকাইতি করিয়াছে, কি কাহারও ঘর জ্বালাইয়া দিয়াছে, কি কাহারও স্ত্রী পরিবারের অবমাননা করিয়াছে, আমি কখনও মশার এরূপ উৎপাতের সম্বাদ শুনি নাই।"

বাঙ্গালের কথায় ব্রাহ্মণ বড়ই বিরক্ত হইলেন, ক্রোধে তাঁহার অন্তর গরগর করিতে লাগিল। কিন্তু আর কোন কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া তিনি গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কোনরূপে রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন প্রভাতে স্থানান্তরে গমনে উদ্যত হইয়া একটি খালের ধারে উপনীত হইলেন। খালটি হাঁটিয়া পার হইতে হইবে। কিন্তু কোন্ খানে কত জল তাহা তিনি জানেন না। কাহাকে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক হইল। দেখিলেন, একটী লোক খালের ধারে বসিয়া মৃত্তিকা শৌচ করিতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"বাপুহে, এখানের জলে কি কাপড় ভিজিবে? পৃষ্ট ব্যক্তি কহিল,

"আজ্ঞে হাঁ। কাপড় কেন? লেপ, কাঁথা, কম্বল, সতরঞ্জ, যাহা ফেলিবেন, তাহাই ভিজিবে।"

ব্রাহ্মণ পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন,

"ওহে আমি ওরূপ ভাবের কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি নাই, বলি, এই খানে জল কত?"

মহাশয়, আমিত খালের জল কখনো মাপিয়া দেখি নাই তা কেমন করিয়া বলিব যে খালে জল কত?

"ওরে, তুই সেই কালকের নচ্ছার ব্যাটা বটে?

"আজ্ঞে মহাশয়।"

এখানে "মহাশয়" শব্দের সহিত ও পূর্ব্ব বাক্যের কিঞ্চিৎ সম্পর্ক আছে।

কুমারীরতন।

১

গুণবতী বিদ্যাবতী যাঁর কন্যা হন,
সে গৃহীর অলঙ্কার কুমারী রতন।
কত শোভা সে হৃদয়ে বর্ণিতে কে পারে

স্বাধীনতা পবিত্রতা মিলে একধারে।
স্বর্গের অপূর্ব্ব জ্যোতি করে বিকিরণ,
কুসুম সদৃশ প্রাণ ফুটন্ত জীবন।
হেরিলে জুড়ায় আঁখি পরিতৃপ্ত প্রাণ,
কে আছে জগতে বল কুমারী সমান।

২

আহা মরি কি মাধুরী খেলে সে অধরে?
স্বর্গের অমিয়বাণী ঝরে ঝরে পড়ে।
দাস দাসী পরিজন সবে তুষ্ট হয়,
করুণায় মূর্ত্তিমতী কুমারী হৃদয়।
পড়েনি পাপের কালি সদা হাস্য মুখী,
সবারে সে ভালবেসে কত হয় সুখী।
বিধাতার একি সৃষ্টি বড় চমৎকার,
সরলতা হৃদয়ের স্বরূপ যাহার।

৩

গুরুজনে সেবা করে কায়মন প্রাণে,
পর বলে সে কুমারী কারে নাহি জানে।
দীন দুঃখী কাঙ্গালের মুছাতে নয়ন,
সদাই হয়গো তার আকুলিত মন।
প্রাণসম ভাই বোনে কত স্নেহ প্রীতি,
মধুময় সে জীবন মেনে ধর্ম্মনীতি।
মাতার স্নেহের ছায়ে বিকশিত হয়,
পদ্ম সে মৃণালে বাঁধা কভু ছাড়া নয়।

৪

সে গৃহের আসবাব, কিবা পরিপাটি,
সুন্দর কাঁসার পাত্র মাজা ঘটি বাটি।
বিচিত্র শোভন চিত্র যা দেখিবে ঘরে,
বাঁধান পুস্তকগুলি ঝকমক্ করে।
নিজ হাতে সে কুমারী করে কত কাজ,
তাহাতে নাহিক তার একটু ও লাজ।
কিবা শান্ত শীলা বালা বিনয়েতে নত,
ইচ্ছা হয় মরে পুনঃ হই তার মত।

৫

কিবা তার মতি গতি মধুর জীবন,
বৃথা সে যে বাক্যালাপ করে না কখন।
সদ্‌গ্রন্থ শাস্ত্রপাঠ করে নিয়মিত,
কর্ত্তব্য বুঝিবে যাহা করে সমুচিত।
সরল ব্যাকুল প্রাণ ধর্ম্মের কারণ,
হৃদয়ে পরম নিধি করে অন্বেষণ;
কি সুরে বাঁধিয়া লয় হৃদয়ের বীণা,
সঙ্গীতে উঠেগো তার স্নিগ্ধ মাধুরীমা।

৬

বিধাতার হাতে গড়া এ হেন জীবন,
তাহাতে করোনা লোভ পাষণ্ড যেজন।
নারীর হৃদয় তন্ত্রী লয়ে নিজ করে,
চতুর বাদক বিনা কে বাজাতে পারে?
ধন্য সেই নরশ্রেষ্ঠ প্রেমিক সুজন
রাখিতে নারীর মান ব্যস্ত অনুক্ষণ।
নাহি প্রেম প্রতিদান করে অকারণ,
নারী যদি পতি বলে না করে বরণ।

বামারচনা।

বামাবোধিনীর জন্ম দিনের প্রীতি উপহার।

গাঁথি বন ফুলে মালা,
এনেছি ভরিয়ে ডালা
ভগিনী! পরাতে আজি গলেতে তোমার।
শুভ দিনে শুভ ক্ষণে,

আজি তব জন্ম দিনে
লহ ভগিনীর এই প্রীতি উপহার।
রমণীর বন্ধু তুমি,
অভাগা এ বঙ্গ ভূমি
এ দেশে রমণীগণ চির পরাধিনী।
তুমি তাহাদের তরে,
নিজ প্রাণ পণ ক'রে
অবহেলে খাটিতেছ দিবস যামিনী।
তুমিই তাদের প্রাণে,
জ্ঞানের আলোক দানে
সাধিতেছ তাহাদের এ শুভ সাধনা।
পরার্থে আপনা হারা
কে আছে তোমার পারা ?
নারীর মঙ্গল শুধু তোমার কামনা।
ভগিনীর দান ব'লে,
ধর ভগ্নি! পর গলে
যতনে গেঁথেছি এই বনফুল হার।
বিভু আশীর্ব্বাদ লয়ে,
এমনি নিঃস্বার্থ হয়ে
থাক ভগ্নী! চির দিন সংসার মাঝার।

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

---

৩৭ নং মধুরায়ের লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার বসু কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 615. November 1914

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫২ বর্ষ। ৬১৫ সংখ্যা। { কার্ত্তিক, ১৩২১। নভেম্বর, ১৯১৪। } ১০ম কল্প। ৩য় ভাগ।

শ্যামদেশীয় স্ত্রীলোক।

ভারতবর্ষের পূর্ব্বাংশস্থিত পূর্ব্ব-উপদ্বীপের অন্তর্গত একটী দেশ শ্যামদেশ নামে অভিহিত। শ্যাম শব্দের অর্থ কৃষ্ণ বর্ণ। এই দেশের লোকগুলি অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া অপর দেশবাসীরা ইহাকে শ্যামদেশ বলে। ঐ দেশের লোকেরা আপনাদিগকে "থাই" বলে। থাই শব্দের অর্থ স্বাধীন।

এই দেশের সকলেই ঠিক কৃষ্ণবর্ণ নহে, অনেকে গৌরবর্ণ। ইহাদের কেশ কটা না হইয়া কৃষ্ণবর্ণ, চক্ষুও কৃষ্ণবর্ণ, দাঁতে মিশি দেয় বলিয়া দাঁত ও কৃষ্ণ বর্ণ। সুতরাং ইহাদের বর্ণ ঠিক কৃষ্ণবর্ণ না হইলেও কেশ ও চক্ষু স্বভাবতঃ কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া এবং দন্ত ও কৃত্রিম উপায়ে অনেকে কৃষ্ণবর্ণ করে বলিয়া বোধ হয় বিদেশীয়গণ এই দেশকে শ্যাম দেশ বলে।

এই দেশে অনেক চীন ও ব্রহ্মদেশীয় লোকও বাস করে। কিন্তু থৈ বা থাই এ রাজ্যের প্রকৃত অধিবাসী। এই দেশে কাটা কাপড়ের ব্যবহার কম। এ দেশবাসীরা আমাদের দেশের লোকদের ন্যায় ধুতি পরে ও গলায় চাদর দেয়। অবস্থানুসারে অনেকে রেশমী কাপড়ও পরিয়া থাকে। ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক সকলেই চক্ষুতে অঞ্জন দিত, এক্ষণে কেবল বাঙ্গালা দেশে ছোট ছোট শিশুদিগের চক্ষুতে অঞ্জন দেওয়া হয়। অবশ্য বঙ্গ প্রদেশ ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন কোন প্রদেশবিশেষে এখনও সকলেরই অঞ্জন দেওয়ার কিছু কিছু রীতি আছে, কিন্তু শ্যাম দেশে প্রত্যেক স্ত্রীলোক ভ্রুতে অঞ্জন দিয়া থাকে। এখানকার (শ্যামের) মহিলারা আমাদের দেশের মহিলাদিগের ন্যায় ভূষণপ্রিয়। হস্তে বলয়ের ন্যায় ও পায়ে খাড়ুর ন্যায় মোটা ও